কুমারী-কুমার।

অর্থাৎ।

সুরস সংযুক্তানন্দ কাব্য।

শ্রীবিপিন বিহারী সরকারের

প্রণীত।

কলিকাতা

[illegible]য়ানহাটা পাঁচু[illegible] গলির ৯২ নং ভবনে

এঙ্গ্লোইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান যন্ত্রে মুদ্রিত।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

শকাব্দাঃ ১৭৮১।

চেতন পত্র।

সর্ব্বসাধারণকে বিজ্ঞাত করিতেছি, যে আমি এই কুমারী-কুমার নাম্নী অভিনব কাব্য গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে হোম ডিপার্টমেণ্ট হইতে রেজিষ্টরী করিয়া লইয়াছি, অতএব যে কোন ব্যক্তি ইহা মুদ্রিত করিবেন, তাহাকে সমুচিত রাজদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবেক।

অপীচ আমার নামাঙ্কিত মোহর ব্যতীত যে কোন মহোদয় এই গ্রন্থ ক্রয় কি বিক্রয় করিবেন, তবে তাহাকে ও আইনমতে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবেক।

শ্রীবিপিন বিহারী সরকার।
গ্রন্থ প্রকাশক।

ভূমিকা।

অস্মদ্দেশীয় সভ্য ভব্য নব্য বিজ্ঞবর সুধীবর সন্নিধানে নিবেদন, যে আমি বহু পরিশ্রম এবং যত্ন স্বীকার করিয়া এই অভিনব "কুমারী-কুমার" নাম্নী কাব্য প্রকাশিত করিলাম, বোধ করি ইহার স্থানে স্থানে বিস্তর ভ্রম হইয়া থাকিবেক, কেননা আমি এই কর্ম্মে প্রথম ব্রতী হইয়াছি, যদ্যপি গুণী-গণ সমীপে এই কাব্য আদরিণী হয়, তবে দ্বিতীয়-বার মুদ্রাঙ্কিত করিয়া ইহার স্থানে স্থানে যে সকল দোষ আছে তাহা সংশোধন করণে যত দূর পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে হয় তাহাই করিব, আমি এ প্রকার প্রত্যাশা করিতে পারিনা, যে এই কাব্য পাঠে সকলেই তৃপ্ত লাভ করিতে পারিবেন, কেননা মানব গণের মানসীক ভাব প্রত্যেক প্রত্যেক, ইহা কে না অম্লান বদনে স্বীকার করিবেন? তবে এই মাত্র প্রত্যাশা করিতে পারি, যে এই কাব্য পাঠে কোন কোন মহোদয়ের মনে আনন্দোদয় হইবেক। জগতীপুরে এ প্রকার মনুষ্য বিস্তর নয়ন পথে পতিত হইতেছে, যাঁহারা পর নিন্দা এবং পর দোষ অন্বেষণে সময় বিলয় করেন,

ভূমিকা।

যদিচ কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির কোন একখানি অভিনব পুস্তক তাঁহারা অবলোকন করেন, তবে এক পৃষ্ঠা পাঠ না করিতে করিতেই তাঁহার দোষান্দোলনে অগ্রসর হয়েন, ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়? তাঁহারা ভ্রমেও ইহাকি বিবেচনা করেন না, যে মুদ্রাঙ্কিত যে কোন বিষয় হউক না কেন, তাহা কখনই ভ্রম শূন্য হয় না, অপীচ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে "মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ,, অর্থাৎ মুনিগণের ও ভ্রম হইয়া থাকে, অতএব দোষ প্রতিরোষ না করিয়া তাঁহারা যদি উৎসাহ সংপ্রদান করেন,তবে লেখক গণের বোধ পদ্ম ক্রমে ক্রমে বিকাসিত হইয়া পরিশেষে রত্নাকর উদ্ভূত সুধা অপেক্ষাও সুমধুর সুধা সংপ্রদান করিতে পারে। লেখক গণ উদ্যম ভঙ্গ হইলে কখনই তাহা দিগের মানসীক ভাব প্রভাব হইতে পারে না, বরং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ক্রমে ক্রমে হ্রাসতা হইবারই সম্ভাবনা, যা হউক এইক্ষণে বিনত ভাবে প্রণতি পুর্ব্বক প্রার্থনা যে সুধীগণ এই পুস্তকের সমুদায় অংশ পাঠ করিতে কৃপণতা পরিহার করিবেন নিবেদনেতি।

কলিকাতা } শ্রীবিপিন বিহারী শর্ম্মা।

১২৬৬ সাল। } সম্পাদক।

সূচীপত্র।

পৃষ্ঠা।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্তঃ।

সুবয়স্যাগণের প্রতি চন্দ্রাননীর অনুরোধ।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল জৎ।

যাও হে আস্তে প্রাণকান্তে অন্তে একবার দেখি তারে। আমার কান্ত বিনে প্রান্ত অন্ত নিতান্ত একান্ত হবে॥ একে বল বসন্ত সে বসন্ত, তাহে হানে বাণ রতি কান্ত, সদা অশান্ত হইল শান্ত, কে শান্ত করিবে মোরে॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

চন্দ্রাননী খেদ করি, কহে শুন সহচরি,
শর্ব্বরী হইল অবসান।
অবধি যামিনী ভোর, বরং স্মরবে ভোর,
এবোর রবে কি রবে প্রাণ?॥
করি সখি নিবেদন, তুষ্ট কর এ জীবন,
ত্বরা করি নাগরে আনিয়া।
নতুবা প্রাণেতে মরি, কেমনে জীবন ধরি,
ভাবে সখি দেখনা ভাবিয়া?॥
শুনি সখি কহে কথা, বাঁটিয়া নাগর মুথা,
দেহে দেহ ব্যথা হবে লয়।

বেদনা নাহিক রবে, নাগরে লাঘব হবে,
নিদানে বিধানে হেন কর॥
শুনিয়া সখির বাক্য, চন্দ্রাননী সজললাক্ষ্য,
কহে মন্দ মধুর বচনে।
কি সাধ্য নাগর যুথা, হরিবে মনের ব্যথা,
নাগরীর নাগর বিহনে?॥
কৌতুক করিও পরে, আগে দেহ প্রিয়বরে,
নিরখিয়া জুড়াইব আঁখি।
আর না ছাড়িয়া দিব, মনোপিঞ্জরে রাখিব,
সে সুখদায়ক শুক পাখি॥
পেয়ে অভিমান ছল, দিয়া প্রেমে লজ্জা জল,
প্রস্থান করিলা সে নাগর।
কর সখি অবধান, আর না করিব মান,
প্রাণনাথে আনহ সত্বর॥
শুনিলে দুঃখের কথা, অন্তরে পাইবে ব্যথা,
অবশ্য দিবেন দরশন।
মম প্রিয়মতা যথা, অবগতি কর তথা,
লয়ে মম সুকর লিখন॥
রমা নামে সহচরি, বলে তবে তূর্ণ করি,
লিখন লিখহ পতি তরে।
মানিনীর বাণে দিয়া, প্রস্থানেরে প্রবোধিয়া,
আনি তব দিব প্রাণেশ্বরে॥

এতেক শুনিয়া ধনী, অন্তরে বিষাদ গণি,
লিখেন সুন্দর পাঠাবলি।
কি কব লিখন কথা, পাঠে হয় মনে ব্যথা,
পাঠে জ্ঞাত হবে সত্যাবলি॥

চন্দ্রাননীর পতি প্রতি পত্র লিখন।

গদ্য।

তব চরণ রাজীব মকরন্দাভিলাষী শ্রীমতী চন্দ্রাস্যা দাস্যা বিবিধ বিনয় পুরঃসর প্রণতি পূর্ব্বক পরমাবেদন মিদং বিশেষ স্ত্রেষঃ এহি কতিপয় দিবসর অবসর হইল মহাশয়ের সমাভিব্যাহারে বিহারের বাগান্দোলন বিরহে যে পর্য্যন্ত চিত্ত বৈকুল্য ... বর্ণা বলিতে বর্ণনে ক্ষমতায় বহির্ভূত, কেননা ... ক্ষণ্দানেনের পন্থাকে অতিক্রমে করিয়াছে. অতএব কয়েক দিবস একাসনে হৃষ্টমনে শ্রবণে, নয়নে, বিবাদ ভঞ্জনে, উভয়াননে, কথোপকথনে, শয়নে, স্বপনে, সতত সুখ সিন্ধু সলিলে সাতিশয় আনন্দে সন্তরণ করিতেছিলাম। তৎপরে অধুনা এ অধিনীর দুরদৃষ্ট প্রবাহ প্রযুক্ত মৎপ্রতি নির্দ্দয় অন্তঃকরণ প্রকাশার্থে দুঃখ সমুদ্রের বিচ্ছেদ তরঙ্গ বীচিতে বিসর্জ্জন করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করি-

লেন। কিন্তু অবলাজাতির প্রতি এতদ্রূপ দুর্নি-বারণ যন্ত্রণা প্রকাশ করা কদাপি নায়কের কর্তব্য নয়, তবে যে ঘটে, সে কিবল এ দুর্ভগা প্রতিপ-র্শিনীর অভিমান নৈপুণ্যের মূলিভূত, সে যা হাউক তথাপি মহাশয়ের এমৎ উচিত নহে, কেননা অপ্রতুল কৃতান্ত ভ্রান্ত হেতু হে কান্ত! একান্তা কান্ত কান্তার চরণোপান্তে মম অশান্ত শান্ত সংযোগ করিলেন, তদনন্তর তারাপদে বঞ্চিত হইয়া কিঞ্চিৎ সুখার্থে তব তত্ত্বে, মর্ত্ত্যে পরমার্থ তত্ত্ব, ব্যর্থ বোধ করত পুনঃ অসার সংসার সংসার ভাবিয়া মত্তা মাতঙ্গিনীর ন্যায় উন্মত্তা হইয়া তোমাকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিলাম। পরে অতিসীম কৈতব প্রাপ্ত হইয়া অপমান করিয়া অবিচ্ছার বিশুমানে গমন করত প্রান্তরান্তরে দিনান্তরে সু অন্তরে একান্তার মনে করেন নাই, কিন্তু আমি তবদীয় দর্শিত সুধাংশু নয়নপথে বহির্ভূত, অর্থাৎ অদর্শনে সর্বস্ব পরি-ত্যাগ করিয়া সুশয্যা ছাড়িয়া অধৈর্য্যা হইয়া কুশ-শয্যায় শয়ন করত ক্রীড়ায় বারাঞ্জলি দিয়া নিরন্তর সুন্দরী চিন্তাকারাচ্ছন্নে আবৃতা হইয়া নিরানন্দ নীরে পতিত হওত দিন শর্ব্বরী সম্বরণ করিতেছি। অতএব হে প্রাণ বল্লভ! সকাতরা সীমন্তিনীর প্রতি কৃপাবলোকন পুরঃসরঃ স্বীয় দয়াদাক্ষিণ্য ব্যক্ত করিয়া

অ...কোপ্ত তাপিতা তরণীর চিন্তাধ্বান্ত দূর করত ...প্ত রাখিবেন, এবং সহকারী বিহিনা নারীর প্রাণ ...ক্ষে পাক্ষে চক্ষে নিরক্ষে প্রাণাপেক্ষে ভাল বাসি-... ...কাপেক্ষে দর্শন রূপ তরণী প্রদানে বিরহ ...হইতে উদ্ধার করিবেন, নচেৎ এ বাম নয়-... বিরহার্ণব হইতে তীর পাওয়া দুষ্কর, কেন না ...ের তনয় বং সং প্রাণাপহরণে আগত প্রায় হই ...ছে, অতএব মহাশয় মহিমা প্রকাশ করিয়া প্রেম-পীযূষ সং প্রদানে বাধিনী চন্দ্রাননীর জীবন জীবি-ত রাখিবেন কিমধিকং মিতি।

শিরোনামা।

মদীয় হৃদয়ারবিন্দ প্রকাশক প্রিয়তম প্রেম-...শ্রীল শ্রীযুক্ত সুকুমার কুমারচন্দ্র রায় মহা-শয় অসেচনকবরেষু।

পত্র লইয়া সখীর গমন।

গীত।

রাগিণী পূরবী। তাল আড়া।

দিবা অবসান হলো দিবাকরে যাও হে সখি। শুনিয়া কোকিল গান, ব্যাকুল

হ[illegible] প্রাণ, আর না করিব মান, আন প্রাণ নাথে দেখি॥ এবার পাইলে করে, আর না ছাড়িব তারে, রাখিব হৃদি পিঞ্জরে সে শুক রসিক পাখী॥

পত্র।

কাকতি মিনতি করি, লিখিয়া লিখন।
দাসীর করেতে পত্র, করিলা অর্পণ॥
বলে সখি যাহ ত্বরা, পতির সদনে।
করিবে সুকার্য্য সিদ্ধ, পরম যতনে॥
সহচরি বলে কেন, বলহ বিস্তর।
দেখ চন্দ্রাননী তাঁরে, আনিব সত্বর॥
এতবলি দ্রুতগতি, করিলা গমন।
কুমারের কাছে আসি, দিলা দরশন॥
পদে প্রণমিয়া পত্র, করিলা প্রদান।
সহাস্য বদনে তাহা, করেন বিধান॥
করিয়া হৃদয়ঙ্গম, রমণীর ভাষা।
কুমার করেন পরে, দাসীরে জিজ্ঞাসা॥
কিরূপে সে রূপবতী, আছেন এখন।
কিহেতু কাতরে এবে, লিখিলা লিখন॥
কোথবা রহিল তার, মান প্রাণ ধন।
কোথা বা রহিল তাঁর, সুখিনী[illegible]পণ॥

সম্বরণ করিতে যে, কর্ম্ম নাহি পারে।
সে কেন এমন কর্ম্মে, ব্রতী হোয়ে গারে॥
কেন বা লইতে বল, এলে ওহে দাসী।
আর না হেরিব পাপিয়সী স্মৃতিনাশী॥
সহচরি বলে কি কহিলে গুণমণি।
তব অদর্শনে প্রাণে, মরে চন্দ্রাননী॥
অবলা সরলা বালা, নাহি কোন জ্ঞান।
তাহে সে যৌবন ধনে, হয়েছে অজ্ঞান॥
অনিত্য যৌবন ধন, পাইলে রমণী।
পুরুষে সুরস জ্ঞান, না করে তখনি॥
অমূল্য যৌবন ধন, দৃঢ় করি ধরি।
না মানে মানীর মান, যে হয় সুন্দরী॥
এমন কুমতি মতি যুবতী যে জন।
জ্ঞানী হোয়ে তারে কেন, কর বিরম্বন॥
তার অপরাধ ক্ষমা, কর মহাশয়।
আর না হইবে হেন, জানিহ নিশ্চয়॥
বারেক এরূপ যদি, করে চন্দ্রাননী।
তার প্রতি প্রতিফল, দিবেন তখনি॥
শুন মম কথা তথা, চল গুণাশ্রয়।
অবলা বালারে বাম, উচিত না হয়॥
দম্পতি কলহ নাহি থাকে চির দিন।
ক্ষণদপি দুখ পরে, উভয়ে অধিন॥

যে মনে করিয়া থাকে, এ সকল রাগ।
সংসারে নাহিক তার, থাকে অনুরাগ॥
সানন্দে সংসার যাত্রা কর মহাশয়।
কে কোথা রহিবে ভবে, দেহ হোলে লয়॥
যত দিন রবে বেঁচে সংসার ভিতর।
আমদ প্রমদে থাকি সদাকাল তর॥
কেন এ বিষাদ বাদ, জঞ্জাল জালেতে।
বদ্ধ হোয়ে থাক চিন্তা, ব্যাধের হাতেতে॥
তুচ্ছ কর সে সকল রমণীর রোষ।
অভয় প্রদানে হর, অবলার দোষ॥
সুবুদ্ধো সুধীর তুমি সুন্দর কিশোর।
নব যুবা যোষিত জনের চিত্ত চোর॥
দৃকপাত করেছে প্রেমদা তবাননে।
সে ধনী হয়েছে দগ্ধা, মদন দহনে॥
সে তো চন্দ্রাননী তব, প্রেমাধিকারিণী।
যার সহ সহবাসে, বঞ্চেছ যামিনী॥
তব প্রেমামৃত রসাস্বাদনে সে ধনী।
লুব্ধা হয়ে পথ চেয়ে, আছে চন্দ্রাননী॥
কেমনে ভুলিবে হেবরূপ বাক্য ক্রিয়া।
না গেলে ত্যজিবে প্রাণ, সলিলে ডুবিয়া॥
স্ত্রী বধ পাপের ভয়, থাকে যদি প্রাণে।
ত্বরায় চলহ বীর, ধনী সন্নিধানে॥

করিয়া সখির বাক্য, শ্রবণে শ্রবণ।
মনেতে পাইলা ব্যথা, কুমার রতন॥
বলে সখি শুনি সে কি, আমার কারণ।
প্রয়তমা প্রেয়সী কি, ত্যজিবে জীবন?॥
প্রেম সুধা-দায়িনী প্রমদা প্রেমাভাবে।
না জানি কতই ভাব, সদা ভাবে ভাবে॥
বল দেখি সহচরি, সে গজ গামিনী।
বিবর্ণা হয়েছে কিসে নেত্র বিমোহিনী?॥
সখি কহে শুন বলি ভূপতি তনয়।
কহিতে তাহার দুঃখ, বিদরে হৃদয়॥
শ্যামাপদ সরোজে করিয়া মনার্পণ।
বিরচিল নবকাব্য, বিপিন শর্ম্মণ॥

সখিসহ কুমারে চন্দ্রাননীর নিকটে গমন।

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

তোমার প্রাণ প্রেয়সী। তব আশাতে পোহায় জাগিয়া নিশি॥ সদা দুখ নীরে ভাসে, বল কে তার তাপ নাশে, না গেলে হইবে ও সে, দাসী উদাসী। কৃপা করি সে

অধিনে, চল হে আমার সনে, বাসর গেল গগণে, উদয় শশি ॥

লঘু-ত্রিপদী।

শুন কৃপা করি, তব প্রাণেশ্বরী,
যে দুঃখে হরিছে দিন।
শোকে কিশোরীর, সুঠাম শরীর,
ভাবিয়া হয়েছে ক্ষীণ ॥
করে হাহাকার, বহে অনিবার,
বারিজ নয়নে বারি।
সুকোমল কায়, লুণ্ঠিত ধরায়,
হেমাসন পরিহরি ॥
সৌদামিনী জয়ী, ছিল রূপময়ী,
তব নব রসবতী।
জলধর পাশে, লুকাইত ত্রাসে,
হেরিয়া রূপের জ্যোতিঃ ॥
বাক্ সুধা হরণ, করে পিক গণ,
পলাইল তরুপরে।
এহেতু ভয়েতে, না মানে মহীতে,
পাদপে বসতি করে ॥
গেছে সব বেশ, কিন্তু কটি দেশ,
হরিতে পারেনি হরি।

নিরখি গমন, করে আগমন,
হরণ করিল করী ॥
নয়ন হিল্লোলে, হয়ে শশি কোলে,
গগণে রহিল শশ।
সুকুচ সারস, হয়েছে নিরস,
বিহনে প্রেমের রস ॥
কুন্তলের বেণী, হেরি কুণ্ডলিনী,
হয়বিন্তা হয়ে মনে।
প্রবেশিয়ে বিলে, করে তারা লীলে,
অসিতা সাপিনী গণে ॥
কি কহিব আর, মিহির কুমার,
প্রাণাপহরণে ধায়।
শ্যামার কৃপাতে, না পারে হরিতে,
ফিরিয়া ফিরিয়া যায় ॥
যদি হে বনিতা!, রাখিবে জীবিতা,
আমার সহিতে চল।
দেখ দিবাকর, সম্বরিলা কর,
ঝুম্প করি শতদল ॥
না গেলে এ রেতে, তব বিরহেতে,
ভীতা হয়ে [illegible]ণ।
হবে উদাসিনী, তব সীমন্তিনী,
যামিনী বিগতা হলে ॥

শুনে হেন বাণী, চঞ্চল পরাণী,
কুমার কহেন সখি।
চল চল ত্বরা, সে নয়ন তারা,
হেরিয়া জুড়াই আঁখি॥
আহা! মরি মরি, পুরী পরিহরি,
পরের পুরীতে বাস।
প্রাণের প্রেয়সী, পরমা রূপসী,
মদনে করিছে নাশ॥
হইয়াছে দুখী, সে কমল মুখী,
বিলম্বে নাহিক কায।
পীযূষ ময়ূখ, নিরখিয়ে সুখ,
পাইল চন্দ্রের রাজ॥
মম চকোরিণী, সুধাপ্রলাপিনী,
লোলুপা হয়েছে অতি।
কৈরব গৌরব, হইল উদ্ভব,
নলিন মলিন মতি॥
আমি সুধাকর, উদয় সত্বর,
হইব হৃদয়াকাশে।
প্রেমামৃত দানে, বাঁচাইব প্রাণে,
থাকিয়া তাহার পাশে।
এতেক কহিয়া, প্রিয়া প্রবোধিয়া,
চলেন বাস রঙ্গনে

উত্তরিল গিয়ে, নারীর নিলয়ে,
দেখে নারী নিরাসনে ॥
বিরহে ব্যাকুলা, জলদ কুন্তলা,
নয়নে ভূরসী ধারা।
স্বর্ণ কলেবর, ধূলাতে ধূসর,
হেরিয়া কুমার সারা॥
কহে সখিবার, কেন কাঁদ আর,
তবধব গৃহাগত।
উঠ উঠ ধনী, অমঙ্গল ধ্বনি,
কেন কর অনাহত॥
শ্রীশ্যামাচরণ, করিয়া স্মরণ,
রচিলেন কবি গীত।
বুধ জন গণ, করিয়া শোধন,
করিবেন প্রচলিত॥

মান ভঙ্গ প্রসঙ্গ।

গীত।

এসো হে নাথামার, করিহে নমস্কার, পুরস্কার কর প্রেম প্রদানে। না জেনে তব মান, করিয়ে অভিমান, এখন যায় হে প্রাণ, তব অবিজ্ঞানে॥ বিয়োগ বিকারে, নিশ্বাস নাহি সরে, রাখো হে দাসীরে আজি নিদানে

শ্রবণে শ্রবণ করি, নাথের বচন।
ধরণী হইতে ধনী, উঠিলা তখন ॥
নাগরে হেরিয়া নাগরীর শোক হত।
চরণে প্রণতি সতী, করে শত শত ॥
অর্পণ করিয়া বাস, রতন কাননে।
করুণা করিয়া কহে, সজল নয়নে ॥
এই নিবেদন মম, তব বিদ্যমানে।
যোষা দোষান্বিতা কি হইল অভিমানে ? ॥
বসতি করিয়া কুল, কামিনী সমাজে।
দয়িত বিহনে মান, অন্যে কি হে সাজে ? ॥
স্বামীর সমীপে কান্তা, করে থাকে মান।
তাহাতে পতির নাহি, হয় অপমান ॥
তবে যার পতি অতি, অরসিক হয়।
তাহার নিকটে অভিমান বিধি নয় ॥
নবীন রসিক রসময় যার পতি।
সে কি মান ছাড়ে যে রসিকা রসবতী ? ॥
প্রেমের লক্ষণ কিহে জাননা নাগর।
পীরিতেরি অঙ্গ মান রসের সাগর ॥
গোকুলে গোপের কুলে গোপনারী রাধা।
বৈকুণ্ঠ বিহারি হরি, তার প্রেমে বাঁধা ॥
রাধার প্রেমেতে মত্ত, হয়ে নীল কানু।
সদা রাধা রাধা রবে, বাজাতেন বেণু ॥

একদা যামিনী যোগে, যত গোপিগণ।
যাইলা রাধার সহ, নিকুঞ্জ কানন॥
নিকুঞ্জ কাননে, কুঞ্জ বিহারির সনে।
বঞ্চিব রজনী রাধে, ভাবিলেন মনে॥
সাজায়ে বাসর কুঞ্জ, ভানুর-নন্দিনী।
সখি সহ রহিলেন, জাগিয়া যামিনী॥
সে নিশি রাধার কুঞ্জ, পরিহরি হরি॥
অন্য সহ সঙ্গমে হয়েণ বিভাবরী।
ক্রমে নিশা শেষা দশা দেখি রসবতী।
প্রভাতে বিমনা মান সাগরে শ্রীমতী॥
এমন করুণাময় রসময় রমাপতি।
কিশোরীর কুঞ্জবনে করিলেন গতি॥
নিকুঞ্জ বিহারি কুঞ্জে, কুঞ্জে প্রবেশিয়া।
নিরাশ্বাস হইলেন, মান নিরখিয়া॥
বিমল বদনে রাধা, রোদনে তৎপরা।
বসনে বদন ঢেকেছেন গোপীবরা॥
কৃষ্ণ নাম বিপর্য্যয় শ্রবণে শ্রবণে।
রাজীবলোচন কৃষ্ণ ব্যাকুল জীবনে॥
শ্রীমতী শ্রীমতী মত্তা, হয়ে অভিমানে।
না চান কৃষ্ণের মুখ, অপাঙ্গ দর্শনে॥
শ্রীহরি শ্রীকরে ধরি, শ্রীরাধা শ্রীপায়।
মধুমান মানময়ী, কহে নীলকায়।

যাহার চরণ রেণু, স্পর্শনে পাষাণ।
মানবী হইয়া হৈল, শাপে পরিত্রাণ॥
যে পদ সরোজ রজ, কাষ্ঠ তরী সোণা।
যে পদ বাসনা সদা, করে শবাসনা॥
যাঁহার চরণোদ্ভবা সুরতরঙ্গিণী।
ত্রিলোক তারিতে জিনি, ত্রিপথ গামিনী॥
পদ্মাসনে সুপূজিত, যাহার চরণ।
সেধন সাধেন ধরি, নারীর চরণ॥
রাধিকার পাদপদ্মে, নীলপদ্ম শোভে।
ভ্রমেতে ভ্রমর ভ্রমে, মকরন্দ লোভে॥
হৃদে পদ চিহ্ন ছিন্ন হয় আঁখিনীরে।
হৃদয়ে ব্যাকুলা যত, গোপরমণীরে॥
চিত্তে চিন্তা চিন্তামণি, করিয়া বিস্তর।
নিকুঞ্জের প্রান্তভাগে, গেলেন সত্বর॥
ধরিয়া যোগীর বেশ, যোগেন্দ্র ঈশ্বর।
পুনর্ব্বার প্রবেশেন, নিকুঞ্জ ভিতর॥
বিভূতি ভূষিত অঙ্গ কক্ষে প্রেম ঝুলি।
মান ভিক্ষা দেহি রাধে মুখে এই বুলি॥
মান ধন যাচিঞা করেন যদুপতি।
তথাস্তু বলিয়া মান, সম্বরিলা সতী॥
দেখ দেখি নাগর কেমন নাগরালি।
অভিমান ভঞ্জনে বিখ্যাত বনমালি॥

প্রভাত বর্ণন।
দীর্ঘ-ত্রিপদী।

রমণ সুখের সুখে, পতিরে রাখিয়া বুকে,
চিবুকে চুম্বনে রসবতী।
না পুরিতে মনো আশা, বিগতা হইল নিশা,
স্বস্থানে গেলেন নিশাপতি॥
নাগর উঠিতে চায়, নাগরী ধরেন পায়,
বলে নাথ আছে হে রজনী।
আবেশ মেটেনি মোর, কিরূপে রজনী ভোর,
হইল এখনি গুণমণি॥
কহেন নাগর বর, প্রকাশিত প্রভাকর,
কেন বদ্ধ দ্বার চন্দ্রাননী।
রজনী নাহিক আর, বিমুক্ত করহ দ্বার,
বাজেতে হইল ঘড়ী ধ্বনি॥
পুষ্প শাখী সুশোভিত, কোকিল ললিত গীত,
গাইতেছে কুসুম বাগানে।
সৌধপরে কলরব, করিতেছে কলরব,
নিরব হয়েছে পশু গণে॥
বিধুর বিরস তাতে, অন্তকের তাত তাতে,
কুমুদিনী মুদিতা হইল।
পূর্ব্ব দিকে প্রভাকর, বিস্তার করিয়া কর,
কোকের বিরহ বিনাশিল॥

সরোবরে সুশোভিতা, সরোজিনী বিকশিতা,
কম্পিতা প্রভাতা বাতাঘাতে।
মুক্ত করি বাতায়ন, কর ধনী দরশন,
ভ্রমর নিরাশা হয় যাতে॥
মাখিয়া কুমুদারেণু, পিঙ্গল বরণ তনু,
মধুকর পাইল তড়াগে।
পদ্মিনী কম্পিতা ভাবে, ভ্রমর কুপিত রাগে,
ভীত হয়ে নলিনীর রাগে॥
পড়িছে বকুল ফুল, ঝঙ্কারিয়ে কোকিকুল,
কুসুম কাননে করে কেলি।
পড়োরা পড়িছে টোলে, দোকানী দোকানখোলে,
পাখীরে পড়ায় রাধা বুলি॥
প্রভাত নক্ষত্র যত, সকলি হতো প্রকাশিত,
বিকসিত কমল কোরক।
মালাকর জাতি যত, তুলে জাতি জুতি কত,
বাপীতে চড়িছে হংস বক॥
একি অবোধের বাণী, কহিতেছ সুলোচনী,
যামিনী কেমনে নিরখিলে।
না বল এমন কথা, এখনি খাইবে মাথা,
হেন কথা সখিরে শুনিলে॥
তখনি রমণী কয়, শুন শুন মহাশয়,
সামান্য শর্ব্বরী শেষ বটে।

অপূর্ব্ব রজনী যদি, দেখিবেন গুণনিধি,
তবে থাকো আমার নিকটে ॥
সে নিশা হেরিলে সুখ, পাইবে নাইবে দুখ,
একারণ ধরি তব পদে।
না শুনে সে বিবরণ, অর্পণ করিল মন,
প্রভাত বর্ণন অনুবাদে ॥
কুমার কহেন বাণী, একি কহ চন্দ্রাননি,
কিরূপে প্রভাতে হবে নিশি।
কহে পরে চন্দ্রাননী, শুন তবে গুণমণি,
বর্ণিবারে কবি অভিলাষী ॥

অপূর্ব্ব নিশা বর্ণন।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

শুনিয়া কামিনী কয়, শুন তবে মহাশয়,
অপূর্ব্ব নিশার বিবরণ।
শুনিলে সন্তোষ হবে, পরিশেষে সুখ পাবে,
হইবে আমারে প্রয়োজন ॥
আমার আকাঙ্ক্ষা নিশি, তুমি ওহে পূর্ণ শশি,
এসো মম হৃদয় আকাশে।
হবে অপরূপ নিশা, পূর্ণ হবে মনো আশা,
চিত্ত তমো নাশিবে অনাশে ॥

কুমার তখন বলে, কুমুদিনী নিশাকালে,
প্রফুল্লিতা হয় সরসীতে।
এ কথা অলিক নয়, পদ্মিনী মুদিত হয়,
কিরূপে তা হবে এ নিশিতে॥
শুনিয়া পতির বাণী, স্মিত মুখে চন্দ্রাননী,
কহে শুন রসিক নাগর।
দেখ দেখি রসকূপ, করিয়াছি অপরূপ,
শোভিত নাভির সরোবর॥
যারে লোমাবলি বলে, উঠেছে মৃণাল ছলে,
কোমল কোরক কুচ যথা।
নয়নে দেখো না তাই, যে কলি তো ফুটে না,
সর্ব্বাঙ্গী বিশদ বল বৃথা॥
খুলেছেন খোপার ফুল, পড়েছে বকুল ফুল,
নিরখিয়া দেখ প্রাণ বঁধু।
দবিত স্ফূর্তি হয়ে, পড়িয়াছে উথলিয়ে,
কামাগার কুমুদের মধু।
হেরে স্তন পদ্মকলি, তোমার মানস অলী,
মধুলোভে ধাইবে কুমুদে।
যুগল নয়ন মম, হইয়া চকোর সম,
ধাইবে ভবদানন চাঁদে॥
কাঞ্চীর সিঞ্জিত রবে, ঝিল্লী রব ছলে হবে,
নিরখে মেদিনী আমদিনী।

কহে যোষা জ্ঞান মুক্তা, ঘর্ম্ম শিশিরাভিষিক্তা,
হইবে তম্নিতম্ব অবনী ॥
সে নিশা ছুটায় ভোর, শাস্ত্রে ছুটা বড় জোর,
তবু মোর থাকে কিছু কাল।
রস দায়িকা কামিনী কহে শুন গুণমণি,
এ ঘড়ি সুন্দর সুরলাল।
সে ঘড়ি যখন বাজে, তাহে কি মহিমা মজে,
সময় কালেতে মারে বাড়ি।
এ নিশা হইবে ভোর, যখন বাজিবে মোর,
সঘনে জঘনে ঘন ঘড়ি ॥
কৌশলে কামিনী বলে, নাগর মদনানলে,
কলেবর লাগিলা দহিতে।
হৃদে উল্লাস তরঙ্গ, শিহরে কোমল অঙ্গ,
পুনরায় মাতিল রতিতে ॥
মিটিল মনের খেদ, হইল বিচ্ছেদ ছেদ,
বহে স্বেদ উভয়েরি গায়।
বসিয়া আপনালয়ে, অতুল ভাবিত হয়ে,
দ্বিজ কবি নব গীত গায় ॥

সহচরী গণের উপহাস।

লঘু-ত্রিপদী।

রমণে বনিতা, হয়ে হরষিতা,
রজনী বিগতা হলে।
উঠিয়া ত্বরায়, নাগরের পায়,
প্রণাম করিয়া বলে॥
তব প্রেমোদকে, বিরহ পাবকে,
পাইলাম পরিত্রাণ।
তুমি প্রিয় বর, উত্তম নাগর,
অবলা বালার প্রাণ॥
তব অদর্শনে, দর্শ নিশা দিনে,
জ্ঞান ছিল প্রাণপতি।
দুঃখ নিরন্তর, ব্যাকুল অন্তর,
কি কহিব সে দুর্গতি॥
রমণীর বাণী, শুনিয়া অমনি,
কুমার [illegible] হাসে।
প্রভাতে দুজনে, বসি রঙ্গ মনে,
সানন্দ সাগরে ভাসে॥
ক্লান্তে কিশোরীর, স্বেদার্দ্র শরীর,
বদনে মধুর হাসি।
দাসীগণ সুখে, হাসি হাসি মুখে,
চামর ঢুলায় আসি॥

করিয়া বিনয়, কহে সখী চয়,
ঠারিয়া কুরঙ্গ আঁখি।
পেয়ে পুনর্ব্বার, করিছ বিহার,
এ আর কেমন দেখি॥
ছিছি লাজে মরি, কেমনে নাগরী,
প্রভাতে পতির সনে।
ছিল কি মানস?, দিনে রতিরস,
পাইয়া হারানো ধনে॥
কোথা সে বিলাপ, বিরহ প্রলাপ,
কর প্রেমালাপ ধনী।
বিগলিত কেশ, নাহি লাজ লেশ,
বলহ বিশেষ শুনি॥
জাগিয়া সর্ব্বরী, তাহে কি সুন্দরী,
মেটেনি মনের খেদ।
এ কিহে আমদ!, এত খোসামদ,
করিতে বিচ্ছেদ ছেদ।
তবে কেন ধনী, হয়ে অভিমানী,
অভিমান করে ছিলে।
যেজন বিহনে, ব্যাকুল জীবনে,
সে জনে বিষাদ দিলে॥
সুখদ নাগরে, মান সরোবরে,
কেনবা ডুবায়ে ছিলে।

পুনঃ সে যতনে, কোমল করতলে,
হৃদয়ে তুলিয়া দিলে ॥

সহাস্য বদনে, কহে সখিগণে,
চন্দ্রাননী রূপবতী।
বল বল বল, পেয়েছ সকল,
বাসনা নাহিক কভু ॥

পেয়ে প্রিয়বরে, কেন সুখ অন্তরে,
উদয় হয়েছে তোর।
নাহি কোন রাগ; প্রেম অনুরাগ,
অতিশয় বাড়ে তোর ॥

দিনে পতি সনে, রবে সুখাসনে,
হয়েছে বিচ্ছেদ নাশ।
তব বাঞ্ছা মনে, করিলে কেমনে,
পুরিবে মনের আশ ॥

একথা যেন কয়, শুনে সুখী হয়,
যতেক চন্দ্রার দাসী।
আসিয়া বাহিরে, সহচরি ধীরে,
ধরেন অধরে হাসি ॥

পরে সখিগণে, বেড়ায় প্রাঙ্গণে,
করিয়া সুখের কাজ।
শেষে দিন গতে, উঠেন দম্পতি,
ছাড়িয়া বাসর সাজ ॥

সৌচ আচমন, করিয়া তখন,
স্নানাদি ভোজন পরে।
পরি পরিচ্ছেদ, ক্লেদিতে বিচ্ছেদ,
চলেন নারীর ঘরে॥
হরষিত মনে, বসেছি আসনে,
হাসি না ধরে অধরে।
রাজ ছত্র শীরে, ধরিলা দাসীরে,
ব্যাজন কিঙ্করে করে॥
রামচন্দ্র মুখী, হয়ে অতি সুখী,
বসেন পতির বামে।
হেরে হরে মন, মিলিল যেমন,
মদন রতিকা কামে॥
সুখে পতি সহ, করেন নির্ব্বাহ,
অসার সংসার সার।
দ্বিজকবি কয়, শুন মহাশয়,
কি ভাবিছ ভবে আর॥

দম্পতির উদ্যানে গমন।

পদ্য।

এক দিন চন্দ্রাননী কুমারের সনে।
কুসুম উদ্যান যায় প্রফুল্লিত মনে॥

সহচরী সহ সুখে বেড়ায় দম্পতি।
হৃষ্টমনে সখিগণ কিজ্ঞেন যুবতি ॥
আনহ ত্বরায় গাঁথি, কুসুমের হার।
কণ্ঠে পরাইয়া পরে, দেখিবে বাহার ॥
আজ্ঞা পেয়ে চলে ধেয়ে, সহচরী চয়।
চয়ন করিল পুষ্প, মকরন্দ ময় ॥
চম্পক বকুল বেলি কুন্দ যুঁই জাতি।
গোলাপ টগর কাষ্ঠ মল্লিকা মালতি ॥
কাঞ্চন কুরুচি কুঞ্জ বাসন্তী সুবাস।
জয়ন্তী মন্দার আর কুটজ পলাশ ॥
বহু বিধ পুষ্প পুষ্প বাগান ভিতরে।
গন্ধে অন্ধ হোয়ে দ্বন্দ করে মধুকরে ॥
কেহ বা প্রফুল্ল ফুল তুলে পদ্ম করে।
কেহ বা গাঁথয়ে মালা, কেহ গুচ্ছ করে ॥
কোন দাসী হাসি হাসি, তুলে পুষ্প কলি।
কেহ বা মালতি তুলে, খেদাইয়ে অলি ॥
গাঁথিয়া পুষ্পের স্রক সব সহচরী।
দম্পতির সমীপে দাঁড়ায় সারি সারি ॥
নিকুঞ্জ কাননে যেন, রাধা বিনোদিনী।
গোপী সহ লীলা করে, লয়ে নীলমণি ॥
কেহ বা মালতি মাল্য ধরি দুটী করে।
নাগরের গল দেশে সমর্পণ করে ॥

কোন সহচরি করি চম্পকের হার।
কিশোরীর করে দিয়া করেন বিহার॥
কেহ বা অঞ্জলি পুরি সুগন্ধী গোলাপ।
কুমারের করে দিয়া করে প্রেমালাপ॥
এমন সময় দিবাকর অস্ত হয়।
ক্ষীরাব্ধি কুমার আসি, হলেন উদয়॥
নবোঢ়া রমণী চিন্তা করে অনিবার।
প্রৌঢ়া রমণী মনে আনন্দ সঞ্চার॥
নবীনা যুবতী রসবতী চন্দ্রাননী।
নিশি মুখ নিরখিয়া হাসেন অমনি॥
তুঙ্গ কুচ ভরে ভারি অঙ্গ নত তাহে।
সতত কন্দর্প সম দেহে গন্ধ বহে॥
তাহাতে রসিক রসময় কান্ত পাশে।
রজনী হেরিয়া হাসে রতি রস আশে॥
দেখ দেখ প্রিয়তম কহে সহচরী।
সর্ব্বরী হেরিয়া হৃষ্টা তোমার সুন্দরী॥
চল হে ভবনে পুষ্প বনে নাহি কাজ।
করোগে রমণী মাঝে, রমণে বিরাজ॥
অমনি উঠিয়া সবে, চলেন সদনে।
চন্দ্রা বলে চল নাথ বাসর শয়নে॥
দ্বিজকবি কহে কেন ব্যস্ত রসবতী।
পতির নিকটে কি করিবে রতিপতি?॥

চন্দ্রাননীর তীর্থ দর্শনের যুক্তি।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

ক্রমে বর্দ্ধ মান নিশি, গগণে উদিত শশি,
স্পন্দন রহিত পক্ষীগণ।
কুমুদ কহ্লার যত, পদ্মাকরে সুশোভিত,
কমলের নিরস বদন॥
পাইয়া পীযূষ ত্রিণী, চন্দ্রামোদী চকরিণী,
ধায় সুখ ধাম সন্নিধানে।
চৌকি দিয়া দ্বারে দ্বারে, ভ্রমিতেছে চৌকিদারে
তস্কর দুস্কর ভাবে মনে॥
অভিনব বিবাহিতা, শঙ্কু চিত্তে সে বনিতা,
অপ্রকাশে রহে কান্ত পাশে।
বয়স্থা নাগরী যারা, রসিক সহিত তারা,
প্রেমরস তরঙ্গেতে ভাসে॥
চন্দ্রাননী হেন কালে, কান্তের চরণ তলে,
বিনয় করিয়া কহে বাণী।
বাসনা হয়েছে মনে, যাব তীর্থ দরশনে,
বিগতা হইলে নিশাগনী॥
দম্পতি যাইব তীর্থে, ধর্ম্ম মোক্ষ কাম অর্থে,
সংসার অসার জ্ঞান করি।
কেন থাক মোহ গর্ত্তে, চল সনাতন অর্ত্তে,
বিষয় বাসনা পরিহরি॥

কুমার কহেন সার, তব যুক্তি করে সার,
প্রভাতে যাইব তীর্থ বাসে।
তারিণী চরণ তরী, ত্বরায় ধারণ করি,
ভবার্ণবে তরিব অনায়াসে॥
করি এই পরামর্শ, হইয়া পরম হর্ষ,
দম্পতি সুখেতে ঘুমাইল॥
ক্ষণকাল গত পরে, শশী অস্তাচলোপরে,
বিভাবরী বিগতা হইল।
চন্দ্রাননী উঠে আগে, প্রাণ-পতির প্রান্তভাগে,
আস্তে ব্যস্তে জাগিয়া বসিল॥
দ্বিজকবি কহে হাসি, ত্বরা চলে যাও কাশী,
দিবাকর কর প্রকাশিল॥

দম্পতির তীর্থ যাত্রা।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

উঠ হে উঠ হে নাথ, রজনী প্রভাত হইল।
ফুটিল কমল কলি দিবাকর প্রকাশিল॥
নিশাকর লুকাইল, কৈরব গৌরব গেল,
প্রভাতে প্রভাত গন্ধ বহ বহিল। খঞ্জন নাচে
প্রাঙ্গনে, কোকিল মাতিল গানে, মধুকর
মধুপানে, কমলোপরে ধাইল॥

পদ্য।

সর্ব্বরী বিগতা কালে উঠিয়া সুন্দরী।
কান্তকে জাগান কান্তা চরণেতে ধরি॥
উঠ প্রিয়বর শশধর, অস্ত হয়।
সুশীতল মলয় প্রভাত বাত বয়॥
ডাকিছে কোকিল গণ, কুহু কুহু রবে।
অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী জপিছে মানবে॥
চঞ্চরীক চয় করে পদ্ম মধুপান।
দেখ প্রাণ বঁধু বিধু গেল নিজ স্থান॥
হইল কৈরব সব, শব সমো শরে।
সরজঃ সরোজ বিকসিত সরোবরে॥
স্বজনী নয়নে হেরো ধরি হে চরণে।
ভূদেব নন্দন ধায়, কুসুম চয়নে॥
ধনীর মধুর ধ্বনি, করিয়া শ্রবণ।
জাগিয়া বসেন মঞ্চে, কুমার রতন॥
অমনি হইয়া ব্যস্ত, উঠেন নাগর।
নারীকে কহেন তলে, চলহে সত্বর॥
পাথেয় লইবা কিছু, সংগ্রহ করিয়া।
যাইতে নিষেধ পথে, নন্দন ছাড়িয়া॥
শুনিয়া নাথের বাক্য চন্দ্রাননী ধনী।
অঞ্চলে বাঁধিয়া লন, বহু বিধ মণি॥

অল্প ভারে বস্ত্র লয়্যা বাঁধিয়া বসনে।
করেন দম্পতি গতি, তীর্থ দরশনে॥
বামে শব শিবা কুম্ভ, করি নিরীক্ষণ।
দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ হেরিয়া গমন॥
শুভক্ষণে শুভ যাত্রা করিয়া দম্পতি।
সানন্দে চলেন দোঁহে অতি দ্রুতগতি॥
নানা দেশ নদ নদী এড়াইয়া যায়।
দেবালয় নৃপালয়, দেখিবারে পায়॥
রাজার বাজার আর, দিব্য সরোবর।
আসে পাশে দেখেন সুন্দর সৌধ ঘর॥
সুশোভিত বাঁধা ঘাট, বিচিত্র পাষাণে।
স্নান করে কুলবালা বসিয়া সোপানে॥
চতুষ্পার্শ্বে বসিয়াছে, অপরূপ হাট।
স্থানে স্থানে গান বাদ্য, নৃত্য মহা নাট॥
তথায় করিয়া স্নান করেন ভোজন।
দিবা অবসানে দোঁহে করিলা গমন॥
সম্মুখে দেখেন এক নিবিড় বিজন।
না পড়ে নয়ন পথে লোকালয় জন॥
চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ, করে চন্দ্রাননী।
কেবল দেখিতে পান, অস্তে দিনমণি॥
অন্ধকার হেরিয়া কান্তা, হয়ে ভিতু অতি।
কান্তের নিকটে কহে শুন প্রাণপতি॥

বুঝি এ গহনে আজি হারাই জীবন।।
না হইল মম ভাগ্যে, তীর্থ দরশন ॥
ভাবিয়া ব্যাকুল দোঁহে, জানিয়া বিপদ।
চঞ্চল হইল চিত্ত নাহি চলে পদ ॥
দ্বিজকবি কহে কেন, ভাব হে ভাবিনী।।
দিবেন অভয় পদ, ভয় নিবারিণী ॥

দম্পতির অরণ্যে নিশি বাস।

গদ্য।

যৎকালে ভানুমন্দার কুসুম সদৃশ প্রভাবন্ত হইয়া জল নিমগ্ন ন্যায় অস্তাচল চূড়াবলম্বি হইলেন। তদনন্তর রজনীকান্ত প্রদীপ্তমান হইয়া নভমণ্ডলে সুধাবিন্দু কিরণে অবগুণ্ঠিতা করত পদ্মাকর স্থিত কৈরব কোরক রাজিকে বিকসিত করিতেছেন, তন্নিম সময়ে ঐ অভিনব নৃপতি দম্পতি এক নিবিড় গহন সম্মুখে সন্দর্শনে নাতিশয় ভীতান্বিতান্তঃকরণ হইয়া অরণ্যের অদূরবর্ত্তি এক বহুপাদ পাদপের শাখাবলম্বন করত অন্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তীর্থ দর্শনব্রত প্রসঙ্গ তজ্জ প্রযুক্ত পরাঙ্মুখ না হইয়া অচিন্ত্যরূপিণী জগন্মাতা কালিকার নামামৃত পানে রত হওত সেই

গহনোদ্যানন্তরালে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎকান্তারাভ্যন্তরস্থ সুন্দর সুশীতল পয়ঃ প্রবাহিত এক সরোবর অবলোকিত হইল, তন্নলিনাকরে বহুবিধ জলজ কুসুমের রক্তব্রজ ও সুরভি সম্মিলিত সুগন্ধ গন্ধবহের হিল্লোলে চতুর্দ্দিগ্গুলিকে আমোদিত করিতেছে। এবং কারণ্ডব সারস চক্রবাক শ্বেত গরুড় প্রভৃতি বহুবিধ জলচর পক্ষী ও কর্দ্দমচর বিহঙ্গম প্রভৃতি স্ব স্ব ধ্বনি প্রকাশ করত তত্তটাবলম্বনে সমষ্বসম্বরণ করিতেছে। তত্তড়াগোপান্তবর্ত্তি অভিনব পর্ণিত পাদপোপরি কোকিলকুল কাকলি শব্দান্দোলন পুর্ব্বক অরণ্যের চারুতা ও সৌভাগ্য সম্বর্দ্ধন করিতেছে। এবং কেকারবায়মানা ময়ূরগণের স্পন্দনে কাননস্থলি স্যাতিশয় শোভারে পাইল, যেমন নিদাঘ কালিন মন্দ মন্দ সুগন্ধসমীর সঞ্চালনে যদ্রূপ সন্তোষ সঞ্চার হয়, এবং প্রাবিট কালে অভিনব জলধর ধ্বনি শ্রুতিপথে প্রবিষ্টানন্তর যে চিত্ত সাহ্লাদিত হয়, আর শরৎকালিন সৈবলিনী সমূহের সলিল প্রবাহের সচ্ছতা ও জলদাদির সৌভাগ্য কোকিল বিহঙ্গের সুস্বর আকর্ণন করিয়া সুকান্তিকান্তের সমীপবর্ত্তিনী তরুণ যৌবনময়ী মহিলা গণের হৃদয়ে যদ্রূপ আনন্দ বৃন্দ উদয় হয়, তেমনি সেই কমনীয়কান্তারস্থ কম-

লাকরের মনহরতা বীক্ষণ করিয়া তাদৃক্ সুকুমারী রাজ-কুমারীর ও রাজ-কুমারের হৃদয় হর্ষযুক্ত হইল। তদনন্তর নূতন রাজ-দম্পতি পথশ্রান্ত বসত শিশরিশু হইয়া তৎপল্লবাশনে গমন করত পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষের কতিপয় পল্লব আহরণ পুরঃসর তত্তরুতলে বিস্তীর্ণ করিয়া তদুপরি উভয়ে শয়ন করিলেন। পরে কিয়ৎক্ষণানন্তর দম্পতির নিদ্রা আকর্ষন হইলে ক্রমশ সর্ব্বরী বর্দ্ধমানা হইল। সুতরাং বন্য পশুগণের গোভির ধ্বনিতে ও কীট পতঙ্গের ঝন্ ঝনা শব্দান্দোলনে পৃথিবী ঝিল্লীরবে আমদিত হইয়া তুষারাভিষিক্তা হইতে লাগিল।

নিশাচরী কর্ত্তৃক চন্দ্রাননী হরণীয়া।

গল্প।

তৎ কানন মধ্যে ভীমা নাম্নী অতি ভয়ানকা এক রাক্ষসী বাস করিত, নিশীথ সময়ে আহারাহরণার্থ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে ঐ তরুতল শায়ী রাজ-দম্পতির সমীপস্থা হইয়া দেখিল, পল্লব শয্যায় বিচিত্র চিত্রপুত্তলি প্রায় নিদ্রায় বিমগ্ন মানব কুসুম বনস্থলি আনন্দময় করিয়াছে। এতাদৃশ আশ্চর্য্য সন্দর্শনে নর পল্লল ভক্ষণ প্রত্যাশায় লো-

সুপা হইয়া ক্রমশ তদুপকণ্ঠে উপস্থিতা হইল। নৃপ-কুমার কুমারীর লোকাতীত লাবণ্য প্রদর্শন করত পিশিতাশনা যুগপৎ মায়াতে মুগ্ধা হওত নৃপ কুমার কুমারীর প্রাণাপহরণে অসমর্থা হইল। কিন্তু মনোভিলাষ পূর্ণ হইল না। কিয়ৎক্ষণা-ন্তরে স্বান্তরান্তরালে ইতস্ততঃ বিবেচনা করত রাজ-নন্দনের পার্শ্ববর্তিনী নিদ্রাবলম্বিতা সেই পরম রমণীয়া রমণীকে মায়া সুপ্তাভিভূতা করিয়া নগা নিদ্রা শঙ্কাশা স্পন্দনে রহিত করিল। পরে করে কর গ্রহণ পূর্ব্বক স্বক্রোড়ার্পিত করিয়া স্বীয় মন্দিরে গমন পরায়ণা হইল। রাক্ষসী ঐ অনুপ-মাঙ্গনাকে সংহার না করিয়া স্বকীয় আগারাভ্য-ন্তরে পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করাইয়া গৃহ হইতে বেহির্গতাপূর্ব্বক দ্বারে শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া জঠরাগ্নি নির্ব্বাণ করণার্থ আহারীয় বস্তু অন্বেষণে অন্যারণ্যে প্রবেশ করিল। রাজ-কন্যা নিদ্রাবসন্না হইয়া ভয়ঙ্করী রাত্রিঞ্চরীর গৃহ মধ্যে যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন, এখানে রাজ-পুত্র রজনী বিগতাবস্থান সময়ে চেতন প্রাপ্ত হইয়া লোচনোদ্ঘাটন করিবা-মাত্র পার্শ্বাবলম্বিনী স্বীয় সহ ধর্ম্মিণীকে অদর্শন বসত যেমন ভূমণ্ডল তাঙ্গিয়া শিরসীমণ্ডলে পতিত হইল। স্বপ্রণয়িনীর প্রত্যভাব প্রযুক্ত উক্ত নৃপ

কিশোর বিধুর হইয়া জলপূর্ণনেত্রে চতুর্দ্দিক অব-
লোকন করত রোদন করিতে লাগিলেন॥

চন্দ্রাননীর অদর্শনে কুমারের রোদন।

পদ্য।

কান্তারে কান্তারে হারাইয়া গুণমণি।
কাতরে কাঁদিয়া কহে কোথা চন্দ্রাননী॥
কেন বা কাননে করিলাম নিশি বাস।
কে করিল হেন কর্ম্ম একি সর্ব্ব নাশ?॥
ভাবিনী অভাবে ভবে কি শর্ম্ম জীবনে।
এখনি জীবন দিব জলধী জীবনে॥
নতুবা অনাথ নাথে দেখি মরণনে।
জুড়াক তাপিত প্রাণ ছেড়ে তবাদন॥
ধীমতি যুবতী সতী জন মনোহরা।
তোমা হেন ধনে বনে হইলাম হারা॥
বিদরে হৃদয় প্রিয়ে তব অদর্শনে।
অন্ধকার সকল দেখি যে নয়নে॥
লাগিল বিরহ বহ্নি এতনু গহনে।
তাপনিক পরাইল দাবাগ্নি দাহনে॥
চমক মানস মৃগ প্রমাদ হইল।
প্রাণকুলতা ছিল যথা হুতাশে মরিল॥

আশ্রিত জনেরে কেন নিঃসৃত করিলে।
কৈতবরূপে তীর্থ কেবল কৈতব করিলে॥
বহু বিধ বিলাপ করিয়া এইরূপে।
ডাকেন অন্তরে ভক্তে নাথ বিশ্বরূপে॥
শঙ্করী বিহনে রক্ষা কে করে শঙ্কটে।
এত বলি স্তব আরম্ভিলা করপুটে॥
কবি কয় মহাশয়, স্থির করি মন।
এক মনে ধ্যান কর, শ্রীশ্যামা চরণ॥

কালিকার স্তব।

গীত।

কৃপাকর হর দারা দীনে। ত্রিতাপ নাশিনী, ত্রিগুণ ধারিণী, ত্রিপুরা ত্রিনয়নে॥ সকাতরে তোরে ডাকি শবাশনা, কৃপাবলোকনে হের হরাঙ্গনা, সহেনা দুঃসহ সংসার যাতনা, কে তারিবে তোমা বিনে॥ কি করি শঙ্করী আমি অতি দীন, পরাধীন তাতে উপায় বিহিন, সাধিতে ও পদ নহি আ স্বাধীন, সুদিন দেহি স্বগুণে॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

ভক্তিভাবে মৃদু ভাষে, গললগ্নী কৃতবাসে,
কাতরে ডাকেন কালিকারে।
কোথা মা ভূতেশ দারা, বিপদ নাশিনী তারা,
বিপদেতে পড়েছি কান্তারে ॥
কে আছে মা তোমা বিনে, করুণা কর মা দীনে,
তব পদ বিনে গতি নাই।
শক্তি বিনে শক্তিধর, কে করে বিপদোদ্ধার,
ত্রিলোকে দেখিতে নাহি পাই ॥
তুমি মা অনাদ্যা আদ্যা, মুক্তকেশী মহাবিদ্যা,
মূলাধারা শক্তি সনাতনী।
শরণে পরাম্মু শিশু, সেই বেশে আমি আশু,
ধাব অনু অশুভ নাশিনী ॥
কপালী শ্মশানী, পিতৃবন নিবাসিনী,
শবারূঢ় সুরাপানে রতা।
গলস্থ অম্বুক পদে, শোভে পদ কোকনদে,
লিহ লিহ রসনা লম্বিতা ॥
বাম বরাবলম্বিনী, বিধবা বাহিনী,
সারদে বরদে বরাননে।
কোথায় প্রসূতী সুতা, ত্রিলোক প্রসূতি মাতা,
হর দুঃখ হর বরাঙ্গনে ॥

স্বগুণে শঙ্কর প্রিয়া, চরণ সরোজ দিয়া,
নিরুপায়ে সদুপায় দেহ।
অন্যের তনয় তারা, তোমারি তনয়
এখনি অরণ্যে দিব দেহ ॥
এইরূপে করে স্তুতি, কৈলাসেতে ভগবতী
ভক্তের বিপদ জানি মনে।
রাখিতে ভক্তের প্রাণ, কানন মাঝারে যান
গিরিসুতা গজেন্দ্র গমনে ॥
ভক্তি ভাবে কবি কয়, কি আর অন্তরে ভয়,
মুক্তকেশী আসিলেন রণে।

কালিকানুকম্পা।

গীত।

আহা! মরি কিরূপ এর অপরূপ চমৎ-কার। কালরূপে বামা বামা নাশে নিবিড়া-ন্ধকার ॥ নরমুণ্ড মালা গলে, শোভে পদ বিল্বদলে, পতিত চরণ তলে, শ্বেত শিব শবাকার। ... শিবা পশু, শ্রবণে ... শিশু, নাশিতে অশুর অসু, ঘন করে হুহুঙ্কার ॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

ভক্তের ভক্তিতে কালী, তুষ্ট হয়ে মুণ্ডমালী,
ভক্তের বিপদ বিনাশিতে।
ভারতে রাখিতে কীর্ত্তি, ধরিয়া কালীকা মূর্ত্তি,
আসিলেন কাননে অসিতে॥
ত্রিনেত্রা ত্রিশূল ধরা, অরাতি অবাতি তারা,
নিরাকারা স্বাকার রূপিনী।
অট্ট অট্ট হাসি মুখে, চলেন কানন মুখে,
অসি করে অশুর নাশিনী॥
পৃথ্বী কাঁপে পদ ভরে, কৈলাসে পিণাকী ডরে,
কলেবর কম্পে থরে থর।

উথলে জলধী জল, রসা যায় রসাতল,
শঙ্কু চিতে রহে পুরন্দর ॥
করাল বদনা ঘোরা, অভয়া বরদা করা,
উলঙ্গিনী নীরদ বরণে।
কটীতে কিঙ্কিণী ধ্বনি, তাহে শোভে [illegible]
উল্লাসিতা পয়াম্বু [illegible]রণে ॥
কুনপ শঙ্করোপরে, কনক কৃপাণ করে,
শোভা করে করে মানব, ক[illegible]।
শীর স্রক কণ্ঠ দেশে, শোণিতে শরীর ভাসে,
স্তন যুগ কমল কোরক ॥
নীলোৎপল বিনিন্দিত, মুখপদ্ম সুশোভিত,
ঢল ঢল মত্ত মদ্য পানে।
বিমুক্ত চিকুর জাল, অর্দ্ধচন্দ্রে শোভে ভাল,
গতা সুকুমার মার কানে ॥
এইরূপে রজনীতে, ভক্ত বাঞ্ছা পুরাইতে,
উপনীতা নিবিড় কাননে।
যথায় কুমার রায়, ধুলায় লুণ্ঠিত কায়,
হায়! হায়! জপেন আননে ॥
নিরখিয়া কালিকায়, প্রণতি করিয়া পায়,
দাণ্ডাইলা কুমার সুজন।
কালী কন ভয় নাই, [illegible] কান্তা মরে নাই,
রাক্ষসীতে [illegible] হরণ ॥

কেন চিন্তা কর আর, অচিন্ত্যরূপিনী যার,
উপকণ্ঠে উপনীতা আসি।
জাননা আমার বল, স্বর্গ মর্ত্য রসাতল,
পুরত্রয় নিমিষে বিনাশি॥
দেখ এই অসি দিয়া, সে রাক্ষসীরে বধিয়া,
ভানুজ ভবনে পাঠাইব।
বিপক্ষ বিনাশ করি, তোমার জীবনেশ্বরী,
নিরুদ্বেগে আসি উদ্ধারিব॥
বধিতে ভক্তের অরি, চলিলেন দিগম্বরী,
ভয়ঙ্কর অসি করে লয়ে।
কবিকয় মুক্তাকেশী, অন্তিম কালেতে আসি
উদ্ধার করিও মা, তনয়ে॥

চন্দ্রাননীর উদ্ধার।

পদ্য।

কালী মূর্ত্তি সম্বরণ, করিয়া কালিকা।
মহিতে মোহিনী রূপ, ধরেণ অম্বিকা॥
রূপেতে আলকময়ী, হইল ধরণী।
মরাল গমনে যান, মোহেশ ঘরণী॥
উপনীত তথা যথা, ভক্ত বরাঙ্গনা।
রাক্ষসীর ঘরে করে, যামিনী যাপনা॥

বিমুক্ত করিয়া দ্বার, ডাকেন অলিতে।
ভীষণ ভাষিণী মৃদু, মধুর ভাষিতে ॥
উঠ গো মা চন্দ্রাননী! কি কর ঘুমিয়ে।
আসিয়াছে নিশাচরী, তোমারে হরিবে।
দেখ ঘোর অন্ধকার, নিবিড় কাননে
পড়িয়াছ চন্দ্রাননী, বিপদ মাঝারে ॥
কোথা বা রহিল তব, সব প্রাণধন।
কোথা বা রহিল ও সে রমণীয় বন ॥
কোথা বা রহিল শয্যা, পল্লবে নির্ম্মিতা।
কোথা বা রহিল সে বাসন্তী সুশোভিতা ॥
কোথা সে পলাশ তরু, কোথা সরোবর।
কোথা বা রহিলে আজি, রাক্ষসীর ঘর ॥
শ্রবণে সর্ব্বাণী বাণী, কাঁপিল শ্রবণ।
শঙ্কচিত হয়ে ধনী, উঠিল তখন ॥
নয়নোন্মিলন করি, করে নিরীক্ষণ।
না হেরে জীবন কান্তে ব্যাকুল জীবন ॥
দুর্ব্বল ভাবিয়া নারী, চিন্তা করে চিতে।
নীরব [illegible], লাগিল ভাবিতে ॥
[illegible] চিন্ত তাঁর মনে।
[illegible] আছেন জীবনে ॥
[illegible] কুমার রতন।
[illegible] তরু না [illegible] কখন ॥

অন্তর যামিনী আমি, জানিনু অন্তরে।
উদ্ধার করিতে বাছা, আইলাম তোরে॥
আমার সাধন করি, পাইয়াছ পতি।
দেখিতে কি পারি আমি, তাহার দুর্গতি?॥
তুমি যে কিঙ্করী মোর, সেজন কিঙ্কর।
কে করে তোদের বধ ভুবন ভিতর॥
অভয়া অভয় দান, দেন হেন রূপে।
চন্দ্রাননী ভাবে মনে, না জানি কি রূপে॥
বিশ্ব জননীর বাক্য, বিশ্বাস না হয়।
মহাপাপী ভাবিয়া ভয়ে চিন্তিত হৃদয়॥
নয়ন মুদিয়া ধ্যানে, দেখিলেন ধনী।
বিপদ ভঞ্জিনী শবাসনা সনাতনী॥
অম্বর অঞ্চল গলে, দিয়া পুণ্যবতী।
চরণ সরোজ প্রান্তে, করেন প্রণতি॥
কাতরা দাসীরে যদি, না হবে করুণা।
দয়াময়ী নাম তবে, কে করে ঘোষণা?॥
তব অনুকম্পা যদি, না থাকে অসিতে।
কার সাধ্য কেবা থাকে, কাননে নিশিতে॥
জানি যে জননী মোর, আছেন জগতে।
যথা যাব জয়ী হব, চিন্তিয়াছি চিতে॥
সর্ব্বাণী কহেন বাছা, আশীর্ব্বাদ করি।
চরণে পরম পদ, পাইবে সুন্দরী!॥

এক্ষণে গমন তুমি, কর কান্ত পাশে।
মনের মানস পূর্ণ, হইবে অনায়াসে।।
ক্ষণেক থাকিয়া আমি, রাক্ষসীর বাসে।
শত্রু বিনাশিয়া পরে, যাইব কৈলাসে।।
প্রভাত হইল নিশা, অস্তে গেল শশি
এখনি আসিবে গৃহে. ভীষণ রাক্ষসী।।
দ্বারেতে শিকল দিয়া, যেনোগে পতিতে।
বিলম্ব না কর পতি, পতিত মহীতে।।
কালিকানুমতি সতী, করিয়া পালন।
প্রিয়বর সন্নিকটে, করিলা গমন।।
ত্যজিয়া পল্লব শয্যা, বল্লভ ত্বরায়।
হেরিয়া যুবতী পতি, তুলেন ত্বরায়।।
মুছিয়া তনুর রেণু, আপন অঞ্চলে।
প্রণয় প্রকাশ করি, করিলেন কোলে।।
বধুর বদন বিধু, করি নিরীক্ষণ।
পরাম্ভু শরীরে যেন; পাইলা জীবন।।
উভয়ে উভয় খেদ, জানায় বিস্তর।
পাড়িল হৃদয় ক্ষত, বিরহ প্রস্তর।।
[illegible] তখিয়া তারা, তারাকরুপায়।
[illegible] দম্পতি ভীর্ণ, মরুস্থলে যায়।।
[illegible] রাক্ষসী নিশি, প্রভাত সময়ে।
[illegible] কাঁদন বহু, কাইনু আলয়ে।।

জ্বলিছে জঠরানল, কঠোর ক্ষুধায়।
বদন ব্যাদন করি, গৃহ মধ্যে ধায়॥
নর নারী রূপে তারা, আছেন তথায়।
সামান্য রমণী ভাবি, খাব বলি ধায়॥
ধরিয়া বিকটাকার, ভীষণ দেখায়॥
কালীকন কার সাধ্য, কেবা মোরে খায়॥
তোর মত কত শত, করিয়াছি নাশ।
আমারে নাশিতে চাহ, অতি উপহাস॥
পতঙ্গ সমান হয়ে, আতঙ্ক দেখাও।
দেখিব কিরূপে তুমি, জীবন বাঁচাও॥
বানর হইয়া গীত, গাইতে মানস।
কৃপণ হইয়া চাহ, দাতা সম যশ॥
কীটে কি করিতে পারে, সমুদ্র শোষণ?॥
মূষিক কি করে ইচ্ছা, মর্জ্জার আসন॥
শীলা কি অর্ণব জলে, ভাসিবারে চায়?।
অন্ধ কি মুকুরে মুখ, দেখিবারে পায়?॥
নির্ধনী ধনীর সঙ্গে, করে কি বিবাদ?।
পাখীর পিঞ্জরে যেতে, কুঞ্জরের সাধ॥
রাক্ষসী কহিছে বড়, সাহসীক বটে।
প্রলাপ ঘটিয়া থাকে, মরণ নিকটে॥
ভাবিয়া ছিলাম মনে, মারিবোনা এটা।
সাহসে করিলা ভর, বাধাইলি লেটা॥

কটিতটে কর কাঞ্চী, শোণিতে চর্চ্চিতা।
লহ লহ রসনা আশব পানে রতা॥
কুণপ বাহিনী কালী, প্রত্যালীঢ় পদা।
কৃপাণ মস্তক করা, অভয়া বরদা॥
ভীষণ দশন ভীমা, করেন ঘর্ষণ।
তরুণ অরুণ সম, ঘূর্ণিত লোচন॥
প্রাবিট কালের মেঘ, স্বরূপ রূপিণী।
পদ ভরে পদে পদে, কম্পিতা মেদিনী॥
অসিতে অসিতে বিনাশিতে রাক্ষসীরে।
নগনা নগেন্দ্র সুতা, মগনা রুধীরে॥
সঙ্গিণী যোগিনী জয়া, বিজয় নায়িকা।
সমরে নাচেন কালী, নৃমুণ্ড মালিকা॥
পিশাচ ডাকিনী দৈত্য, দানবিনীগণ।
ধাইল সমরে অস্ত্র, করিয়া ধারণ॥
কিস্তয় কিস্তয় রবে, ডাকিছে ভৈরবী।
পাতালে বাসুকী কাঁপে, গগণেতে রবি॥
বিষম বিপদ নিরখিয়ে নিশাচরী।
ধরিল বিকট মূর্ত্তি, হুহুঙ্কার করি॥
ক্রোধে কম্পবান অঙ্গ, রণ রঙ্গ হেরে।
দন্ত কড় মড়ি করে, বৃক্ষ উপাড়িয়ে॥
সঘনে বিশাল বৃক্ষ, করে বরিষণ।
পলায় নকুল কুল, বন্য পশুগণ॥

হইল গগণ রুদ্ধ, রণের ধূলায়।
পদাঘাতে পড়ে শাখী ধরণী লোটায়॥
ছাড়িছে যোগিনীগণ খরতর অসি।
দশন চাপনে চূর্ণ করিছে রাক্ষসী॥
এইরূপে ঘোর যুদ্ধ, হয় কাননেতে।
স্বর্গবাসি দেবগণ, পলায় ভয়েতে॥
রাক্ষসী বিকট বক্ত্র, করিয়া বিস্তার।
কালিকে গ্রাসিতে ধায়, ছাড়ি হুহুঙ্কার॥
অমনি শিবানী ধ্বনি, করিয়া গোভির।
অসিতে কাটেন কালী রাক্ষসীর শীর॥
পড়িল পর্ব্বতাকার, কোণ পায় পায়।
মুক্তি হয়ে বিলীনা হইল কালিকায়॥
রক্তপানে ললুপা হইয়া শিবাগণ।
ত্রোণ আদি রণ-ভূমে করিল গমন॥
হরষিতা অসিতা নাশিয়া নিশাচরী।
কৈলাস শিখরোপরে গেলেন শঙ্করী॥
রহিল ভারত রণে, কীর্ত্তি কালিকার
প্রকাশিতে অবিতে দিলেন মোরে ভার
করযোড়ে কবি কয়, শুন মা সারদে।
আমার কালেতে মা গো, রেখো রাঙ্গা পদে

তীর্থ দরশন।

রাগিণী মোল্লার। তাল আড়া।

কেও বৃষভে বিরাজে। কিবা রুণ্ডমাল নাগোপবীত সাজে ॥ বিভূতি ভূষিত সিত কলেবর, রজত পর্ব্বত জিনি শোভাকর, শশধর ধর শূলি শূলকর, ডিমি ডিমি ডিমি ডম্বুর বাজে। শিরে জটাজুটে ফণি শোভাকরে, কণক কুসুম শ্রবণোপরে, ধক্২ ধক্ ললাটে পাবক, রাম রাম রাম রসনে ভজে। কৃপা কর হর দীন হীন জনে, সাধন বিহীন মতি হীন জনে, নিজগুণে দোষ, হর আশুতোষ, স্থান দেহি পদ সরোজ রজে ॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

হেথা পতি সনে সতী, হয়ে হরষিত মতি,
নানা তীর্থে করেন ভ্রমণ।
"অযোধ্যা মথুরা গয়া, অবন্তী উৎকল গয়া,
দ্বারকা গোকুল বৃন্দাবন,, ॥
বি ...চল হরিদ্বার, প্রয়াগ প্রভৃতি আর,
যত তীর্থ আছেন যেখানে।

সাগর সঙ্গম আদি, বহু পুণ্য নদনদী,
ক্রমে সব নিরখে নয়নে ॥
অতঃপর বারাণসী, উদয় হইল আসি,
পতির সহিত পতিব্রতা।
প্রণমিয়া অন্নদায়, ধুলায় লুটায়ে কায়,
কিছু দিন বাস করে তথা।
কাশীবাসে পাপ হরে, শঙ্করের পূজা করে,
বিল্বদল জাহ্নবীর জলে।
করিয়া স্তুতি ভকতি, হৃদে পুলকিত অতি,
দম্পতি রহিল সেই স্থলে ॥
চন্দ্রাবলী মনে আশ, করিয়া কাশীতে বাস,
পুনর্ব্বার করিব না বাসে।
কিবা জলে কিবা স্থলে, কাশীতে পঞ্চত্ব হলে
মোক্ষ ফল ফলিবে অনায়াসে ॥
এই যুক্তি করি স্থির, বাঞ্ছা মনে রমণীর,
ত্যজিতে শরীর গঙ্গানীরে।
পদ পদ ভাবে সতী, [illegible] পতি [illegible]
[illegible] ধীরে ধীরে ॥
[illegible] ভক্তি নীরে, [illegible] জাহ্নবী তীরে,
বাসনা হয়েছে [illegible] চিতে।
[illegible] বাণী, [illegible]
[illegible] ॥

পুণ্যবতী প্রেমামদে, প্রণমিয়া কান্ত পদে,
অন্নপূর্ণ করিয়া স্মরণ।
সহাস্য বদনামণি, গজেন্দ্র গমনে ধনী,
গঙ্গা তীরে করিলা গমন॥
ভাবে গদ্ গদ কায়, গিয়া মণিকর্ণিকায়,
উপনীত হইল যুবতী।
দ্বিজকবি অন্ত কালে, পড়ি যেন কাল জালে,
তব জলে ভাসে ভাগিরথী॥

গঙ্গার স্তব।

গীত।

মা তুমি নাকি ত্রিলোক তারিণী। তুমি অগতির গতি, পাতালেতে ভোগবতী, মর্ত্ত্যে গঙ্গা স্বর্গে মন্দাকিনী॥ তব অপার মহিমা শুনি, অন্তে গঙ্গা নারায়ণী, বদনে যে বলে জননী। ও সে অনায়াসে মোক্ষ পায়, পুনঃ নাহি জন্ম লয়, বেদাগমে শুনি সুরধুনী॥

পদ্য।

চন্দ্রাননী নারি মণিকর্ণিকার তটে।
স্নান করি স্তব [illegible] করপুটে॥

মা তব চরণ পদ্মে, অসংখ্য প্রণতি।
দুরিত নাশিনী দূর, কর মা দুর্ম্মতি॥
সংসারে নাহিক কেহ, তারিতে তারিণী।
ত্রিলোক [illegible] তুমি, ত্রিপথ গামিনী॥
স্বর্গে মন্দাকিনী মা পাতালে ভোগবতী।
কলুষ নাশিতে মর্ত্তলোকে ভাগিরথী॥
নগেন্দ্র নন্দিনী শিব শিরসী বাসিনী।
অপার মহিমা তব, অপার কাহিনী॥
কমল আসন কমণ্ডলু বিহারিণী।
সর্ব্ব তীর্থ ময়ী গঙ্গে, সুরতরঙ্গিণী॥
সলিল স্বরূপা নিত্য, মকর বাহিনী।
অগতির গতি গঙ্গে, দুর্গতি নাশিনী॥
কি কহিব মহিমা মা, কিবা আমি জানি।
পঞ্চমুখে কহিতে নারেন শূলপাণি॥
সকলের সার গঙ্গে, সবার জননী।
উদ্ধারে সগর বংশ, এলে মা ধরণী॥
দর্শনে পরশনে মুক্তি, উক্তি পুরাণেতে।
সকল দুষ্কৃতি নাশ, নাম স্মরণেতে॥
অপার মহিমা তব, বর্ণিতে বিদিত।
ও পদ সরোজ রজে, দেবাদি [illegible]॥
[illegible] মূঢ় মতি অতি, সাধন বিহীন।
[illegible] দাসীরে যদি, সেই শুভ দিন॥

শরণ লয়েছি তব, সরোজ চরণে।
দেখ যেন তনয়ারে, না লয় শমনে॥
এইরূপে বহু স্তব, করে পুণ্যবতী।
অমনি প্রসন্না হইলেন ভাগিরথী॥
ভক্তিভাবে কবি কয়, গঙ্গা পদ তলে।
অন্তকালে দেহ যেন, ভাসে তব জলে॥

চন্দ্রাননীর স্বর্গবাস।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঠেকা।
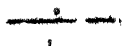
তারা পদে যদি মন রয়। ওরে মনামার।
তবে কি অন্তরে ওরে থাকে কি শমন ভয়?
অনিত্য বাস বাসনা, পরিহরি সে বাসনা,
তার সদা শবাসনা, স্ব বাসনা পূর্ণ হয়।
অসার সংসার সার, মানসে ভাবিয়া সার,
শ্রীশ্যামাচরণ তার, এখনি উচিত হয়॥

গদ্য।

চন্দ্রাননী মণিকর্ণিকার ঘাটে কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ ভাগিরথীর স্তব করিতে করিতে জাহ্নবী সলিলে নিমগ্না হইয়া মানবলীলা সম্বরণ পুরঃসর দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কমনীয় মূর্ত্তি অবলম্বিতা

হইয়া কুসুম বিমানে শিবলোক গমন ক... ...ঙ্কর চরণারবিন্দে বিলীনা হইলেন। নৃপ... ...র মৃত শরীর কারণ বারিতে ভাসিতে লাগিল ... ...নে রাজ-কুমার স্বপ্রণয়িণীর প্রত্যাগমন ...ক্ষায় প্রতিক্ষণ পথ নিরীক্ষণ করিতে ছি...। ...ঘত-মার অনাগমনে নিতান্ত অধির ও চিন্ত... হইয়া সেই জীবন সর্ব্বস্ব জীবনেশ্বরীর অ... অনিল বেগে সুরশৈবলিনীর তীর সমীপে ... হইয়া চতুর্দ্দিকে বিলোকন করিতে লাগিলেন। কুথাপি সে নীলনলিনাক্ষী নিতম্বিনীর নিদর্শন পাইলেন না। রাজ-কিশোর সজললোচনে এই-রূপ ইতস্ততঃ গবেষণ করিতে করিতে মণিকর্ণিকায় আগমন করিয়া দেখিলেন যে প্রাণেশ্বরীর শরীর শব রূপে সুরতরঙ্গিণীর তুঙ্গ তরঙ্গে পতিত হইয়া বীচিতে আন্দোলায়মান হইতেছে, আহা! ...ই দারুণ হৃদয় বিদারুণ ব্যাপার অবলোকন করিয়া শোক-সাগরে বিমগ্ন হইলেন, সুতরাং ...মদার বিয়োগ রূপ বাড়বানল দাবানল সদৃশ হৃদয় মন মধ্যে প্রজ্বলিত হওত মানস হরিণকে দগ্ধ করিতে লাগিল। রাজ-কুমার একান্ত কান্ত বিরহে কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিতেছেন। হা! চন্দ্রাননে, অদ্যাবধি তদীয় চন্দ্রানন মদীয় নয়নপথে

আর কস্মিনকালেও পতিত হইবেক না, গগণোপরি যখন শশধর অবলোকন করিব, তখন নয়ন এবং মনকে কি প্রকারে প্রবোধ দিব, বিক্ষ্যাড নগরীর প্রজা এবং ত্বদীয় সখিগণেই বা এ প্রকার হৃদয় বিদারণ সমাচার কি প্রকারে কহিব, হা সুভাষ-ভাষিণি, অদ্যাবধি ত্বদীয় সুধাময় বচন আর মদীয় শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হইবেক না, হা! গজেন্দ্রগামিনি, অদ্যাবধি ত্বদীয় সে প্রকার গজ-বিনিন্দিত গমন মদীয় নয়ন আর অবলোকন করিবেক না, হা! নেত্র বিমোহিনি, অদ্যাবধি দর্শন আর কাহাকে দর্শন করিয়া নৃত্য করিবেক, হা! ললনে, ছলনা করিয়া কোথায় প্রস্থান করিলে--কি করিলে--কি করিলে-আশ্রিত জনে নিঃসৃত করিয়া কোথায় যাইলে, আহা! তুমি যে সদয় হৃদয়ে এ প্রকার নিদয় হইবেক, ইহা স্বপনের অগোচর।

ভূপ-কিশোর এই প্রকার বহুতর বিলাপ প্রকাশ করিয়া পরিশেষে সুরশৈবলিনীর স্বচ্ছ সলিলে সন্তরণ করত প্রিয়তমার পরাসু মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তটস্থা করত উর্দ্ধ কাষ্ঠানল আনায়ন পুরঃসর পরাসু দেহ প্রদাহন করিলেন। অনন্তর অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ অস্থি গোত্তীর গঙ্গানীরে সমর্পণানন্তর কান্তার শ্রাদ্ধাদি সম্পূর্ণ করিয়া কাশী-

অসান হইল তনু, যেহেতু বিচ্ছেদ ভানু,
　　প্রকাশিলা হৃদয় অম্বরে।
পরিহরি বারাণসী, উদয় হোলেন আসি,
　　তিনমাসে বিক্ষাত নগরে॥
নৃপতির আগমন, শুনে দাস দাসীগণ,
　　দরশন করিবারে ধায়।
অপার আনন্দ হৃদে, প্রণতি করিয়া পদে,
　　সুধা সম বাক্যেতে সুধায়॥
কেনবা এ ভাব দেখি, সজল সরোজ আঁখি,
　　একি অসম্ভব গুণমণি।
যে ভাবে ছিলেন হেথা, সে ভাব রহিল কোথা,
　　কি অভাবে ভাবিত আপনি॥
কেনবা দুর্ব্বল বল, বদন কমল মল,
　　নিরমল বরণ মলিন।
উন্মাদ মতন যেন, এমন হইলে কেন,
　　আপীন শরীর হেন ক্ষীণ॥
কহ কহ নৃপমণি, কোথা তব চন্দ্রাননী,
　　আপনি এলেন দেখি একা।
সম্পতি মিলিয়া গেলে, কোথা তাঁরে রেখে এলে
　　সে নব যুবতী সুরসিকা॥
যে ভাবে কটাক্ষে হারা, হোয়ে চক্ষে বহে ধারা,
　　হেন [illegible] হারা হলে কোথা।

তব শারদীয় শশি, হৈল বুঝি কাশীবাসী,
বল হে বসন্ত তাঁর কথা॥
রাজার তনয়া তিনি, কেমনেতে একাকিনী,
থাকিবেন বন্ধু হীন ঠাঁই।
সে কামিনী বিদেশিনী, হবে কি সে সন্ন্যাসিনী,
সোণার শরীর দিলো ছাই?॥
কুমার কহেন বাক্য, শোকে রোষে সকলাক্ষ্য,
অশ্রু জলে বক্ষ ভেসে যায়।
আহা! মম প্রাণেশ্বরী, এ অধীনে পরিহরি,
গঙ্গা জলে ত্যজিয়াছে কায়॥
পুণ্যরাশি প্রকাশিতে, পঞ্চত্ব পেয়ে কাশীতে,
গমন করিলা শিবলোকে॥
কি কহিব বন্ধুগণ, ধৈর্য্য নাহি ধরে মন,
ব্যাকুল হয়েছি প্রিয়ার শোকে॥
শুনে [illegible] সমাচার, [illegible]কার সবাকার,
[illegible] কা[illegible] করে।
মুখে করে হাহাকার, চক্ষে দেখে অন্ধকার,
[illegible] করয়ে বিহরে॥
শুনিয়া একার্য্য যাহা, করে সবে হায় হায়,
উচ্চৈঃস্বরে করিলে রোদন।
সকাতরা হয়ে সবে, পড়ি চন্দ্রা শোকার্ণবে,
চন্দ্রাভাবে ব্যাকুলিত মন॥

আহা! মরি চন্দ্রাননী, তব মুখচন্দ্র খানি,
কোথায় পাইব দরশন।
তব শোকে শোকাকুল, হয়ে কুলবালা কুল,
করিতেছে ভূতলে শয়ন॥
সবয়সা নারী যত, রোদন করিছে কত,
কতবা কহিব এ কাননে।
কুমার সুধীর ছিলা, নারীগণে বুঝাইলা,
প্রবোধ বচনে সর্ব্ব জনে॥
প্রবোধিয়া কান্তাগণে, কুমার ভাবেন মনে,
কেমনে রহিব শূন্যাবাসে।
দ্বাদশ বৎসর গত, চিন্তিত হইয়া কত,
পিতা মাতা রহেছেন বাসে॥
করযোড়ে কবি কয়, বাসে যাহ মহাশয়,
ধর ধর আমার বচন।
বৃদ্ধ পিতা মাতা তব, হয়েছেন যেন শব,
শোকার্ণবে হইয়া পতন॥

কাদম্বিনীর প্রতি রাজ্যভারার্পণ।

পদ্য।

মর্ম্মে শর্ম্ম নাহি কিছু, কর্ম্ম করি কিসে।
দুঃখার্ণবে পড়ে বুঝি, হারালাম দিশে॥

যাহার সুখেতে মম, সুখী ছিল মন।
ভাগিরথী নীরে তারে, দিনু সমর্পণ॥
হারাইল যদি মম, নেত্র বিমোহিনী।
কেমনে থাকিব হেথা দিবস যামিনী॥
বিখ্যাত নগর কারে, করিব অর্পণ।
কে করিবে রাজ্য রক্ষা, প্রজার পালন॥
রাজা না থাকিলে রাজ্যে, অবিচার হবে।
তস্করে নিস্তারে সব, লুটে পুটে লবে॥
রাজ্যভার কারে দিয়া হবো অবসর।
কিরূপে যাইব আমি, অচিন্তা নগর॥
মনেতে পড়িল রসবতী কুমারীরে।
ব্যাকুল হৃদয় রায়, ভাসে অশ্রু নীরে॥
অস্থির অনিশ স্থির, নহে এক তিল।
বিরহ বিকারে লাগে, হৃদে [illegible]॥
আহার বিহার নিদ্রা, দূরে গেল সব।
হা প্রেয়সী [illegible] মুখে এই [illegible]।
[illegible] মালিনী মনোরঞ্জিনী যার নাম।
এক দিন প্রভাতে আইলা রাজ ধাম॥
দেখে রাজ জামাতার, শীর্ণ কলেবর।
নীরজ নয়নে নীর, ঝরে নিরন্তর॥
জিজ্ঞাসেন [illegible], জিনি পিক স্বরে।
কেন এ দশা হেন, দুঃখিত অন্তরে॥

পুণ্যবতী সতী চন্দ্রাননী সুসুন্দরী।
স্ববলে স্বর্গেতে গেল, মায়া পরিহরি॥
তাহার কারণ বৃথা, সকাতর হও।
স্বকার্য্য সাধন কর, তারা নাম লও॥
কুমার বলেন শুন, ওহে সরোজিনী।
যে দুঃখের দুখী আমি শুন সে কাহিনী॥
জনক জননী বহু, দিন দেখি নাই।
কিরূপে আছেন তাঁরা ভাবিয়া না পাই॥
প্রাণের কুমারী মম, ধর্ম্ম পথে রতা।
ধরিয়া রয়েছে কান্তা, কান্ত আশা লতা॥
আদিত্য হায়ন পূর্ণ হইয়াছে ধনী।
পথ চেয়ে আছে মম, জনক জননী॥
নিতান্ত বাসনা হইয়াছে মম মনে।
স্বদেশে যাইব পিতা মাতা দরশনে॥
বল দেখি কার প্রতি করি রাজ্যার্পণ।
কে আছে আত্মীয় হেন, সুহৃদ সুজন॥
মালা-কৃত বালা বলে, একি অসম্ভব।
বনিতা বিরহে কিহে, ভুলিয়াছ সব॥
সাধুর নন্দিনী কাদম্বিনী, মমালয়।
তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্তা কর মহাশয়॥
দেখ ধনী সাধুরে সুতা অতি সুলক্ষণে।
উচিত তাঁহারে বসাইতে সিংহাসনে॥

তোমারি আনিত্যা সেত্যো, তোমারি আশ্রয়।
তোমারি ভরসা আশা, করে সে বনিতা ॥
বনবাস হোতে যদি, করেছ উদ্ধার।
বজায় রাখহ তাঁরে দিয়ে রাজ্য ভার ॥
পরম সুখেতে রবে, প্রজারা সকলে।
তব যশ ঘুষিবেক, অবনী মণ্ডলে ॥
কুমার কহেন এই যুক্তি মনে লয়।
[illegible] তুল্য হয় ॥
[illegible] মনে।
সাধুর কন্যাকে, বসালেন সিংহাসনে ॥
উজ্জ্বল করিলা সে রূপসী নৃপাসন।
দিলেন নিযুক্ত করি, দাস দাসীগণ ॥
বিদায় লইয়া রায়, নিশি অবসানে
স্বদেশে কুমার চলিলেন হর্ষমনে ॥
[illegible] ভবে ভাবি, শ্রীশ্যামাচরণ।
অতঃপর কহে যাহা, শুন সভ্যগণ ॥

কুমারের স্বদেশে গমন।

[illegible]

নক্ত অবসান কালে, কুমার রঞ্জন।
বিদায় লইয়া সেথা, করেন গমন ॥

প্রখর রবির তাপে, স্বেদ কলেবর।
প্রবেশ করেন এক, নগর ভিতর॥
দেখেন নয়ন পথে, নগরের প্রান্তে।
সুরম্য সরসী সুশীতল জল তাতে॥
কুমুদ কহ্লার কুবলয় ভাসে নীরে।
তাহার সুরভি বহে, সুধীর সমীরে॥
ভ্রমর নিকর তাহে, ভ্রমে অনিবার।
খঞ্জন মরাল তীরে, করিছে বিহার॥
নবীন পল্লব যুত বটতরু বর।
ছাড়িছে কোকিল-কুল, কুহু কুহু স্বর॥
আতপ তাপিত কায়, বিহঙ্গম গণ।
কোমল পল্লবে দেহ, করে সম্বরণ॥
অতিথি পথিক জন, পিপাসু হইয়া।
তত্তীর সমীপে তরুতলে বসে গিয়া॥
কেহবা স্নানাদি করি, করিছে গমন।
বুভুক্ষু হইয়া কেহ, করেন ভোজন॥
মহামন্ত্র জপে কেহ, মুদিয়া নয়ন।
কেহবা বসন পাতি, করেন শয়ন॥
নগর বাসিনী নব, নিতম্বিনী গণ।
অবিরত সরোবরে, করে আনাগণ॥
বক্ষে কুচ ঘট কক্ষে, মৃণ্ময় ঘট।
অধরে ঈষদ হাসি, যেন চিত্রপট॥

ষোড়শ হায়নী সুরূপসী কুলবালা।
কুঞ্জর গমনে গতি, জীমূত কুন্তলা॥
মঞ্জনে দশন শোভে, অঞ্জন নয়নে।
ভূষণে ভূষিতা তাহে, সিঞ্জিত সঘনে॥
শোভিতা সপ্তকী তৃঙ্গ, কলত্র উপরে।
লাবণ্য লহরী হেরি, পুরুষ বিদরে।
চলিছে নলিনী স্রক, সরসী সলিলে।
নয়ন ভঙ্গিমা করে, নাগরে হেরিলে॥
হেন রূপে অবলারা, লইবারে বার।
পদ্মাকরে যাতায়াত, করে বারেবার॥
কুমার রতন সেই, সরোবির কুলে।
বসেন বসন পাতি, অসকের মূলে॥
নাগরের রূপ হেরি, যতেক রূপসী।
কামাগুণে দহে দেহ, বিকল মনসী॥
ভুলিল নগরী বাসী, নাগরী নিকর।
লোচন ফিরাতে নারে, চাহে নিরন্তর॥
হেরিয়া কিশোর রূপ, নব নারী গণ।
স্তনের বসন খুলি, ঢাকিল বদন॥
অনেক যুবতী রসবতী সুরসিকা।
সরসীতে চেয়ে দেখে, কৈরব কলিকা॥
[illegible] মুখে [illegible] প্রফুল্ল কমলিনী।
সুধাকর [illegible], জানিল কামিনী॥

অমনি অপাঙ্গ বাণ, বরিষণ করে।
জর্জ্জর কিশোর তাহে, নিবারিতে নারে॥
কেহবা কটাক্ষে চেয়ে, ধীরে ধীরে যায়।
আছে কি মরেছে বলে, ফিরে ফিরে চায়॥
বিরহ বিধুরা বাম, লোচনা যে জন।
ডাকে সে নাগর বরে, ঠারিয়া নয়ন॥
পুষ্পবতী যুবতী সতেক তথা ছিল।
কুম্ভে পয় পুরি, পুরী মধ্যে পালাইল॥
বয়ান চাহিয়ে কেহ, নয়ান না চায়।
যৌবন অর্পণ করিবারে কেহ চায়॥
নাগর চাহিয়ে কাটে হিয়ে যুবতীর।
ছাড়িতে না পারে কেহ, সরসীর তীর॥
কাসার সোপানে সবে, দাঁড়ায়ে রহিল।
কুমার ভাবেন একি, বিপদ ঘটিল?॥
একেত বিদেশ তাহে, সঙ্গে কেহ নাই।
কিরূপে কহিব কথা, কহিতে ডরাই॥
করিব না পথে নারী, সহ আলাপন।
পথে নারী বিবর্জ্জিতা, কহে বুধগণ॥
মানসে চিন্তিয়া হেন, কুমার রতন।
সেস্থান প্রস্থান করি, করেন গমন॥
এইরূপে নানা দেশ, পশ্চাতে রাখিয়া।
সঙ্গুপালের স্বীয়দেশে উত্তরিলা গিয়া॥

অচিন্ত্য নগর হেরি, অচিন্ত্য হইল।
জনক জননী পদে, প্রণাম করিল॥
আহ্লাদ সাগরে সবে, লাগিলা ভাসিতে।
নগর নিবাসী গণ, আইলা দেখিতে॥
সুখসেন সুখ পায়, পাইয়া সন্তানে।
তনয়ে করেন কোলে, জননী যতনে॥
দ্বিজকবি শ্যামাপদে, সমর্পিয়া মন।
কুমারী-কুমার কাব্য, করিলা রচন॥

কুমারীর নিকট সুসম্বাদ।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

আজ কেন হে বৃন্দাবনে অপূর্ব্ব শোভা হইল। বুঝি হে কিশোরী তব ত্রিভঙ্গ ঘরে আইল॥ কুসুমে শোভিত শাখী, ডাকিছে কোকিল পাখী, আনন্দে নাচিছে কেকী, একি অসম্ভব হইল। সুখে শুক শারী সব, করে সুমধুর রব, সরোবরে বন বল্লভ, সমুন রসে মাতিল॥ শুনে কি শ্যামের বেণু, আশাক্ত হইল তনু, ধাইল যতেক ধেনু, কানু কি গোঠে চলিল॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

কুমারীর কান্তে হেরি, কুমারীর সহচরী।
অপার উল্লাস রসে ভাসে।
পরিহরি পরিবাদ, জানাইতে সুসম্বাদ,
কুমারীর প্রবেশে আবাসে॥
কি জন্যে রোদন আর, শুন শুভ সমাচার,
তব ধব ভবনে উদয়।
যে দয়িত বিনে ধনী, কাঁদিতে দিবা রজনী,
সে দয়িতে তোমারে সদয়॥
কেবা শুনে দাসী বাক্য, সদা ধনী সজলাক্ষ,
বসনে ঢাকিয়া চন্দ্রানন।
প্রিয়বর অদর্শনে, দহে দুঃখ হুতাশনে,
প্রায়োপবেশনে রত মন॥
রসনে নাহিক রস, অনাশনে কায়া বশ,
শশন অশনে অস্থ ধরে।
ভূষণে ভূতলে ফেলি, ভূসনে শরীর মেলি,
পতি পতি জপেন অধরে॥
সহচরি পুনরায়, ধরিয়া ধনীর কায়,
বুঝাইয়ে কহে বিধি মত।
শোকে নাহি প্রয়োজন, আসিয়াছে প্রিয়জন,
কেন ধনী কাঁদ অনাহত॥

নগর নিবাসী গণ, কুলবধু সাধারণ,
পুলকিত সবাকার মন।
কিন্নরে ছাড়িছে তান, নর্ত্তকে গাইছে গান,
নৃত্যকী নাচিছে অগণন ॥
শুভ শুভ দিন অস্ত, দুন্দুভি দামা [illegible],
বাজিছে নাচিছে সৈন্যগণ।
করিছে মঙ্গল ধ্বনী, শ্রবণে শুনহ ধনি,
কেন আর করেন রোদন ॥
হরষিতে পুরবাসী, সবে রাজবাসে আসি,
মিটাইবে দেখে মনঃ খেদ।
হে কান্তে! সরল মনে, চল কান্ত দরশনে,
দূরে যাবে দরিত বিচ্ছেদ ॥
একান্ত সে কান্ত কান্ত, হেরি হবে কাম ভ্রান্ত,
এর বাড়া কি আর কুশল।
দ্বাদশ বৎসর অন্তে, যাবে প্রাণ কান্ত প্রান্তে,
রতিকান্তে না করিবে বল ॥
সে যে [illegible] সুন্দর সরল মন,
প্রেমাম্বু করিবে বরিষণ।
নাশে [illegible] হবে, এ প্রাণ কাহিক রবে,
[illegible] বিয়োগ হুতাশন ॥
কান্ত পাবে [illegible] সতী, কান্তপদে রাখ মতি,
প্রাণপূর্ণে [illegible] নাহি নরে।

কান্ত পদে কর মতি, কান্তে দান কর রতি,
দুর্ম্মতি দুর্গতি দূর হবে ॥
কুমারী কহেন সখী, শুনিয়া হইনু সুখী,
দয়িত কি এসেছেন ঘরে ?।
কিরূপে দেখিতে যাই, চলিবার শক্তি নাই,
ভক্তি আছে কান্তের অন্তরে ॥
শুন শুন প্রিয় সখী, প্রিয়বরে আন দেখি,
দেখি দেখি আছেন কি হালে।
হেরিবো হৃদকে জানি বহুদিন পরে যদি,
বিধি নিধি মিলাইলা ভালে ॥
শুনে শুভ সমাচার, অকণ্ঠের মণিহার,
দাসীরে করেন পুরস্কার।
ফরিদপুর গ্রামে ধাম, বিপীনবিহারী নাম,
শুভ ধ্বনি করে অনিবার ॥

কুমারীর নিকট কুমারের গমন।

লঘু-ত্রিপদী।

কুমারী আদেশে, কুমারের পাশে,
ধাইল অনেক দূতী।
হয়ে আশ্বেদন, করে আবেদন,
চরণে করিয়া স্তুতি ॥

শুন গুণাকর, চলহ সত্বর,
কুমারীর নিকেতনে।
তব প্রণয়িনী, নেত্র বিমোহিনী,
পতিতা অচলা সনে॥
শুনিয়া বচন, করিতে মোচন,
নারীর বিরহাগুন।
যাইয়া ত্বরায়, দেখেন ধরায়,
পড়িয়া বজায় খুন॥
নিকটেতে গিয়ে, বাহু পাসারিয়ে,
তুলিলেন কুমারীরে।
কেন বিধুমুখী, এমন অসুখী,
ভাসিছ নয়ন নীরে॥
শুন হে সুন্দরী, শোক পরিহরি,
প্রণয় সঞ্চার কর।
ও মুখের হাসি, যেন সুধারাশি,
কেন না অধরে ধর॥
আমি দিবানিশি, তব গুণরাশি,
জপিতাম মনে মনে।
হৃদে আশা হত, পাগলের মত,
ভ্রমিতাম বনে বনে॥
ছিল নাহি মনে, তোমা হেন ধনে,
[illegible] পাইব মনে।

নো বিধাতায়, তাহার কৃপায়,
পাইনু আকাশ ঘরে॥
কি কব অধিক, জীবনেতে ধিক,
প্রাণের অধিক তুমি
সুখের সময়, ত্যজিয়া তোমায়,
কাননে ছিলাম আমি॥
পরিহরি মণি, ধরি কাল ফণী,
আপনার কর্ম্ম দোষে।
সেহেতু বেদনা, পেয়েছি ললনা,
বনবাসে গিয়া রোষে।
হেরে ও বয়ান, জুড়াইল প্রাণ,
হইল বিষাদ হত।
ভার্য্যা লয়ে কোলে, বদন-মণ্ডলে,
চুম্বন করেন কত॥
কুমারী বনিতা, প্রেমে পুলকিতা,
হেরি পতি স্বনয়নে।
সুবর্ণ বরণে, প্রণতি চরণে,
করেন উল্লাস মনে॥
মৃদু মধুস্বরে, কহে প্রাণেশ্বরে,
দাঁড়াইয়ে সন্নিধানে।
কুমার [illegible], সবীয় দাসীরে,
[illegible] প্রবোধ দানে॥

বল দেখি ভাই, শুনিবারে চাই,
অপূর্ব্ব মানুষ লীলে॥
শুনিয়া কুমারী, বলে আহা। মরি,
সে দুঃখ কহিব কত।
তব বিরহেতে, দ্বাদশ মাসেতে,
পাইয়াছি দুখ যত॥
পেয়ে তোমা ধনে, সব নাহি মনে,
ভুলিয়াছি কতিপয়।
শুন প্রাণ পতি, করিয়া প্রণতি,
দ্বিজকবি যাঁচে কয়॥

দ্বাদশ মাসের দুঃখ বর্ণন।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

যদি সুধালে আমায়। দাসীর দুঃখের কথা কহি হে তোমায়॥ তুমি হে নয়ন তারা, তোমা ধনে হয়ে হারা, সে অবধি বহে ধারা, নয়ন তারায়। বিরহ দুহন ভানু, দহিত কমল তনু, হেরিয়ে প্রখর ভানু, অধরা তোমায়॥

ভাদ্রতে শরত কাল, বিরহী নারীর কাল,
কালকূট সম সোম জ্যোতিঃ।
নিরখিয়ে শশধরে, মন সে না ধৈর্য্যধরে,
অধৈর্য্য করেন রতিপতি ॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা, করে লোকে দশভূজা,
ভাসে সবে আনন্দ সাগরে।
যারা থাকে পরদেশে, তারা এসে স্বীয় দেশে,
লয়ে নব বাস অর্থ ঘরে ॥
দেখে শোভা কেবা কার, রূপে হরে অন্ধকার,
অলঙ্কার পরে সব নারী।
কি কহিব শোভা তার, লয়ে সবে স্ব ভাতার,
কৌতুকে পোহায় বিভাবরী ॥
সপ্তম্যাদি তিন তিথি, আসি নেত্র নীরে তিতি,
দশমী মজায় ত্রিবাসর।
সবে পূজা দেখে যায়, দেখে মোর প্রাণ যায়,
সে যাতনা জানে প্রাণেশ্বর ॥
কার্ত্তিক মাসের হিম, লোকের শরীর হিম,
আমার শরীর তায় জ্বলে।
পড়িয়া অনলে শীরে, কি করিবে সে শিশিরে,
যাহার বসতি সিন্ধু জলে ॥
অগ্রহায়ণ মাসে সব, করে নবান্ন উৎসব,
নব যৌবনেতে আমি মরি।

সুগন্ধ বাসন্তী ফুল, গন্ধে হরে জাতি কুল,
কামিনী মজায় কামিনীরে।
বাসনা থাকে শরীরে, কন্দে সব কিশোরীরে,
মন্দ মন্দ মলয়া সমীরে॥
তোমা বিনা এই রূপে, বিরহ অনল কূপে,
পতিতা ছিলাম রসকূপ।
শুন ওহে প্রাণেশ্বর, এ কাননে কত কব,
কত দুখ গেছে এই রূপ॥

কুমারের কুমারী সহ মিলন।

গদ্য।

[illegible] রাজ-কুমার স্বপ্রিয়ার এইরূপ করু-ণার্দ্র দুঃখের কতিপয় কথা শ্রবণে সাতিশয় খেদা-ন্বিতান্তঃকরণ হইয়া সীমন্তিনী সন্নিধানে অসাধা-রণ স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক বিবিধ প্রকার সন্দেশামৃতা-লাপিকা করত কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন। কুমা-রী পরমানন্দে মগ্ন হইয়া কান্ত সমভিব্যাহারে [illegible] [illegible], বিলাসোদ্যানস্থ অন্তরালে স্বর্ণময় [illegible] হাসনোপরি উপবিষ্টা হইয়া সেবকী সমূহের দ্বারা [illegible], গন্ধবাসোপ ও বেশবিন্যাস করা-ইতে লাগিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] অনুমত্যনু-

নীমণ্ডলকে [illegible] ও সরোবরস্থ মরাল সমূ-
হের মুক্তা ভঞ্জন করিতে লাগিলেন। দম্পতি যা-
মিনী বিগতা বীক্ষণ করিয়া গাত্রোত্থান পুরঃসর স্ব স্ব
কার্য্যান্তরে গমন পরায়ণ হইলেন ॥

কুমারের রাজ্যাভিষেক।

পদ্য।

মিলিয়া কুমারী সনে কুমার রতন।
পূর্ব্বের সমান প্রেম, প্রকাশে তখন ॥
চুম্বন করিছে হাসি, কমল বদনে।
পরম আনন্দে বাস, করেন সদনে ॥
সুধাকরে চকরে মিলিল এক ঠাঁই।
আহা ! সেই শোভা হেরি, বলিহারি যাই ॥
কিছু দিন পরে সুখসেন নৃপবর।
সন্তানে করিতে বাঞ্ছা, রাজ্যের ঈশ্বর ॥
মন্ত্রণা করেন নৃপ লয়ে মন্ত্রিবরে।
প্রচার করেন ডঙ্কা, নগর ভিতরে ॥
গণক ডাকিয়া করিলেন দিন স্থির।
আভীর বহিছে ভারে, দধি দুগ্ধ ক্ষীর ॥
নানা বিধ খাদ্য দ্রব্য, আনে দূতগণ।
করিলেন সমস্ত ভূলোক নিমন্ত্রণ ॥

দক্ষিণে কুমার বাম ভাগেতে কুমারী।
সেরূপ যেরূপ শোভা, বর্ণিবারে নারি॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণে, করে জয় ধ্বনি।
আহ্লাদ সাগরে ভাসে, সব নৃপমণি॥
আশীর্ব্বাদ করে সবে ধান্য দূর্ব্বাদিয়ে।
বিদায় লইয়া সবে, গেলেন চলিয়ে॥
কুমার হইয়া রাজা সুখে রাজ্য করে।
আনন্দ অন্তরে প্রজা, সুখে কাল হরে॥
দ্বিজ কবি করি সার, শঙ্করী চরণ।
কুমারের রাজ্য প্রাপ্ত করিল বর্ণন॥

সুধন্যেন রক্ষ-দম্পতির স্বর্গারোহণ।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

বলি শুন ওরে মন! অসার সংসার সার কর কি কারণ॥ এসেছ অকুল ভবে, অকুলে না কুল পাবে, জীবনে জীবন যাবে, কারে রে স্মরণ। যখন প্রাণান্ত হবে, অনেক যা চনা পাবে, শমনে লইয়া যাবে, আপন ভবন॥ এ দেহ লাইন হবে, চিহ্ন আর না রহিবে, অনেক রাজ কাঁদিবে, যারাস্থত

অন্তিমে কুশশয্যা ছাড়ি, কুশর্য্যা হইবে।
দৃঢ় পাশে বাঁধি দেহ শ্মশানে লইবে॥
অনিত্য এ দেহ দাহ করিবে অনলে।
ভস্মিভূত হোয়ে বপু ভাসিবেক জলে॥
চিহ্ন মাত্র না রহিবে চিতের কারণ।
ক্ষণেক কাঁদিবে মাত্র দারাসুত গণ॥
এমন সঞ্জাল মায়া জালে বদ্ধ হয়ে।
প্রাণান্ত হইল ভবে ভেবে কাল ভয়ে॥
কায নাই এমন সংসারে করা বাস।
অপার ভবের পারে যেতে অভিলাষ॥
মায়া বর্ত্ত হইতে উঠিয়া যাগে যোগে।
মুক্তি হেতু ভক্তি করি বসি শিব যোগে॥
এত বলি স্বস্ত্রীক হইয়া নরপতি।
তপস্যা কারণে বনে করিলেন গতি॥
গঙ্গা তীরে তপবনে বসিয়া দুজনে।
ভক্তি ভাবে ভাবে শক্তি মুক্তির কারণে॥
কিছু দিন পরে শক্তি যোগের বলেতে।
দম্পতি বিমানে গতি করেন স্বর্গেতে॥
হেথা রাজ সিংহাসনে কুমার রতন।
পরম সুখেতে রাজ্য করেন পালন॥
ক্রমেতে হইল বৃদ্ধি সন্তান সন্ততি।
পরিণামে মুক্তি ধামে গেলেন দম্পতি॥

শ্রীকালীচরণ কবি করিয়া স্মরণ।
কুমারী-কুমার-কাব্য [illegible] সমাপন॥
দেখিবেন [illegible] যত সুধীগণ।
আমি মূঢ় মতি কিছু না জানি রচন॥
প্রথম রচনা এই কুমারী-কুমার।
যাঁহারে যাঁহারে কত লোক [illegible]॥
গুণাকর মহোদয়, যত কবিগণ
স্বভাবে হবেন যত্নে [illegible]॥
দোষ প্রতি রোষ নাহি করি বিবেচন।
যদি থাকে গুণ তাহা করিবে গ্রহণ॥
কি করিব আর আমি কি বলিব আর।
এই হে বিনতি সবে, জানিবে আমার॥

কুমারী-কুমার কাব্য সমাপ্তঃ।

গ্রন্থ কর্ত্তার পরিচয়।

প্রিয়জনে প্রিয়ভাসে, করি নিবেদন।
অধীনের পরিচয়, শুন প্রিয় জন॥
[illegible] জিলা মধ্যে গাজনা গ্রাম।
সেখানে করেন বাস, বহু গুণধাম॥
মনোহর স্থান সেই, গাজনা নগর।
সহস্র সহস্র জাতি, তাহার ভিতর॥
গুণময় মহাশয়, সুধীগণ যাঁরা।
তপ জপ যাগ যজ্ঞে, সদা রত তাঁরা॥
কিছুতেই নাহি কায়, মনের বিকার।
ধর্ম্মপথে সদা রত, করি সদাচার॥
আত্মত[illegible] তত্ত্ব জ্ঞানে, করি অন্বেষণ।
মহানন্দে [illegible], করয়ে স্মরণ॥
যে-হোক্ সে হোক্ জনে, নাহি কলোদয়।
প্রকৃতি প্রকৃতি জালে, এ সকল হয়॥
আত্ম পরিচয় দিতে, হইয়াছে মন।
অতএব আড়ম্বরে, নাহি প্রয়োজন॥
প্রপিতামহ আমা[illegible] হন যেই জন।
আত্মারাম নাম তাঁর, খ্যাত এ ভুবন॥

গুণ বিনা কোন দোষ ছিলনা তাঁহার।
ছিলোনাকো রাগ দ্বেষ, হিংসা অহঙ্কার॥
কলহ ছিলনা তাঁর, কাহার সহিত।
অহিত করিলে কেহ, [illegible] হিত॥
হাস্য ছিল আস্যে তাঁর, সদা সর্ব্বক্ষণ।
মতন সকলে ছিল, রতন মতন॥
বিবাহ নির্ব্বাহ তথা, করি সেই জন।
পাইলেন ভাগ্য ক্রমে, তনয় রতন॥
খেলারাম নাম তিনি, গুণে গুণময়।
স্মরিলে যাহার গুণ, মনাগুন সয়॥
আত্মারামে খেলারাম, করিয়া স্মরণ।
মাতুল আলয়ে কৈলা, সময় যাপন॥
অবশেষে শেষে তিনি, মাতুলের ধন।
পাইলা আরেতে বিত্ত, কৈলা উপার্জ্জন॥
বিবাহ নির্ব্বাহ পরে, করি সমর্পণ।
অতঃপর পাইলেন, দুইটী নন্দন॥
জ্যেষ্ঠ গোপালচন্দ্র, কনিষ্ঠ শীতল।
যাহার গুণেতে আজ, সকলে শীতল॥
গোপাল গোপালপদে, সদা করি মন।
[illegible] কিছু বিত্ত, কৈলা উপার্জ্জন॥
এইরূপে কিছু কাল, করিয়া বিলয়।
পরেতে বিবাহ করিলেন মহাশয়॥

মহানন্দে কিছু দিন, করিয়া বিলয়।
অকালে কালের করে, হইলেন লয়॥
আহা! সে মরণ কথা, হইলে স্মরণ।
ইচ্ছা হয় [illegible] ত্যজিতে জীবন॥
পৌষ মাস সর্ব্ব নাশ, [illegible] মোর।
হাঁকে ও করাল কাল, ভাঙ্গো লীলা তোর॥
পৌষের শুক্লপক্ষ, আটব সেই দিন।
সে দিনতো দিন নয়, তনু করে ক্ষীণ॥
রবিবার [illegible] মুখে শত ধিক্।
ইহার অধিক ধিক্, কি দিব অধিক॥
গগণের শশি এবে, হেরিলে নয়ন।
তখনি তাঁহার মুখ, করয়ে স্মরণ॥
সুস্থির না হয় প্রাণ, কেঁদে কেঁদে উঠে।
কখন পাগল প্রায়, অমি ছুটে ছুটে॥
যে হোক সে হোক কহে, কিরূপ বিচার।
পরিবার ধন জন, কেহ নহে কার॥
সবার মধ্যম ভ্রাতা, কৃষ্ণনাথ নাম।
তাঁহার চরণে করি, অসংখ্য প্রণাম॥
সবার কনিষ্ঠ এই, দীন হীন জন।
বিপিন[illegible] নাম, শুন সুধী গণ॥
এবে [illegible] কিছু বিদ্যা করি উপার্জ্জন।
[illegible] করিতে বর্ণন॥

দুরূহ শব্দের অর্থ।

ধ্বান্ত, তিমির, তমস, অন্ধকার, আঁধার।

জলাশয়, কমলাকর, পদ্মাকর, কাসার, সরসী,
সরোবর, বিল।

তামরস, নলিন, নীরজ, অরবিন্দ, পদ্ম।

প্রতীপদর্শিনী, মহিলা, যোষা, বামলোচনা,
নিতম্বিনী, বামা, স্ত্রী।

কান্তা, বল্লভা, পত্নী, ভার্য্যা, দারা, বধূ, বউ।

পাদপ, বিটপী, শাখী, তরু, বৃক্ষ, গাছ, [illegible]

প্রসূন, কুসুম, পুষ্প, ফুল।

বিকচ, বিকসিত, প্রফুল্ল, ফুল্ল, ফুটা।

পরাগ, রজঃ, পুষ্পরেণু, ফুলের ধুলা।

মকরন্দ, পুষ্পরস, ফুলের, মধু।

চঞ্চরীক, মধুপ, দ্বিরেফ, মধুকর, অলি, ভৃঙ্গ,
ভ্রমর, ষট্‌পদ।

পুণ্ডরীক, সিতাব্জ, শ্বেতপদ্ম, শাদাপদ্ম।

কোকনদ, রক্তোৎপল, রাঙ্গাপদ্ম, রক্তপদ্ম,
রক্তকমল।

লপন, আনন, বদন, বক্ত্র, মুখ।

স্মিত, হাস্য, হাসি।

রসনা, রসজ্ঞ, জিহ্বা।

রদন, দন্ত, দশন, দাঁত।

গণ্ড, কপোল, গাল।

কলত্র, নিতম্ব, পাছা।

শ্রোণী, কটী, কঙ্কাল।

রসনা, মেখলা, কাঞ্চী, সপ্তকী, গোট চন্দ্রহার
ইত্যাদি।

পিতৃবন, শ্মশান।

মণিকানন, রত্নবন, [illegible]।

পিশিতাশনা, কৌণপা, নিশাচরী, রাত্রিঞ্চরী
রাক্ষসী।

শ্বসন, সমীরণ, সমীর, অনিল, আশুগ, [illegible],
বায়ু, পবন।

বাণবাণবাণ, পঞ্চবাণ, পঞ্চশর, কন্দর্প, মদন।
ঐ অনঙ্গ, মনসিজ।

কুসুমেষু, পুষ্পবাণ, অরণাজ, পুষ্পসায়ক, পুষ্পধন্বা
রতিপতি।

মদন, কাম।

মদনললিকা, রতি।

প্রায়োপবেশন, অনাহারে মরিতে ইচ্ছা।

বুভুক্ষু, ভোজন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছাবিশিষ্ট।

পিপাসু, পান করিবার নিমিত্ত ঐ।

শিশয়িষু, শয়ন করিবার নিমিত্ত ঐ।

দিদৃক্ষু, দর্শন করিবার নিমিত্ত, ঐ

পদ্য।

স্নান করি পদ্মাকরে, করে করে ধরি।
বিজনে যুজনে যান, রূপে আলোকরি॥
মনো কালি ঘুচাইতে, কালী দরশনে।
কুমার রতন চলে, [illegible] মনে॥
দক্ষিণে কুমার বাম, ভাগে সে কামিনী।
ভূতলে উদয় যেন, বিধু সৌদামিনী॥
রবের গৌরবে পিক, করে সদা রব।
এ রব শুনিয়া সব, সে রব নিরব॥
ভ্রমর ভ্রমিছে মিছে, পিছে পিছে ধায়।
পদ্ম ভ্রমে ভ্রমে পঙ্ক, মধু নাহি পায়॥
রূপের মাধুর্য্য হেরে, অধৈর্য্য খ-তারা।
অদ্যাপি খসিয়া ভূমে, পড়ে দেখ তারা॥
চেয়ে গতি গজ গতি, গজনাতে মরে।
গজেন্দ্র বীক্ষণ করি, সুরেন্দ্র বিদরে॥
চন্দ্রাননী চন্দ্রধারি, ঘন কেশ পাশে।
পাতক চাতক ধায়, জল বিন্দু আশে॥
পতঙ্গ বেড়ায় বেড়ি, দুজনার কায়॥
পশুপক্ষ কীট আদি, একাদৃষ্টে চায়॥
রূপেতে মোহিত হয়ে জীবগণ যত।
বিচিত্র ভাবিয়া চিত্র, পুত্তলির মত॥

কথোপকথনে দোঁহে, চলে মৃদু গতি।
উপনীত হৈল যথা, স্থিতা ভগবতী ॥
দেখেন কুমার বন, অতি মনোহর।
নানা জাতি পুষ্প বাস, বহে নিরন্তর ॥
নিকুঞ্জ কানন আর, মাধবি লতায়।
ঢেকেছে ভানুর ভানু, শাখির শাখায় ॥
কালির চরণে রাজ, কুমারী-কুমারে।
প্রণতি করেন দোঁহে, লুটায়ে কুমারে ॥
গলায় বসন দিয়া, কুমার রতন।
বর্ণ রূপা স্বর্ণ বর্ণে, করনে বর্ণন ॥
দ্বিজ কবি ভণে ভাবি, ভবানী চরণ।
কুমারী-কুমার কাব্য, করিলা রচন ॥

অথ কালিকার বর্ণনা।

গীত।

কি অপরূপ হেরি অরণ্যে। জলধর রূপা ভূধর কন্যে ॥ করাল বদনী, কুরঙ্গ নয়নী, যোগেশ আধিনী, সুরেশ মান্যে।, রক্তাক্তে রোহিত, রোহিত অধরা, রুধিরে না দেখি রোহিতের ধারা, নরকরাবলি কটিতটে ঘেরা, অসি করে করে সুরারি জন্যে ॥ চরণ সরো-

জ সরোজে শুভিছে, সরোজিনী বঁধু সরজে
ভ্রমিছে, পদনখে শশি তিমির নাশিছে,
বিপীন কহিছে ধরণী ধন্যে॥

দীর্ঘ-চৌপদী।

পদে দিবাকর কর, নখরে তুষার কর,
ভ্রমে চকর নিকর, সুধাপান আশে।
পাদপদ্ম শোভাকর, গুঞ্জরিছে মধুকর,
নাভি সরোসীজা কর, রূপে তমো নাশে।।
কটিতটে নরকর, জঘন কি মনোহর,
পূজিতা অমর বর, চন্দন সারসে।
মুক্তাকেশী দিগম্বরী, কিবা শোভা আহামরি!
হরি পৃষ্ঠে ভর করি, আছেন সাহসে।।
অভয়া বরদা করা, পীনোন্নত পয়োধরা,
বামকরে অসিধরা, করাল বদনী।
শিরে কীরিটি উজ্জ্বল, করে কিবা জলমল,
রক্ত যুক্ত গণ্ড স্থল, নীলাঞ্জ বরণী॥
শম্ভু দারা সুনাশিকা, ভক্তি মুক্তি প্রকাশিকা,
দৈত্য দর্প বিনাশিকা, পশুপতি রাণী।
নরমুণ্ড মালা গলে, অনিশ শোনিত গলে,
পাতিত চরণ তলে, কায় শূলপাণি॥

কেশরী গঞ্জিতশ্রেণী, তাহে কনককিঙ্কিনী,
নবনীরদ বরণী, বিকট দশনা।
শ্রবণে সুবর্ণ ইষু, তাহাতে পরান্থ শিশু,
সঙ্গে সঙ্গী শিবা পশু, লোহিত রসনা॥
হেরি রূপ মনহরে, কুমার যুগল করে,
কালিকার স্তব করে, মনের হরিষে।
কোথা তারা মুক্তকেশী, মহাভয়ঙ্করা বেশী,
মুক্তি কর আশু আসি, ভব মায়া ফাঁসে॥

কুমারদ্বয় কালিকার স্তব।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঠেকা।

হর ভব ভীম ভবানী। ত্রিগুণ ধারিণী তারা,
তুমি ত্রিলোক তারিণী॥ সকাতরে, ডাকি
তোরে নয়নে হের আমারে, অকূল ভব সা-
গরে, দেহি চরণ তরণী। কহে দীনহীনজনে,
আমার বাসনা মনে, মা দেখি অন্তে শমনে
ভয় বারিণী॥

পদ্য।

ব্রহ্মময়ী সনাতনী, সাকার রূপিণী,
ত্যকালা নিরাকারা, কালের কামিনী॥

মহেশ্বরী মহামায়া, মহেশ মোহিনী।
যোগেশ্বরী যোগমায়া, দৈত্য বিনাশিনী ॥
বিমলা [illegible]রী, বিপদ নাশিনী।
কাতরে করমা ত্রাণ, ত্রিলোক তারিণী ॥
বরদাবগলা রাম, বর, প্রদায়িনী।
অন্নপূর্ণা শুভঙ্করী, ত্রিগুণ ধারিণী ॥
চণ্ডিকা চামুণ্ড চণ্ড, মুণ্ড বিনাশিনী।
দশ ভুজ দাক্ষ্যায়নী, দানব ঘাতিনী ॥
সুখদা সারদা সতী, কৈবল্য দায়িনী।
পার্ব্বতী পরমেশ্বরী, পতিত তারিণী ॥
করাল বদনা কালী নীরদ বরণী।
পশুপতি হৃদে পদ, পঙ্কজ নয়নী ॥
ভৈরবী ভবানী ভীমা, ভীষণ ভাষিণী।
অসিকরা দিগম্বরা, মৃগাঙ্ক ভালিনী ॥
আদ্যাশক্তি মহামায়া, মহেশ মর্দ্দিনী।
পাপ তাপ হরা তারা, কৃতান্ত বারিণী ॥
বৈষ্ণবী বেদাদি বিদ্যা, ব্রহ্মাণ্ড পালিনী।
অগতির গতি দুর্গা, দুর্গতি নাশিনী ॥
সুরেশ্বরী সুরধুনী, সুরেশ বন্দিনী।
দুস্তারে নিস্তার তারা, ভব নিস্তারিণী ॥
দয়াময়ী দক্ষ সুতা, কলুষ নাশিনী।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণকর, নগেন্দ্র নন্দিনী ॥

বরদা অভয়া, ত্বরা কর দয়া,
ডাকিতেছি লকাতরে ॥
মঙ্গল কারিণী, বিষাদ বারিণী,
শিখর বাসিনী শিবা।
ত্রৈলোক্য তারিণী, ত্রিগুণ ধারিণী,
মহিমার নাহি সিমা ॥
উমা ত্রিনয়নী, গজাস্য জননী,
গতি নাহি তোমা বিনে।
কালের কামিনী, অচিন্ত্য রূপিণী,
কি চিন্তা করিবে দীনে ॥
যে চরণাম্বুজে, অম্বুজেতে পূজে,
কৃত ভুজ ভুজদ্বয়।
সে পদ কি নয়ে, পায় ধ্যান করে,
মনেতে নাহিক লয় ॥
স্বাকার রূপিণী, ত্রিতাপ নাশিনী,
কৈবল্য নাশিনী তারা।
ভূধর নন্দিনী, ভূতেশ ভাবিনী,
ভাবিয়া হোলেম সারা ॥
বারিদ বরণী, নিলাঞ্জ নয়নী,
কারণ কারিণী শিবা।
সুধাংশু ভূষণা, শোণিতে মগনা,
অতসী কুসুম নিবা ॥

আগত শমন, ভাবেনা সুজন,
কেমনে স্মরণ লব ॥
অজ্ঞানান্ধকার, কর পরিষ্কার,
জ্ঞান জ্যোতিঃ দীপ্ত করি।
গণেশ জননী, পতিত পাবনী,
দে, মা, পদতরী ধরি॥
করহ প্রদান, যাহাতে নির্ব্বাণ,
হইবে আমার কায়া।
সহেনা যাতনা, ভবে আনাগনা,
শুন গো হরজায়া॥

চন্দ্রাননীর কালীকীর্ত্তন।

গীত।

রাগিণী আলিয়া। তাল আড়া।

হেরমা নয়নে তারা হরমোহিনী। কাতরে করমা কৃপা কাল বারিণী॥ দেহি মা চরণ তরী, বিষাদ সাগরে তরি, এ সুতা শঙ্করী তব, তার তারিণী। পতিত হোয়ে অকূলে, পতিতা ডাকে বিমলে, কুল দেহি নিবা-কুলে, কুল দায়িনী॥

রাগিণী চামর-ছন্দঃ।

আদ্যাশক্তি ভক্তি-প্রীতি-মুক্তি-ভুক্তি দায়িকা।
সিদ্ধ বিদ্যা পদ্মযোনি ঈশ শৈলসুতা বালিকা॥
বালা আদ্যা কালী কৃষ্ণা চারু নাশিকা।
ত্বং নমামি বিশ্বগামী, দেহি জ্ঞান চন্দ্রিকা॥ ১
[illegible] মত্ত রক্তভূষিকা।
রক্তে [illegible] সদা সঙ্গী অষ্ট নায়িকা॥
ছিন্ন মস্তা মহামায়া সুরাসুর সাধিকা।
[illegible] বিশ্বগামী দেহি জ্ঞান চন্দ্রিকা॥ ২
পাদপদ্ম পদ্মগন্ধে পদ্মাসন পূজিকা।
সিংহ পৃষ্ঠে তিষ্ঠ দুষ্ট সৃষ্ট দুষ্ট নাশিকা॥
[illegible]কালী ভয়ানকা ভূত ঈশ ভাবিকা।
ত্বং নমামি বিশ্বগামী দেহি জ্ঞান চন্দ্রিকা॥ ৩
মত্তো মত্ত সত্যযুগে দৈত্যকুল ঘাতিকা।
চণ্ড মুণ্ড খণ্ড খণ্ড দণ্ডে দণ্ডে দণ্ডিকা॥
পৃথ্বী রক্তে পাকে রক্তে বিরূপাক্ষ বন্দিকা।
ত্বং নমামি বিশ্বগামী দেহি জ্ঞান চন্দ্রিকা॥ ৪
নৃত্য রঙ্গ নৃত্যকালী মর্ত্ত্য মুণ্ড মালিকা।
ইন্দ্র নিন্দি হস্তে অস্ত্র অর্দ্ধ ইন্দু ভালিকা॥
দন্তে কান্তে সূর্য্য মর্ত্ত্য ঘোর ভীম তাপিকা।
ত্বং নমামি বিশ্বগামী দেহি জ্ঞান চন্দ্রিকা॥ ৫

দীর্ঘ-কেশী দক্ষ পুত্রী কুচপদ্ম কলিকা।
ভক্তাধিনা চীনময়ী অন্নপূর্ণা অম্বিকা॥
বিশ্বধাত্রী বিশ্বকর্ত্রী জীবকাদি পালিকা।
ত্বংনমামি বিশ্বগামী, দেহি জ্ঞান চন্দ্রিকা॥ ৬
লম্বা মগ্না রক্তা রক্তি, ঘণ্টা ঘন্টি ঘণ্টিকা।
দ্রোণ পাণ্ডু মুণ্ডাহার, ঘোর ঘন রূপিকা॥
অঙ্গে সব শব ভুষা সর্ব্ব সুখ দায়িকা।
ত্বংনমামি বিশ্বগামী দেহি জ্ঞান চন্দ্রিকা॥ ৭
কর্ণে স্বর্ণ বর্ণ বাণ স্মরহর ধর্ষিকা।
বর্ণে বর্ণ সাধ্যকার, লোল জিহ্বা অম্বিকা॥
অন্তে পদ প্রান্তে, রেখ কহে কবি কালীকা।
ত্বংনমামি বিশ্বগামী দেহি জ্ঞান চন্দ্রিকা॥ ৮

কালীকার আদেশ।

পদ্য।

এইরূপে স্তভ স্তুতি, করে চন্দ্রাননী;
সদয় হোলেন তবে, হরের ঘরণী॥
বরদা বলেন বর, লহ রাজ বালা।
ঘুচাইব অন্ত তব, যত দুঃখ জ্বালা॥
যে বর চাহিবে আমি, সেই বর দিব।
তোর ভক্তি ডোরে সদ, বন্ধন থাকিব॥

চন্দ্রাননী বলে মাতা, করি নিবেদন।
মনোনীত বর দেহ, এই আকিঞ্চন॥
অবিদীত নাহি কিছু, তোমার গোচরে।
অন্তর অন্তর মম, দহনের শরে॥
সকলি জান মা তারা, আমার বাসনা।
তবে কেন প্রাণীগণে, কর প্রবাসনা॥
বহু দিন দুঃখে বনে, করিলাম বাস।
এক্ষণে সে দুঃখ হর, সুখ করে আশ॥
এই বর দেহ মাতা, সদয়া হইয়া।
কিছু কাল সুখে থাকি, পতিকে লইয়া॥
দুঃখার্ণবে পতিতা, হইয়া প্রাণে মরি।
দাসীরে প্রদান কর, ক্ষমা করি কৃপাতরী॥
তারা কন তোর দুঃখ, বিনাশ কারণে।
আনিয়াছি নৃপ সুতে, নিবীড় কাননে॥
এবার বিচ্ছেদ নয়, জানিহ মনেতে।
কেবল তোদের জন্যে, রহেছি বনেতে॥
তুমি মম দাসী ছিলা, নৃপসুত দাস।
পুরাইতে আসা মম, তোমাদের আশ॥
আর না করহ খেদ, ওমা চন্দ্রাননী।
সুখেতে থাকিবে সদা দিবস রজনী॥
[illegible] পতি, অতি অত্যমতি।
[illegible] নাহিক সীমা, রূপে রতিপতি॥

হর কাল হোয়ে সুখী, থাকি পতিপাশে।
কুমারে লইয়া ত্বরা, যাও স্বীয় বাসে॥
ত্বদীয় পক্ষেতে নাহি, বিপক্ষ হইবে।
রতন মতন সবে, যতন করিবে॥
জিজ্ঞাসা করিলে কবে, বুদ্ধি অনুসারে।
কুমারে বরণ শেষ, করিবে তোমারে॥
বিপদে পড়িলে করো, আমার স্মরণ।
আসিয়া করিব আমি, বিপত্ত্য ভঞ্জন॥
এতবলি শঙ্করীর, কৈলাসে গমন।
অতঃপর বনে যুক্তি, করে দুইজন॥
বিপীন বিহারি ভাবি, শঙ্করী চরণ।
কুমারী-কুমার কাব্য, করিলা রচন॥

কুমারের সহ চন্দ্রাননীর গৃহে যাওন যুক্তি।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

চন্দ্রাননী সুধাভাসে, কহেন কুমার পাশে,
শুন বলি ওহে গুণাকর।
না থাকিয়া বনবাসে, চল যাই গৃহ বাসে,
মমালয়ে বিখ্যাত নগর॥

পুরাইতে মনোআশ, ত্যজি পিতা মাতা বাস,
করিলাম পুরনে বসতি।
ছিল মনে যে বাসনা, পুরাইল উপাসনা,
পাইলাম আমি হেন পতি ॥
তোমা ভিন্ন অন্য জনে, না লয় আমার মনে,
হইয়াছি মোহিতা অন্তরে।
মম মনঃপক্ষী শারি, রাখিলাম বন্দি করি,
তব মন প্রণয় পিঞ্জরে ॥
এখন আপন ঘরে, যাব আমি ত্বরা করে,
বাসনা হয়েছে গুণমণি।
বহুকাল এক পুরে, যাব বিখ্যাত নগরে,
দরশনে জনক জননী ॥
চলিলাম অগ্রে আমি, পশ্চাতে যাইবে তুমি,
আমার পিতার অধিকারে।
একাকি কামিনী দুখে, যাইব মনের সুখে,
দাঁড়াইবে সরোবর ধারে ॥
নগরের কুলকন্যে, আসিবেক বারি জন্যে,
কলসী লইয়া পদ্মাকরে।
যদি কাপার মিলিতে, যাবে তাদের সহিতে,
চিন্তান্বিত হওনা অন্তরে ॥
হেরি তব রূপগুণে, পুলকিতা হবে মনে,
নারীগণ পিতারে কহিবে।

হেরিলে তোমারে রূপ, অমনি তখনি ভূপ,
বিবাহ আমার সহ দিবে ॥
শুন মম যুক্তি সার, আসিহে তনয়া যাঁর,
সরোজিনী নামে তাঁর দাসী।
তার তুল্য নাহি নারী, গুণে যাই বলি হারি,
প্রেমসুধা পানে অভিলাষী ॥
অমৃত অধরে ধরে, অপাঙ্গেতে মনঃ হরে,
চতুরে ভুলায় চাতুরিতে।
লম্পট নায়ক যত, অবিরত তারা রত,
সুন্দরীর সুন্দর পিরীতে ॥
সর্ব্বগুণান্বিতা সেই; স্বরূপ ভুবনে নেই,
বিরহিনী মীনের জীবন।
যে মনে যা বাঞ্ছা করে, তার বাঞ্ছা পূর্ণ করে,
ঘটায় সে অঘট ঘটন ॥
কিন্তু মালাকৃত বালা, গাঁথে নানা পুষ্পমালা,
আমার পিতার আজ্ঞা তরে।
দিবসে পিতার পাশে, থাকে কৌতুক বিলাষে,
রজনীতে যায় স্বীয় ঘরে ॥
পূর্ণ হবে মম আশা, তাহার নিকটে বাসা,
করিয়া রহিবে গুণমণি।
সাবধানে রবে প্রাণ, কামে করি সমাধান,
নতুবা মরিবে চন্দ্রাননী ॥

সেখানে সুভাগ্য রবে, নির্বাহ নির্বাহ হবে,
দিবা নিশি সাবধানে থেকো।
এ সকল বিবরণ, না করিও বিতরণ,
বলিলাম দেখো দেখো দেখো॥
আমারে হারায়ে ভ্রমে, ভুলনা হে কোন ক্রমে,
মনে রেখো নারীর বচন।
দ্বিজ কবি কহে আঁচে, যাহ পিতা মাতা কাছে,
পাবে ধনী কুমার রতন॥

চিত্রানন্দার সুধামে গমন।

পদ্য।

এইরূপে প্রবোধিয়া, কুমার রতনে।
ভবনে গমন করে, গজেন্দ্র গমনে॥
চলিতে ফেরবা পায়, পায় রূপবতী।
আতপে তাপিত কায়, কাতরা যুবতী॥
বিধুমুখে বহে ঘাম, অরুণ কিরণে।
আপনি মুছেন তাহা, আপন বসনে॥
দেখেন সম্মুখে এক, তরু মনোরম।
তথায় বসিয়া বামা, দূর করে শ্রম॥
সুশীতল হাওয়াতে, শীতল হলো কায়।
হেনকালে রবি অস্ত, পর্ব্বতে লুকায়॥

ভানু অস্ত হেরি ব্যস্ত, হইয়া তখন।
সেস্থান প্রস্থান করি, যাইলা ভবন॥
খিড়কীর দ্বার দিয়া, অন্দরেতে যায়।
কোটাচন্দ্র আসিয়া যেন, প্রকাশে ধরায়॥
রূপের আভায় অন্তঃপুর শোভা পায়।
প্রণাম করিলা গিয়া, জননীর পায়॥
হেরিয়া গৌরীর মুখ, জন্মাইলা মায়া।
তনয়া করেন কোলে, গু।াকর জায়া॥
দৃষ্টি হীনে পেলে দৃষ্ট, হৃষ্ট যত হয়।
তেমতি হইলা রাণী, হরিষ হৃদয়॥
কক্ষে করি চক্ষে নিরীক্ষণ করে মুখ।
নন্দিনী হেরিয়া ধনী, পাসরিলা দুখ॥
জিজ্ঞাসেন মিষ্ট ভাষে, ও মা চন্দ্রাননী।
কোন তীর্থে গিয়াছিলা, কহলো এখনি॥
চন্দ্রাননী বলে মাতা, করি নিবেদন।
গেছিলাম করিবারে, কাশী দরশন॥
সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা, নীরে স্নান করি।
পূজিলাম বিল্বদলে, শঙ্কর শঙ্করী॥
"অযোধ্যা মথুরা গয়া, করি দরশন।
অবশেষে আ।।।, পূজিতে চরণ॥"
শুনিয়া হইলা সুখী, তনয়ার ভাষ।
ত্বরায় সম্বাদ দিলা, নৃপতির পাশ॥

কুসম্বাদ শুনে শর্ম্ম, পাইলা অন্তরে।
দ্রুতগতি নরপতি, গেলেন অন্দরে ॥
কোথা ওগো চন্দ্রাননী, এসো কোলে করি।
জনক জননী ভুলে, ছিলে আহা মরি ॥
এতবলি চন্দ্রানন, করিয়া চুম্বন।
জিজ্ঞাসিয়া জানিলেন, সব বিবরণ ॥
বিপিণ বিহারি ভাবি, শ্রীশ্যামাচরণ।
কুমারী-কুমার কাব্য, করিলা রচণ ॥

কুমারের বিখ্যাত নগরে গমন।

গদ্য।

এখানে কুমার শর্ব্বরী বিগতা সময়ে নিবিড় টবী পরিত্যাক্ত করিয়া চন্দ্রাননীর আদেষানুসা বিখ্যাত-নগরাননে ক্রমশঃ নিবিড়ারণ্য ধরাধরা পশ্চাদে রাখিয়া বিখ্যাত-নগরাধিপতির অধিকা উত্তীর্ণ হইয়া তদধিকারের মধ্যবর্ত্তি নগরের প্রা ভাগে, পদ্মাকর সমীপে বিষম মানসে এক দৃ নগর নিরীক্ষণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া রহিলে এমত সময়ে ঐ নগর নিবাসিনী, পরম রূপসী, ন যৌবনা, কুলকন্যাগণ্, খঞ্জন গঞ্জন নয়নে অগ্র

শোভিত বিবিধ বসন ভূষণে বিভূষিতা হইয়া কো-
মল কক্ষে কঠিন কলসী রক্ষ পূর্ব্বক গজগতি বিনি
ন্দিত গমনে সহাস্য বদনে রদনে মঞ্জন মার্জ্জন
রত হাস্যপরিহাস করিতে করিতে সরোবর সন্নি-
কটে আসিবা মাত্র ঐ কুমারের ভুবনমোহন
রূপে মহিলাগণ মহিতা হইয়া সরোবরের তীর্থ
শীগ্রায় পঙ্কজ মালারন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হওত নরপতি
নন্দনের বদন বিধু নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতে লা-
গিল, এবং পরস্পরে সুমধুর সুরে কহিতেছেন
আহা ! এরূপ রূপমাধুরি আমরা কুত্রাপি কদাপি
দেখি নাই, ইনি কি কুল-কামিনীদিগের মনোহর-
নার্থে সরসী তীরে আসিয়া সন্দর্শন দিতেছেন ?
হে বয়স্যেগণ ! আমরা একেত অবলা কুলবালা,
তাহাতে বিরহ জ্বালা, সহজেই চিত্তচপলা, তাহাতে
আবার ইনি কি উতলা করিয়া দিলেন ? আমরা
কেমন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিব আহা !
তাতো পারিবনা, হে সখি ! অত্ত বুঝি বিধাতা
অস্মাদির প্রতি কৃপাবান হইয়া অকালে বরানল
নির্ব্বাণ করণার্থ সুপুরুষ রূপ সলিল সম্প্রদান করি-
লেন, আহা ! ইহাকে পাইলে রত্ন সমযত্ন পূর্ব্বক
হৃদয় মন্দিরে স্থাপিত করিয়া দিবা রজনী কৌতুক
রঙ্গে সন্তরণ করত বিরহ জ্বালা বিনোদন করি।

এইরূপে কামিনী-কামুক বিরহ জ্বালায় বিবিধ জ্বালায় জ্বলিতে লাগিল।

কুল-কন্যাগণের বিরহ বর্ণন।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

নিরখিয়ে সুপুরুষ, বহিল রতি পীযূষ,
অবশ আবেশে কুলবালা।
সঞ্চিত বিরহানল, দহে দেহ অবিকল,
প্রবল তাহাতে কামজ্বালা॥
ব্যাকুলা হইল তারা, সজল নয়ন তারা,
বহে ধারা কুচগিরি বয়ে।
কিছুই বলিতে নারে, অন্তরে গুমরি মরে,
কুলবালা কুল কুল ভয়ে॥
না পারে যাইতে বাসে, কোন ধনী পিকভাষে,
কহে খেদ করিয়া বিস্তর।
নাহি মম পায়ে পতি, দেশান্তে হয়েছে গতি,
মম সনে হয়ে মনান্তর॥
কহ সখি বিবরণ, কি করণ বিকরণ,
রইল ভাবিয়া কান্তাভাবে।
কুসুম দর্পকানন, দিয়ে প্রেমরূপ জল,
প্রিয়বর বিনা কে নিবারে?॥

নিরখিয়ে এ বরণ, অভিভূত আবরণ,
রাখিতে না পারি বুঝি আর।
যায় যাবে কুলমান, মান আর অপমান,
এখন করিব সখি সার॥
কোন নারী যায় যায়, বলে দিদি কি বেজায়,
বিকলে যৌবন যায় কেন।
কি হইবে করি রক্ষে, এ যৌবন ধন ভিক্ষে,
দিয়া জ্বালা এড়াই গো যেন॥
কেন বা জ্বালায় জ্বলি, কুলে দিয়া জলাঞ্জলি,
কুলশীল সঁপিগে নাগরে।
দিয়ে রূপ দরশন, করে চিত্ত আকর্ষণ,
কেমনে যাইব ফিরে ঘরে॥
কোন ধনী বলে সই, এ দুঃখ কেমনে সই,
বৈতে নারি যৌবনের ভার।
আমরা রসিকা নারী, রতি দানে ইচ্ছা করি,
নাগর হয়েছে পাওয়া ভার॥
এইরূপে খেদ বাণী, কহে সব বিরহিনী,
অনঙ্গ অনলে দগ্ধা হয়ে।
কক্ষেতে কলসী করি, সরোবার তীরে নারী,
দেখে কুমারের রূপ চেয়ে॥
হেনকালে দিনমণি, আপন সময় গণি,
নিজ স্থানে প্রস্থান করিলা।

কুমারীকুমার।

কমল মুদিল মুখ, কুমুদিনী পায় সুখ,
নিশানাথ উদয় হইল। ॥
কহে কোন রসবতী, চল সবে শীঘ্রগতি,
সজনী রজনী প্রকাশিল।
বহিল মলয় বাত, জ্ঞান হয় বজ্রাঘাত,
চকোরিণী গগণে উঠিল। ॥
এত শুনি যত ধনী, অন্তরে বিষাদ গণি,
ত্বরায় পূরিল ঘটে বারি।
গজেন্দ্র গমনে যায়, পশ্চাদে ফিরিয়া চায়,
কুরঙ্গ নয়নী নবনারী ॥
হেরিয়া বিধুর ত্রিণী, কহে কত নিতম্বিনী,
তৎ সমা করিয়া বিধুভেদে।
কেহ গুণ গুণ স্বরে, কেহ কেহ নিন্দা করে,
পদে পদে নিন্দষট্‌পদে ॥
নিন্দা করে কোন সতী, সবর কবর প্রতি,
শুনে কোকিলের কুহুস্বর।
মলয় মারুত ভরে, কেহ কেহ নিন্দা করে,
শাখা-মৃগগণে নিরন্তর ॥
এইরূপে পরস্পরে, বিধি মতে নিন্দা করে,
যাইতে যাইতে স্বীয় ঘরে।
নারীগণাগ্রেতে ধায়, পশ্চাতে কুমার যায়,
লজ্জা দিয়া পূর্ণ শশধরে ॥

মনানলে লজ্জা হয়ে, নাগরীরা নিজালয়ে,
বারি লয়ে প্রবেশিলা ঘর।
কুমার একাকি যায়, চারি পাশ পানে চায়,
রাজঃপুরী হেরে অতঃপর॥

রাজ-পুরী বর্ণন।

পয়ার।

দেখেন কুমার সব নিরীক্ষণ করি।
রাজার ভবন যেন পুরন্দর পুরী॥
অতি মনোহর ঘর, চৌদিকে প্রাকার।
কত শত দেবালয় শোভে চমৎকার॥
দ্বারেতে নবদ বাজে, বাজে ঘণ্টা ঘড়ি।
হুকুম বর্দ্দার ভ্রমে অশ্বোপরি চড়ি॥
সবুর কবর করে, করি করবাল।
ঘোর নাদ সেনিষাদ, করে চিরকাল॥
ঢাল শূল ধরিয়া সিকাই সারি সারি।
বাটীর চৌদিকে দেখে অগণ্য প্রহরি॥
বন্দুকে পূরিয়া গুলি, সঙিন চড়িয়ে।
বলে বলে জাগ জাগ, আরিব চিড়িয়ে॥
ঝুমল মুদঙ্গ বাজে, দেখিতে অদ্ভুত।
কেহ কেহ বজায় সারঙ্গ যন্ত্র দ্রুত॥

কটি আঁটি বাঁধে কেহ কিঙ্কিনী সহিতে।
করে মহাদর্প শত্রু না পারে সহিতে ॥
শমন মতন সৈন্য আছে সব খাড়া।
তফাৎ বাঙ্গালি বলি মুখে দেয় তাড়া ॥
কেহ হাঁকি মারে বলে দম্‌ছে লেগা শির
শুনিয়া কুমার ভীত, কম্পিত শরীর ॥
যে দিকে দেখেন সেই দিকে সৌধ হর্ম্ম।
সুচারু বিচিত্র চিত্রোজ্জ্বল রাজ কর্ম্ম ॥
সুন্দর চিড়িয়া খানা বাটীর বাহিরে।
নানা বিধ বিহগ মরাল তোতা হিরে ॥
মেঘনাদ সুলালি খঞ্জন বর্ষাপ্রিয়।
দিবানিশি ডাকিছে পাপিয়া পিয় পিয় ॥
সারঙ্গ মরাল শারী, সারস সুনালি।
পেঁচকা কেঁচকা গুঁয়া, গায় সব কালি ॥
ময়না চন্দনা টিয়ে, বলে কৃষ্ণ বুলি।
পিঞ্জরে কপত পোত, আছে কত গুলি ॥
সংখ্যাতীত [illegible] সণে [illegible] কার।
স্থানে স্থানে নানা পশু বিকট আকার ॥
কেশরী দ্বিরদ ঋক্ষ ভুলার গোবাঘ।
দ্বীপ খঞ্জন মৃগ আর [illegible] ॥
গর্কত শাখামৃগ আখু ভুক [illegible]।
জলচর কত কত শোভে আহা মরি ॥

পৃথুর কর্কট নক্র রক্ত পাতু আদি।
কমঠ কমঠী গণ্ডু পদ গণ্ডু পদী॥
শম্বূক শালুর ভেকী গোচর্ম্ম বৃশ্চিকা।
উড়িছে পতঙ্গ মশা মক্ষী পিপীলিকা॥
অপার রাজার কীর্ত্তি অতি চমৎকার।
অশ্ব রথ গজদ্বারে বিবিধ প্রকার॥
সম্মুখে কুসুমোদ্যান দেখিতে সুন্দর।
মকরন্দ আশে আসি ভ্রমে মধুকর॥
অতি মনোহর সেই পুষ্পের বাগান।
নানাজাতি জাতি জুতি বাহিছে সুঘ্রাণ॥
বিকসিত কুসমিত পল্লবিত শাখী।
বিহগ কোকিল আছে শোভে শুক পাখী॥
সাবক সমূহ সহ বেড়ায় কলাপী।
অপূর্ব্ব অমৃত ফলে ফলিত বিটপী॥
রাজপুরী নিরখিয়ে রাজার নন্দন।
রাজ পথে দাণ্ডাইয়া রহিল তখন॥
উপায় নাহিক দেখি তাপিত অন্তর।
উপায়ের পথ করি কহে অতঃপর॥

সরোজিনী সহ কুমারের সাক্ষাৎ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

ক্রমে সব নিরখিয়ে, কুমার ভাবিত হিয়ে,
ভয়ে দাঁড়াইল রহে একা।
হেনকালে সরোজিনী, সরসীজ বরাননী,
তাহার সহিত কথা দেখা॥
[illegible] নৃপ বাসে, যেতে ছিলা নিজ বাসে
দাঁড়াইলা হেরিয়া নাগর।
সুধায় সুধায় জিনি, রজনীতে সরোজিনী,
কেহে তুমি নগরী ভিতর॥
নবীন পুরুষ বর, এ যে রূপ মনোহর,
হেরে নিশাকর পায় লাজ।
গঠন সুঠাম অতি, কান্তি হেরে রতি পতি,
গমনে লজ্জিত গজ রাজ॥
কহ কোথা বাস বাসা, কি আশে এখানে আস
শুনিবারে [illegible]॥
বল বল [illegible], [illegible] করি,
নিশিতে থাকিতে হেথা মানা॥
দেখিলে রাজার দূতে, বন্ধন করিয়া হাতে,
ফেলিবে বাঁধিবে কারাগারে।
সে [illegible] দায়, [illegible] কুল যায়,
ভয় [illegible]॥

মালিনীর বাক্য শুনি, অন্তরেতে ভয় গুনি,
কহে কথা কুমার রতন।
শুন সবিশেষ সই, ভূপতি নন্দন হই,
কর ধনী বিপদ ভঞ্জন ॥
আপনার কার্য্য দোষে, পড়িয়া পিতার রোষে,
দেশ ত্যজে পরদেশে বাস।
এক্ষণে যাইব কাশী, হব সন্ন্যাসী উদাসী,
মনে মনে করিয়াছি আশ ॥
পথেতে হইল নিশি, এ হেতু এখানে আসি,
পথিক অতিথি আশা করি।
আমি নহি বল বান, দেখে দিবা অবসান,
আসিলাম নগরী নাগরী ॥
কোশলে কহেন বাণী, রাজ ভয়ে রাখ ধনী,
করুণা করিয়া নিজ ঘরে।
তুমি অতি পুণ্যবতী, শ্রীমতী হইবে সতী,
আশীর্ব্বাদ করিতেছ অন্তরে ॥
নিশি অবসান হলো; যাব বারাণসী চলো,
পাপাগুণ করিতে নির্ব্বাণ।
তীর্থেতে বসিব যোগে, অন্ত দীনে মনোযোগে,
যোগে যাবে দেহ অবসান।
শুনে কুমারের বাক্য, সরোজিনী সজলাক্ষ,
ভাসে বক্ষ নয়নের নীরে ॥

বলে ভূপতি তনয়, চল চল মমালয়,
রাখিব হে হৃদয় মন্দিরে! ॥
হেরে তব চন্দ্রানন, হরিল আমার মন,
এমন নাগর নাহি দেখি।
ভুলিতে না পারি আর, নয়ন ফিরানো ভার,
ইচ্ছা হয় বক্ষোপরে রাখি ॥
তুমি হবে তীর্থ বাসি, শুনে মম চিত্তোদাসী;
দাসী হয়ে ভ্রমি সনে সনে।
কেমনে এমন সুতে, বিদায় দিয়াছে পিতে,
জননী কি আছেন জীবনে? ॥
এত বলি ধরি করে, লয়ে যায় স্বীয় ঘরে,
যত্ন করি রতন মতন।
কহে মম শুভাদৃষ্ট, তোমারে করিয়া দৃষ্ট,
পুলকিত হইল নয়ন ॥
বহু সমাদর করে, মিষ্টান্নাদি লয়ে করে,
করেন শীতল জল দান।
কুমার হরিষ চিতে, খাদ্য দ্রব্য লয়ে হাতে,
খাইয়া সুস্থির করে প্রাণ ॥
পালঙ্ক উপরে শুয়ে, তাম্বূল বদনে দিয়ে,
আতর চন্দন লেপে কায়।
নন্দিনী হাসি হাসি, নাগরের পাশে বসি,
পরিচয় জিজ্ঞাসা সুধায় ॥

শুন ওহে গুণধাম, কেবা পিতা কোথা ধাম,
কিবা নাম কহ সবিশেষ।
কোন্ কুলোদ্ভব তব, কি হেতু বিরাগী ভাব,
কি হেতু বা ছাড়িলা স্বদেশ॥
পরে নৃপতি নন্দন, কহে স্বীয় বিবরণ,
সবিশেষ বিশেষ করিয়া।
পরিচিত হয়ে তথা, কহে রসময় কথা,
মালিনীর সমীপে বসিয়া॥
কিন্তু যে মনের আশ, তাহা না করে প্রকাশ,
যে আশাতে আসা তার বাসে।
সে সব প্রসঙ্গ থুয়ে, অতি সাবধান হয়ে,
পরিচয় কহে পিক ভাষে॥
সকল ভারতী শুনি, নিদ্রা যায় সরোজিনী,
পরে হয় নিশি অবসান।
ভেবে গৌরী গিরি-বালা, দ্বিজ কবি প্রকাশিলা,
নব গীত পীযূষ সমান॥

কুমারের ছল।

গীত।

রাগিণী বিভাষ। তাল আড়খেমটা।

বিদায় দেও প্রিয়সী আসি গে। রবনা ভব-

নে বনে যাবো নারী বিয়োগে॥ বাসনা
হয়েছে মনে, যাব তীর্থ দর্শনে, কাশীধামে
যোগাসনে, বসিব শিব যোগে॥

পয়ার।

কৌতুক প্রসঙ্গে রঙ্গে, পোহায় রজনী
কুমার কহেন ছন্দে, শুন ওহে ধনী॥
বিদায় করহ দীনে, কাশীতে যাইব।
তীর্থ বাসি হব বাস, বাসে না করিব॥
বিভূতি মাখিয়া অঙ্গে, হইব সন্ন্যাসী।
যোগেন্দ্র যোগেতে রব, হইয়া উদাসী॥
করিয়াছি কত পাপ, "ভব" বনে বসি।
নাশিব সে পাপতরু, দিয়া ভক্তি অসি॥
উদয় হৃদয়াকাশে, হবে জ্ঞান শশি।
নাশিবে অজ্ঞান তমো, যাবে মনোমসি॥
ভক্তি প্রেম নীরে ধৌত, করিয়া এদৃশী।
দর্শন করিব তীর্থে কত, মুনি ঋষি॥
কেন নিরাকুল ভব, সাগরেতে ভাসি।
সংসার সাগর পারে, যেতে অভিলাষি।
এইরূপে হৃষ্ট বলে, করহ বিদায়।
মনে ভাবে বিদায় করিলে হবে দায়॥
যাইতে কহিলে মম, হবে কুমতোগ।
থাকিতে কহিলে দিব, কালিকার ভোগ॥

মনের মানস পূর্ণ, করিবারে আসা।
মুখে বলি যাবো যাবো, থাকিবারে আশা॥
বঞ্চকের বঞ্চনা না, বুঝে সরোজিনী।
কহে কেন উতলা হইলে গুণমণি॥
নবীন বয়সে তব, সাজিবেনা যোগী।
কেমনে করিবে শ্রম, তুমি সুখভোগী॥
থাক হে আমার পাশে, রাখিব যতনে।
চাবে যাহা পাবে তাহা, মদীয় ভবনে॥
রসিকা রঞ্জন রসময় পদ্ম বঁধূ।
হৃদিপদ্মে রেখে দিব, প্রেম পদ্মমধু॥
আনাইয়া দিব তব, মনোনীত নারী।
নব রসবতী অতি, রূপে বলি হারি॥
দিবস রজনী প্রেম, তরঙ্গে ভাসিবে।
সন্ন্যাসী হইয়া কেন, বিভূতি মাখিবে॥
কুমার বলেন মম, বাসনা তো তাই।
শবাসনা সে বাসনা, পুরাণ তো নাই॥
যে সুখে ছিলাম আমি, আবার তা চাই।
সে সুখ সম্ভোগে পেলে, কপালেতে ছাই॥
তোমার কৃপায় যদি, আবার তা পাই।
তবে কি বিবাগী হয়ে, সন্ন্যাসীতে যাই॥
তব অনুরোধ নাহি, লঙ্ঘন করিব।
কর নানা যাইবো না, হেথায় রহিব॥

এবাক্য শুনিয়া সরোজিনী সানন্দিত।
ততোধিক কুমার হইলা হরষিত॥
সুধাভাষে হাসি কয়, সরোজিনী ধনী।
কত সুখ পাইবে হে, শুন গুণমণি॥
বিশেষ তোমারে মম, আছে প্রয়োজন।
বিরলে কহিব সে সকল বিবরণ॥
কুমার বুঝিলা ভাব, কথার আশয়।
বল বল বলে ঘন, তিলার্দ্ধ না সয়॥
দ্বিজ কবি আঁচে কয়, ও কুমার রায়।
শবাসনা বুঝি তব, বাসনা পুরায়॥

সরোজিনী সহ কুমারের কথোপকথন।

পয়ার।

কুমার তখন বলে, ওহে রসবতী।
আমারে কি প্রয়োজন, বল সে ভারতী॥
কি বাসনা তব মনে, বিবরণ কহ।
অস্থির অন্তর মম, সুস্থির করহ॥
মালিনী বলে, শুন, ভূপতি তনয়।
যদি, তা, ঘটাতে পারি, সুখের বিষয়॥
গুণাকর নামে রাজা, বিখ্যাতাধিপতি।
তাহা [illegible] রূপে রতিপতি॥

সতত ধর্ম্মেতে মতি, অধর্ম্ম রোহিত।
ধনের নাহিক সীমা, গুণে গুণাতীত॥
তাঁহার তনয়া এক, পরমা রূপসী।
কি দিব রূপের তুলা কলঙ্কিত শশী॥
সর্ব্বাঙ্গ দাহন করিয়াছে স্মরহরে।
হেরিয়া রূপের শোভা, মুনি মনঃ হরে॥
বিবাহ না হয় তার, নবীনা যৌবনী।
হেরিয়া ভাবিত সদা, জনক জননী॥
কেমনে থাকিবে কন্যা, পতির বিহনে।
কতবা রাখিব তারে, প্রবোধ বচনে॥
বয়োধিকা হইল, নাহিক মিলে পতি।
কি বিবাদ তার সহ, সাধে প্রজাপতি॥
অনঙ্গ অনলে অঙ্গ, দিবা নিশি দয়।
তবু পতি পছন্দ নাহিক তার হয়॥
শরীর হয়েছে ভারি, যৌবনের ভরে।
নড়িতে না পারে ধনী, ভীত কাম শরে॥
সমীর লাগিলে গায়, শিহরে কামিনী।
বসন খুলিয়া পড়ে, হয় উলঙ্গিনী॥
নাহি পতি কারে রতি, করে সম্প্রদান।
বিরহে কাতরা সদা, ব্যাকুলিত প্রাণ॥
হেরিলে তোমার রূপ, ভুলিবে সে ধনী।
নিশ্চয় করিবে বিয়ে, শুন গুণমণি॥

মোহিতা হইয়ে নিতম্বিনী তব রূপে।
অনুমতি পাইলে, ঘটাই হে কোন রূপে ।।
মালিনীর বদনে, শুনিয়া শুভ বাণী।
কুমার কহেন মম, ব্যাকুলিত প্রাণী ।।
বল বল [illegible] ধনী, শুনি একবার।
বিবাহ কি হবে মম, সহিত তাহার ? ।।
সে বিধু বদনী সহ, কবে দেখা হবে।
কবে মম বিরহ তমস নাহি রবে ।।
মাতিল মদীয় মত্ত, মানস বারণ।
প্রবোধ অঙ্কুশে ধনী, না মানে বারণ ।।
ধৈর্য্য না ধরিতে পারি, ওহে সরোজিনী।
ঘটাইয়া দিবা কিহে, সে মনোমহিনী ।।
কি শুনালে অপরূপ, রূপ রূপবতী।
নিষেধ না মানে মনে, বিনা সে যুবতী ।।
তার রতিরসে কবে, বঞ্চিব রজনী।
কিরূপে অনঙ্গ শরে, বাঁচিবেক প্রাণী ।।
শুন বাণী সরোজিনী, বলিহে তোমারে।
সে নব নাগরী আনি, দেখাও আমারে ।।
কপটে ব্যাকুল হয়ে, কহে মালিনীরে।
[illegible], ভাসে প্রেম নীরে ।।
[illegible] তনু, না করে প্রকাশ।
অথচ [illegible] তাহে, দেখিবারে আশ ।।

অন্তরে যানেন ইহা, ঘটিবে নিশ্চয়।
তবু সে কুমার মালিনীর প্রতি কয়॥
তোমার কৃপায় যদি, পাই বক্ষোপরে।
বিক্রিত থাকিব আমি, তোমার গোচরে॥
যা বলিবে তা করিব, হেলা নহি পাবে।
ভূপতি নিকট ধনী, ইহা কি জানাবে?॥
তখন মলিনী হরষিতা হয়ে মনে।
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিতা করে, সুষর্ণ ভূষণে॥
সুন্দর বিচিত্র বাস, পরিয়া সুন্দরী।
করীন্দ্র গমনে চলে, বেশ ভূষা করি॥
উপনীতা হলো রাজ বাটীর ভিতরে।
ভূপতি তনয় ভাসে, আনন্দ সাগরে॥
বিপিণ বিহারি দ্বিজ খ্যাত সরকার।
শ্যামার কৃপায় রচে, কুমারী-কুমার॥

রাজ সমীপে সুসম্বাদ কথন।

গীত।

রাগিণী খিভাষ। তাল আড়খেমটা।

শুনহে রাজন সমাচার। সুসম্বাদানুবাদিত
করিব আজি প্রচার॥ আজিকার গত নিশি,
পেয়েছি এক পূর্ণশশি, দেখসিয়ে আশু

আসি, হবে সে রাজকুমার ॥ দাসীর বচন ধর, এই পাত্র স্থির কর, তব কন্যা যোগ্য তার, তিনি যোগ্য জামাতার ॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী ॥

মরাল গমনে ধনী, উপনীতা রাজ-ধানী.
সন্দেশ দিতে নৃপবরে।
হরষিত হয়ে হৃদে, প্রণমিয়া নৃপপদে,
নিবেদন করে যুগ করে ॥
শুন শুন ওহে ভূপ, সে ভারতী অপরূপ,
কহিতেছি তোমার গোচরে।
একা এক মনোহর, নবীন পুরুষ বর,
আসিয়াছে মন্দীর মন্দিরে ॥
কুমার তাহার নাম, সর্ব্বগুণে গুণ ধাম,
সুধাধাম সম রূপ ধরে ॥
অচিন্ত্য নগরে ঘর, নাগরীর মনোহর,
সে নাগর আছে মম ঘরে ॥
কেন শোভা কার বটে, নৃপতি নন্দন বটে,
নৃপ শীঘ্র যাকে বিস্তর।
সুন্দর জামাতা পাবে, দুহিতা [illegible] রবে,
তারে কন্যা দেহ নৃপবর ॥

কহি শুন নরপতি, নন্দিনী যুবতী অতি,
ত্বরিত উচিত পরিণয়।
বয়োধিক হৈল তার বিলম্ব না কর আর,
কুমারী রাখার বিধি নয়॥
স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, তাহে নব যুবা নারী,
কখন কি ঘটাবে বিরলে।।
প্রবল প্রতাপ কলি, এহেতু তোমারে বলি,
কুলে কালি দিবে কোন ছলে॥
কুলমান নাহি রবে, ক্ষিতীতে বিখ্যাত হবে,
অক্ষ্যাতি রহিবে ভূপালয়ে।
সেই বরেরে বরিতে, দেহ তব সুতুহিতে,
উপস্থিত ত্যাগ না করিয়ে॥
শুনিয়া নৃপতি অতি, হয়ে হরষিত মতি,
তখন কহেন মালিনীরে।
আমার হইল মন, এ সকল বিবরণ,
জানাইতে যাহ নন্দিনীরে॥
তুমি হয়ে সহায়তা, সম্মতি লইয়া তথা,
ঘটাইয়া দেহ ত্বরা করি।
তবে শুভ দিন দেখি, শুভ কর্ম্মে হয়ে সুখী,
সে উদ্যোগ করিহে সুন্দরী॥

সরোজিনীর চন্দ্রাননীর নিকটে গমন।

গদ্য।

নৃপতির অনুমত্যনুসারে অনুসন্ধান করিয়া মালাকৃত বাসাদ্বিবদেশ্র সময়ে রাজ-অন্তঃপুরাবলম্বিতা রাজ-নন্দিনীর সমীপবর্ত্তিনী হইয়া স্মিতাস্যে কহিতে লাগিলেন, হে সুন্দরী! অদ্য তোমার সুন্দর সৌ-ভাগ্য বশত বুঝি বিধাতা করুণাবান হইয়া তব মনোভিষ্ট সিদ্ধ করণার্থ প্রসিদ্ধ রাজ-কুলোদ্ভব এক নব নাগরকে গত কল্য সর্ব্বরী সময়ে মদীয় সদন প্রাপ্ত করিয়াছেন, আহা! তাঁহার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া পর্য্যন্ত একান্ত-এ কান্তাকে রতিকান্ত দুরন্ত কৃতান্ত নিশান্তবর্ত্তিনী করণার্থ মদীয় বিমল কোমল কলেবরে অনঙ্গ শর সমূহ প্রহার করিতে-ছেন, তথাচ একপ রূপবান সহ সহবাস না করিয়াও তন্নিকটে সম্বাদ জ্ঞাত করিতে আসিয়াছি, যদি সে পাত্রের পাণিগ্রহণ করেন, তবে তাঁহাকে যত্ন পূর্ব্বক আশা সূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়া তোমার স্মর সন্তাপ ছেদন করি, আমি কুশলি সমীপে একথা উত্থাপন করাতে তিনি ও সম্মত হইলেন। সরো-জিনীর এতাদৃশী শুভাবহবার্ত্তা নিঃসৃত হওতে চন্দ্রা-ননীর কর্ণ বিবর হয়ামাত্র উল্লাস তরাগে বিময়া

হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আ-মার চিত্ত চোর সেই প্রাণবল্লভ কানন হইতে মদ্-বাক্যানুসারে বুঝি মালিনীর নিলয়ে অবতীর্ণ হই-য়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বিবেচনা বিধায় সাতিশয় সন্তোষিত চিত্ত হইয়া সরোজিনীকে সমাদর পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভাগ্য-বতি, গুণবতি,রূপবতি যুবতি! যদ্যপি এই শুভ সম্বাদ শ্রবণ করাইয়া সন্তুষ্ট করিলে তবে যাহাতে অনতি বিলম্বে সেই রমণী রঞ্জন নাগরের সহিত বিবাহ হয়, এমত সচেষ্টিতা হও, নচেৎ আর কত কাল পতি বিহীনা হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিব? আহা! তাতো পারিব না, তুমি ত্বরায় স্বমন্দিরে গমন করিয়া তাঁহাকে কহিবে, যে তিনি দয়াবান হইয়া যদি এ দাসীকে গ্রহণ করেন তবে কৃতার্থ হইতে পারি।

সরোজিনী চন্দ্রাননীর অভিলাষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতকার্য্য হইলাম, এই মানসে মানসে পরম হর্ষান্বিতা হইয়া পুনরপি নৃপোপকণ্ঠে উত্তীর্ণা হওত রাজ-কুমারীর স্বাভিলাষিত সমস্ত কথা আ-বেদন করিলে রাজা সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া মাল্যাকৃত সীমন্তিনীকে পুরস্কার পুরঃসর একশত

সুবর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক দিয়া কহিলেন যে তুমি অতি শীঘ্র সুবাসে যাইয়া পাত্রকে আমার মন্দিরে আনয়ন কর, আমি দিন স্থির করিয়া শুভ বিবাহ নির্ব্বাহ করিতে সচেষ্টিত হই।

চন্দ্রাননীর পরিণয়াদি কথন।

নরেশানুমতি, পেয়ে দ্রুত গতি,
চলিলা যুবতী বাসে।
মত্তা মন সুখে, হাসি রাশি মুখে,
উদয় নাগর পাশে॥
সুমধুর সুরে, নাগর গোচরে,
কহেন সকল ধনী।
শুন গুণ ধাম, সিদ্ধ মনস্কাম,
করিলেন চন্দ্রাননী॥
বরূণ বর্ণনা, শুনে বরাঙ্গনা,
বরণ করিতে চায়।
নৃপতি তা শুনে, আনন্দিত মনে,
অমনি পূরিলা সায়॥
তোরে অনুমতি, দিলেন নৃপতি,
তোমারে লয়ে যাইতে।

চলহে নায়ক, প্রণয় দায়ক,
বিলম্ব নাহিক ইতে ॥
অচিরে বিবাহ, হইবে নির্ব্বাহ,
নাহিক সন্দেহ আর।
নরবর বালা, দিবে বর মালা,
শুনহে ভারতী সার! ॥
প্রিয়া চন্দ্রাননী, নলিন নয়নী,
তব প্রণয়িনী হবে।
হেরিয়ে যুগল, নয়ন যুগল,
সফল হইবে তবে ॥
শুনে বাক্য রায়, পুলকিত কায়,
মালিনীর প্রতি বলে।
তুমি ধন্যাধনী, ধরণী বাখানি,
পরিচিত হোলে ফলে ॥
দিবা অবশেষ, চলহে প্রবেশ,
করিগে রাজার বাসে।
করিতে উদ্বাহ, চলে নারী সহ,
সাজিয়ে সুন্দর বাসে ॥
নরপতি যথা, উপনীত তথা,
মালাকর বালা সনে।
নিরখি নৃপতি, হয়ে হৃষ্ট মতি,
বসাইলা সিংহাসনে ॥

লয়ে পরিচয়, নির্দ্দোষী নিশ্চয়
জানিলেন গুণাকর।
পরে দিন স্থির, করিলেন ধীর,
ডাকিয়া গণক বর॥
লগ্ন অনুসারে, সেই পাত্র বরে,
করিলেন কন্যা দান।
করাব্জ যুগলে, বর মালা [illegible],
প্রদানে যুড়ায় প্রাণ॥
লয়ে প্রিয়বরে, শুইতে বাসরে,
চলিলেন বরাননী।
যত নারীকুল, আহ্লাদে আকুল,
করয়ে মঙ্গল ধ্বনি॥
প্রাণপতি পাশে, হাস্য পরিহাসে,
যামিনী করে যাপন।
এতহিঁ [illegible], রসিকে ভাষায়,
ভাব হে ভাবক গণ॥

কুলকন্যাগণের জামাতা দর্শন।

রাগিণী ললীত। তাল আড়া।

ভুলিল ভুলিল আঁখি হেরে নবীন নাগরে।
ভাসিল কুলের বালা অসীম রূপ সাগরে॥

আমরা নবীনা নারী, নাগর বিহনে মরি,
ইচ্ছা হয় ইহারে হরি, রাখি হৃদয় ভিতরে ॥

লঘু-ত্রিপদী।

নিশি অবসানে, জামাতা দর্শনে,
যতেক কুলের নারী।
সানন্দিত মনে, গজেশ গমনে,
বসন ভূষণ পরি ॥
ডাকিছে সঙ্গনে, অতি সঙ্গোপনে,
স্বীয় স্বীয় সখী বারে।
ওলো ওলো তোরা, চল চল ত্বরা,
ভূপের ভবনাগারে ॥
এসো এসো যাই, হেরিতে জামাই,
বিলম্ব না কর আর।
প্রকাশ অম্বরে, দিবাকর করে,
যাইতে হইবে ভার ॥
এত বলি সবে, মাতিয়া উ-সবে,
উদয় ভূপের বাসে।
হেরিতে জামাতা, কুলের বনিতা,
দাঁড়াইলা আসে পাশে ॥
বলে আহা মরি!, রূপের মাধুরী,
লাজ দেয় কাম রূপে।

নিরখিয়ে কায়, কার্ত্তিক লুকায়,
কাম পড়ে নাভি কূপে ॥
গঠন সুঠাম, রসিকের ধাম,
মনোহর বর বেশ।
সুধাংশু বদন, সুন্দর রদন,
সুচারু চাঁচর কেশ।
কিবাম নয়ন, হেরে হরে মন,
না পারি ফিরিতে আর।
ভুলিল হৃদয়, কামাগুনে দয়,
ব্যাকুল হৃদয়াগার ॥
কেন হেন মতি, উথলিল রতি,
হেরিয়া নাগর রূপ।
মোরা কুলবালা, ঘটিল কি জ্বালা,
রসিল অনঙ্গ কূপ ॥
নিরখিয়ে বর, কম্পে কলেবর,
রতিবর শর হানে।
এনায়ক সনে, বিনা নিধুবনে,
নাহি বাঁচি বুঝি প্রাণে ॥
কুলবালা কুল, হইয়া ব্যাকুল,
দুকুল খসিয়া যায়।
যেতে নারে [illegible], পড়ে কাম ফাঁদে,
নয়নে নয়ন চায় ॥

বলে একি দায়, কেমনে বিদায়,
হইব এদায় হতে।
রবে জাতি ভয়, মনে নাহি লয়,
বুঝিয়াছি বিধি মতে॥
এমন এলীলে, আগেতে জানিলে,
আসিতো কোন ধনী।
হেসে হেসে এসে, কাঁদিতেছি শেষে,
নিরখিয়ে গুণমণি॥
লয়ে এ নাগরে, হৃদয় ভিতরে,
রাখিতে বাসনা করি।
কুল পরিহরি, সকল নাগরী,
নবীন নাগরে বরি॥
বর দরশনে, বরাঙ্গনাগণে,
মদন দহনে দয়।
যতেক যুবতী, নিজ নিজ পতি,
নিন্দিয়া নিন্দিয়া কয়॥
শ্রীশ্যামাচরণ, করিয়া স্মরণ,
রচে কবি এই গান।
কবিবর গণে; নিরখি নয়নে,
করিবেন প্রণিধান॥

জামাতার রাজ্যাভিষেক ও রাজ দম্পতীর কাশী গমন।

গদ্য।

তন্নগর নিবাসিনী অভিনব যৌবনবতী কামিনী কদম্বক রাজ-কুমারীর প্রাণবল্লভের রমণীয় সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করত নিতান্ত অধৈর্য্যা ও চিত্ত বৈলক্ষণাক্রান্তা হইয়া স্বীয় স্বামীর স্বভাব সমূহ ও রূপ গুণ চয়ের নিন্দান্দোলন পূর্ব্বক স্ব স্ব নিলয়াভিমুখে গমন পরায়ন হইলেন। নরাধিপ কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত জামাতা কন্যাকে লইয়া সংসার লীলা সম্বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন, পরে, ক্রমশঃ জামাতাকে সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ রাজ কর্ম্মোপযুক্ত নীতি, বৈদগ্ধ ও সুচরিত্র সন্দর্শনে সাতিশয় শান্তর শান্তি পাইয়া প্রিয় পাত্রকে পুরস্কার পুরঃসর স্বীয় পদাভিষিক্ত করত রাজকার্য্য হইতে অন্তর হইয়া পরম পুরুষার্থ মুক্তি পদার্থলাভের নিমিত্ত পরাৎপর পরমাত্মারূপী পরমেশ্বরের উপাসনায় মনোভিনিবেশ করিলেন, এবং নানা প্রকার দেবকার্য্য, ব্রত, হোম, যাগ, যজ্ঞাদি ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে সময় সম্পূর্ণ করত কিয়দ্দিনানন্তর তীর্থ দর্শনে মানস হইয়া নৃপ দম্পতী ভবন হইতে বহির্গত হইয়া বারা

শী গমন পুরঃসর বহুবিধ বিরিঞ্চি দেব মূর্ত্তি দর্শনে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে কাশীতল বাহিনী সুরতরঙ্গিণীর তীর সমীপে উত্তীর্ণ হইয়া প্রস্তীর সোপানে যোগাসনে রাজদম্পতী যোগ পরায়ণ হইলেন। রাজা ও রাজ-মহিষী পূর্ব্ব জন্মান্তরীয় পুণ্য রাশি পরিপাক ফলে এবং অধুনাতন তপ প্রভাবে নিষ্পাপ শরীর প্রযুক্ত পরিণামে পরমকারুনিক পরম ব্রহ্মে বিলীন হইলেন।

সর্ব্বগুণাকর রাজ-জামাতা রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা সংখ্যাতীত প্রজাগণের মনোরঞ্জন হইয়া সকলের সুনয়ন গোচরে পতিত হইলেন। প্রজারা ও সর্ব্বদা ঐ অভিনব নরপের ধন্যবাদানুবাদে সুখসম্ভোগে কাল যাপন করিতে লাগিল।

সরোজিনী সহ কুমারের যুক্তি।

পদ্য।

বিখ্যাত নগরে রাজা, হইয়া তখন।
পরম সুখেতে প্রজা, করেন পালন॥
একদা হইল মনে, যাইতে কাননে।
প্রতিজ্ঞা আছয়ে যাহা পালিব কেমনে॥

সুকর্ম্ম সাধন পরে সাধিব সে কায।
সুখ পেয়ে ভুলিয়া রহেছি একি লাজ? ॥
মম সম পামর নাহিক দেখি আর।
কি কহিবে সে কামিনী সকলি অসার। ॥
আশা দিয়া রাখিয়া এসেছি গহনেতে।
আশারাশে আছে ধনী, ভাবিয়া মনেতে ॥
একাকিনী সে কামিনী, আছে ঘন বনে ॥
উচিত ত্বরিত তারে, আনিতে ভবনে ॥
এত ভাবি ভাবিনী নিকটে করিছল।
মালিনীর বাসে যান, হইয়া চঞ্চল ॥
কোথা সরোজিনী বলি, উপনীত আসি।
এসো বলি সরোজিনী, কহে হাসি হাসি ॥
কি ভাগ্য আমার আজি, হইল। প্রকাশ।
তব দরশনে করে, পেলাম আকাশ ॥
অসময় কেন সখা, দাসীর নিবাসে।
কহ গুণমণি শুনি আসা কোন আশে ॥
প্রিয়া সহ বুঝি প্রিয়ে, করিয়া বিবাদ।
সেই অভিমানে মনে, হয়েছে বিষাদ ॥
কুমার বলেন তা না শুন বরাননী।
যুক্তি আশে তব পাশে, আইলাম ধনী ॥
মতি মন্ত্রী নাহি আর, তোমার সমান।
এ হেতু লইতে যুক্তি আসি তব স্থান ॥

বিশেষ করিয়া কহি, শুন বিবরণ।
সাবধানে শুন ধনী আমার বচন॥
পণ করিয়াছি এক, কামিনী সমীপে।
বল দেখি পণ পূর্ণ, হইবে কি রূপে?॥
সরোজিনী বলে সখা, সে আর কেমন।
কোন রমণীর কাছে, করিয়াছ পণ॥
পরমা রূপসী রসবতী, তব পাশে।
তাহে মন না মজিল যাবে কার বাসে॥
ইতি মধ্যে প্রেম করিলেন কার সনে।
কোন কুলবালা সখা, বধেছো নয়নে॥
কুমার কহেন বাক্য, নহে অনিশ্চয়।
আমার মনের কথা, পেয়েছ আশয়॥
বিনয় করিয়া কহি, সরোজিনী ধনী।
এ কথা শুনেনা যেন, প্রিয়া চন্দ্রাননী॥
গোপনে করেছি পণ, সে ভাবিনী সনে।
তাহার আনিতে বাঞ্ছা, তোমার সদনে॥
তালধ্বজ নগরে তাহার নিবসতি।
বণিক্ নন্দিনী ধনী, রূপে জিনি রতি॥
এই অঙ্গীকার মম, তাহার গোচরে।
বন বাস হইতে যে, আনিব নগরে॥
আশা দিয়া নিরাশ্বাস, উচিত না হয়।
অনুমতি কর যদি আনি ভবালয়॥

তোমার বসতি ভিন্ন, নাহি অন্যগতি।
অনুমতি করিলে আসিতে করি গতি॥
সরোজিনী কহে অলি, শুনি চমৎকার।
বনবাসে [illegible], আছে কি প্রকার॥
আনহ ত্বরায় তারে, স্বরূপ প্রকাশিয়া।
রাখিব তাহারে আমি, যতন করিয়া॥
গোপনে রহিবে সেই, মন্দির আগারে।
এমনি রাখিব কেহ, জানিতে না পারে॥
ভালই হইবে সখা, প্রভাতে আহার।
যে হেতু সতত দেখা, পাইব তোমার॥
বিশেষ আদর তাঁর, নাহিক অন্তরে।
একাকিনী থাকি এই ভবন ভিতরে॥
সতত তাহার বেশ, বিন্যাস করিব।
একাসনে তার সনে, আনন্দে রহিব॥
মেল দিবা দিবা তারে, আনিয়া কখন।
[illegible] কর বনে, করহে গমন॥
[illegible] ফিরে ফিরে, প্রফুল্ল হইল।
পণপূর্ণ হেতু পুনঃ বিপিনে চলিল॥
বিপিন বিহারি ভাবি, ভবানীচরণ।
কুমারী-কুমার কাব্য, করিলা রচন॥

সাধু-কন্যাকে আনিতে কুমারের বনে গমন।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

হয়ে হরষিত মতি, চলিলেন দ্রুতগতি,
উদয় কুমার বন মাঝে।
প্রভাকর হেনকালে, লুকাইলা অস্তাচলে,
নিরাশ্বাস করিয়া নীরজে॥
অম্বরে তুহিন কর, প্রকাশ করিলা কর,
কুমুদিনী আমোদিনী তায়।
সরোজ বন বল্লভ, করি মকরন্দ লোভ,
কৈরব কাননে সব ধায়॥
ফুটে নানা জাতি ফুল, নাচিছে কলাপী কুল,
কুহুরবে পিক করে গান।
গগণ গগণোপরে, কল কল রব করে,
মধুকরে মধু করে পান॥
বণিক বনিতা বনে, ভাবিতেছে মনে মনে,
স্মর শরে হইয়া বিকল।
বসিয়া বিটবী মূলে, দুঃখানলে দেহ জ্বলে,
নয়ন যুগলে গলে জল॥
হেনকালে গুণধাম, কুমারীর প্রিয়তম,
উপনীত সমীপে তাহার॥

(ঐ)

বিনয়ে কুমার কয়, আমি তব প্রেমাশ্রয়,
কেনহে বিলাপ কর আর! ॥
আমার বাসনা যাহা, তোমা হোতে হলো তাহা,
তোমার বাসনা না পুরিল।
এহেতু এসেছি তাই, চল বাসে লয়ে যাই,
নিশিথিনী গভিরা হইল ॥
সাধু সুতা সুধাভাষে, কহে তব আসারাশে,
আছি ওহে পথ বিলোকনে ৷৷
মনসীজবাণ বাণ, বধে অবলার প্রাণ,
একাকিনী পেয়ে ঘনবনে ॥
তুমিহে নাগর বর, হর পঞ্চ শর শর,
সমর করিয়া কামসনে।
নতুবা যাইতে নারী, কান্তার আঝারে মরি,
কেবল প্রবল কাম বাণে ॥
বুঝিয়া কুমার মনে, কহে হাসি বরাননে,
মম বাণী শুন বরাননী।
যাহাতে জন্মায় শর, তাহে হানে আগে শর,
হয়ে পঞ্চশর ধনে ধনী ॥
এসো প্রিয়ে মম পাস্তে, এখনি সে রতিকান্তে,
নাশিব রমণ রণ ভূমে।
সে ভয়ে নির্ভয় হও, [illegible] কথা কও,
দেহাহার গাঁথিয়া কুসুমে ॥

বিলম্বে নাহিক কাজ, সাজাও সমর সাজ,
হরিষে হরি সে স্মর শর।
শুনিয়া এরূপ কথা, সাধু-সুতা হরষিতা,
পুষ্পমালা গাঁথিলা সত্বর॥
নায়িকা নায়িকা দেশে, কলস্রক গল দেশে,
দিলেন উভয়ে উভয়েতে।
কুমার ভূপ তনয়, সে সমরে ভীত নয়,
আরম্ভিলা রণ কাননেতে॥
বসন আসন করি, রণ ভূমি তদুপরি,
আরোহণ করি শ্রোণী রথে।
কুচাদ্রি ধরিয়া করে, চুম্বন বদনে করে,
দর্পকের দর্প বিনাশিতে॥
ভ্রু সুচারু শরাসনে, কাটা কাটি নেত্র বাণে,
কায় মনে বাজে দোঁহে রণ।
কামে করি পরাজয়, রমণ সমরে জয়,
করিলেন নরেশ নন্দন॥
রমণী পাইলা শর্ম্ম, রণ শ্রান্তে বহে ঘর্ম্ম,
বাসের বাতাস করে গায়।
পরে রাজ-পুত্র সনে, পরম উল্লাস মনে,
মালিনীর নিকেতনে ধায়॥

কাদম্বিনী সহ কুমারের প্রত্যাগমন
সরোজিনীর ভবনে যামিনী যাপন

পয়ার

কুমারের বিলম্ব দেখিয়া সরোজিনী।
ঘন ঘন পথ পানে, চাহে নিতম্বিনী॥
এমন সময়ে সখা, দিলা দরশন।
বাম ভাগে [illegible] দামিনী যেমন॥
অবতীর্ণ হৈল আসি, মালিনীর বাসে।
শশি সৌদামিনী যেন, ভূতলে প্রকাশে॥
লাবণ্য হেরিয়া ধনী, হরিষ হইল।
সাদর করিয়া কর, ধরিয়া লইল॥
বলে আহা! হেন রূপ, না দেখি সংসারে।
এমন কান্তারে কান্ত, দিয়াছে কান্তারে॥
কেমন পুরুষ ধর্ম, বুঝা নাহি যায়।
[illegible] বিজনে দেয়, অবলা বালায়॥
আহা মরি! কিবা শোভা বদন মণ্ডলে।
তোমারে হেরিয়া মম, অন্তর বিকলে॥
একাকিনী কেমনে গো, ছিলা বাছা বনে।
সুখে বাস কর হেথা, সখীর ভবনে॥
এখন এ ঘরদ্বার, সকলি তোমার।
স্বচ্ছন্দে সতত সুখে, করহে বিহার!॥

পতির বিচ্ছেদ হেতু, না করিও খেদ।
কুমার করিবে তব, সে বিচ্ছেদ ছেদ॥
এত বলি বসাইলা, পালঙ্ক উপরে।
বহুতর খাদ্য দ্রব্য, দিলা তার করে॥
আপনার বসন ভূষণ পরাইল।
মলিন বসন তাহা, খুলিয়া ফেলিল॥
বদন মুছায়ে দিল নয়নে অঞ্জন।
আঁখি চেয়ে লজ্জা পেয়ে, পলায় খঞ্জন॥
কবরী বাঁধিয়া দিল, দিয়ে কেশ পাশ।
কাল মেঘ হোতে যেন, শশির প্রকাশ॥
আতর চন্দন মাখাইল তার কায়।
এইরূপে মালিনী সে, নারীরে সাজায়॥
কুমার বলেন শুন, ওহে বরাননী।
আমার নিমিত্তে, ভাবিতেছে চন্দ্রাননী॥
বিদায় করহ ধনী, যাইব ভবনে।
রাখিবা এ কামিনীরে, পরম যতনে॥
বহু মূল্য ধন দিব, বসন ভূষণ।
মধ্যে মধ্যে আসিয়া, করিব দরশন॥
এতেক কহিয়া রায়, গাত্রোত্থান করে।
কোথা যাও বলিয়া, মালিনী করে ধরে॥
কেমনে এখন তথা, যাবে গুণমণি।
এখন কি জাগিয়া আছেন চন্দ্রাননী॥

হেরিয়া অধিক নিশি, দিয়াছেন দ্বার।
কিরূপে পাইবে তুমি, সে বালার বার ? ॥
গোভিরা নিশিতে একা করিবে গমন।
কোটাল হেরিলে করে, করিবে বন্ধন ॥
একেত নিশিতে শীতে হয়েছ ব্যাকুল।
আর কি সে খানে গিয়া তুলিবেন ফুল ? ॥
দাসীর মন্দিরে থাক, ওহে মহামতি।
কর রস আলাপন, লয়ে রসবতী ॥
বাসনা হয়েছে অন্ত, রাখিতে তোমারে।
এহেতু যতনে বেশ, সাজানু ইহারে ॥
কৌতুক করহ শুয়ে, পালঙ্ক উপরে।
রজন্যবসানে যেও, সুকুমারীর ঘরে ॥
কোন মতে যাইতে না, দিলা সরোজিনী।
অনুরোধে কুমার রহিলা সে যামিনী ॥
বিপিণবিহারি দ্বিজ, খ্যাত সরকার।
বিরচিলা নবকাব্য, কুমারী-মার ॥

চন্দ্রাননীর নিশা জাগরণ।

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

কোথা রহিল সে ধন। আমার প্রাণের বঁধু

নয়ন রঞ্জন ॥ হইল অধিক নিশি, আকাশে প্রকাশে শশি, না দেখি সে সুধাভাষি, কহ দাসীগণ ॥

পদ্য।

হেথা চন্দ্রাননী বাসে, লয়ে সহচরী।
বসিয়া রহিলা ধনী বেশ ভূষা করি ॥
যেমন নিশিতে সুখ, পায় কৈবরণী।
চন্দ্রোদয়ে তেমতি, হইলা চন্দ্রাননী ॥
নাথ সহ বঞ্চিব, রজনী এই আশে।
সুখ চন্দ্র প্রকাশিলা, হৃদয় আকাশে ॥
দিয়াছে দাসীর শিরে, বাঁধিয়া কবরী।
প্রফুল্ল চম্পক মালা, শোভে তদুপরি ॥
মণি গাথা স্বর্ণ সিঁথি, সিঁথি শোভা করে।
মণিময় ভূষণ, ভূষিত কলেবরে ॥
মালতি কুসুম হারে, হেম হার হারে।
দিয়াছেন কণ্ঠে কণ্ঠ, মালার মাঝারে ॥
সুচারু বিচিত্র চেলাবৃত কটি দেশে।
নিবিড় নিতম্বে কাঞ্চি তাহে তমো নাশে ॥
মলয় জ রসস্তন, কমলে মাখিয়া।
মুখ চন্দ্র নিরখেন, বসন খুলিয়া ॥
নানা রত্নে সুসজ্জিতা, করিলা বাসর।
নিশিতে বাসর যেন, হইলা বাসর ॥

কান্ত অনাগমে পথ, করে নিরীক্ষণ।
নাথের বিলম্ব দেখি, ব্যাকুল জীবন॥
কহ রামা সহচরী, কহ চিত্ররেখা।
হইল অধিক নিশা, নাথে নাহি দেখা?॥
শশীর কিরণে পুষ্প, ফুটিল কাননে।
মত্ত হোয়ে মধুপ, ধাইল মধুপানে॥
সুধাকর সমীপে, চকরে সুধা খায়।
পদ্মিনী মুদিতা কুমুদিনী শোভা পায়॥
আমার যৌবন পুষ্পে, রস উথলিল।
প্রাণেশ্বর মধুকর, কোথায় রহিল॥
আমি রসবতী রস, তাহে ভারি ভারি।
কে পান করিবে রস, কিসে প্রাণ ধরি॥
প্রাণ বঁধু বিনে মধু, কারে করি দান,।
কুসুম কোদণ্ডে দণ্ডে, দণ্ডে মম প্রাণ॥
কহে রমা সখী একি, দেখি রাজ-বালা।
তিলার্দ্ধ না হেরি কান্তে, একই কি জ্বালা?॥
হয়েছেন তব ধব রাজ্যের রাজন॥
বিপদে পড়িয়া ধরিয়াছে কোন জন॥
করিছেন বিচার বসিয়া সিংহাসনে।
প্রজাগণে না বুঝিয়া, জানেন কেমনে॥
উতলা হইলে কি হইবে চন্দ্রাননী।
সুস্থির করহ মন, পাবে গুণমণি॥

এই রূপে প্রথম প্রহর অবসান।
নিরখিয়ে রমণীর, অঙ্গ অবসান॥
অধীরা হইয়া ধীরা, কহে সখীগণে।
প্রবধিয়া বধিবে কি, অবোধ জীবনে?॥
কান্তাভাবে কামিনীর, যামিনী প্রমাদ।
বিষ তুল্য এ অমূল্য, বিভব সম্পদ॥
দিয়াছি বাহার হার, গাঁথিয়া প্রসূনে।
এখন যে মরি হায়, অহির দংশনে॥
বিফল যামিনী মম, হলো জাগরণ।
অনিত্য হইল সব, অঙ্গের ভূষণ॥
সুশয্যা অসহ্য মম, একি বিপরীত।
হইল মদীয় পক্ষে, হিতে বিপরীত॥
এই রূপে নাথাভাবে, ভাবে চন্দ্রাননী।
হেনকালে নিশা শেষা, হইল অমনি॥
নিশানাথ মলিন হইল খ, মণ্ডলে॥
কুহু রবে পিকবর, ডাকে মহীতলে॥
তখন কহেন ধনী, ওলো সহচরী।
বৃথা আশাদানে আজি, জাগালে শর্ব্বরী॥
স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন নিশাকর।
তথাপি না দেখি মম, প্রাণ প্রিয়বর॥
দ্বিজকবি গুরু পদ, করিয়া স্মরণ।
কুমারী-কুমার কাব্য, করিলা রচন॥

চন্দ্রাননীর হতাশ্বাস বর্ণন।

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

পোহাইলো রজনী। এখন না এলো মম সে
গুণমণি॥ কুমদ মুখ মুদিত, কমলিনী প্রকা-
শিত, ভ্রমর মধু বাঞ্ছিত, করিছে ধ্বনি।
নাথ আসা আশা শশী, ভূতলে পড়িতে
দেখি, পলাইল জ্ঞান কেকী, দেখো সজনী॥

বিপরীত পক্ষে চন্দ্র।

সর্ব্বরী বিগতে সতী, নিরখি মিহির ভাতি,
ইচ্ছাবতী নিরাশা হইল।
বলে মম প্রিয়তম, কোথায় রহিল॥
এমন অসুখ কার, শুকাইল পুষ্পহার,
অনিত্য হইল বেশ ভূষা।
পূর্ণ না করিলা নাথ, মম মন আশা॥
কেমনে জীবন ধরি, বিরহ বিকারে মরি,
আমি নারী নারি নিবারিতে।
তাহে অভিষিক্ত তনু নয়ন [illegible]॥
অতি যত্নে প্রাণপণ, করিলাম সম্পাদন,
মম প্রাণ যে পতির তরে॥

সে বিচ্ছেদ বাণে প্রাণে, মারে অকাতরে ॥
আমি করিলাম হিত, সে সকল বিপরীত,
কে জানে এমন রীতিনীতি।
করিবনা বিতরণ, পতি প্রতি প্রীতি ॥
অবলা সরলা বালা, না সহে বিরহ জ্বালা,
ব্যাকুলা হইলা মম প্রাণ।
কোকিলের রব লাগে কুলিষ সমান ॥
জ্ঞান ছিল সুধাকর, এখন সে বিষধর,
মোরে বিষ করে বরিষণ।
বিবিধ প্রকারে ধব করিলা নিধন ॥
করিয়া কুসুমাসন, তা হইল প্রাণাশন,
বসন ভুষণ ব্যাধ জাল।
যেহেতু মদীয় পক্ষে, হলো কাক তাল ॥
করিলাম বেশ বেশ, মিটিলনা মনাবেস,
বেশ বেশ রহিলা অমনি।
অলুপ্ত হইল সব, বিনে গুণমণি।
মঞ্জনে মঞ্জিত দন্ত, সুরঞ্জিত রদনান্ত,
তাম্বুল রাগেতে শোভা করে।
বিম্ব প্রতি বিম্ব নিত্য রহিল অধরে ॥
কমল কলিকা স্তনে, লেপে বিষদ চন্দনে,
রাখিলাম সুখের কারণ।
ভাবিলাম কান্ত কর, করিবে অর্পণ ॥

অমনি রহিল তাহা, সবেশ কামিনী স্পৃহা,
দলিয়া আহুতি দিলা নাগে।
প্রথম বিরহ বহ্নি হইল তাহাতে ॥
নয়ন কজ্জলে জলে, নয়ন কজ্জলে জলে,
বহে ধারা হইয়া মিশ্রিতা।
তাহাতে বিচিত্র শাটী হইল অসিতা ॥
কহ সহচরী একি, বঁধুরে বাঁধিয়া সেকি,
গণিকা গৃহেতে প্রবেশিল।
প্রভাত হইল রাত্রি, তবু না আইলা ॥
মম মনে যে বাসনা, না পূরিল সে বাসনা,
সেবাসনা সে বাসনা ভালো।
দিয়ে স্নেহাশ বাসনা, হরিয়া লইল ॥
কেবা পর কেবাপন, না হইল নিরূপণ;
স্বপন সমান সব ফাকি।
সাধ্য হানা নর নারী, পিঞ্জরের পাখি ॥
আমার রহিল পণ, না করিব বিতরণ,
কৃপণ হইব প্রেম ধনে।
করিব না বিতরণ, ধরিলে চরণে ॥
আবার হইবে নিশি, গগনে উঠিবে শশি,
রবো বসি মান তরুতলে।
এ দুঃখের হার দিব, নাগরের গলে ॥

হেন রূপে চন্দ্রাননী, অন্তরে বিষাদ গণি,
করিতে লাগিলা বহু খেদ।
হৃদয়ে উদয় হৈল, দয়িত বিচ্ছেদ॥
নলিনী মলিনী ছিল, ভানূদয়ে প্রকাশিল,
মুদিতা হইল কুমুদিনী।
চন্দ্রাননী মলিনতা জাগিয়া যামিনী॥

চন্দ্রাননী কর্ত্তৃক পতি ভৎর্সনা।

গীত।

রাগিণী বিভাষ। তাল আড়খেমটা।

আর হেথা নাহি প্রয়োজন। প্রিয়জনে প্রয়োজন, অপ্রিয়ে কি প্রয়োজন?॥
শুন ওহে প্রিয়জন! আর আমায় কি প্রয়োজন?, পেয়েছে হে প্রিয়জন, করি বহু আয়োজন। সুজন জন যে হবে, প্রিয়জনে না ত্যজিবে, কুজনে নির্জ্জনে দিবে, বিজনেতে বিসর্জ্জন॥ অনঙ্গ গর্ব্ব গঞ্জন, তুমি রমণী রঞ্জন, করে মোর আশা ভঞ্জন, দিলে অন্তরে অঞ্জন॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

প্রাতে উঠিয়া কুমার, ভাবে মনে অনিবার,
কি বলে বুঝাব ভাবিনীরে।
ভাবিয়া নাহিক পায়, না হয় ধরিব পায়,
রূপায় চাহিবে ধনী ফিরে॥
এতেক চিন্তিয়া যায়, বুঝাইতে সুযোষায়,
কিন্তু কায় কম্পে ঘনে ঘনে।
নারীর দুর্দ্দশা দেখি, লজ্জায় বদন ঢাকি,
বসিলেন স্বর্ণ সিংহাসনে॥
হেরে চন্দ্রাননী কয়, যাও যাও মহাশয়,
বুঝিয়াছি চাতুরী তোমার।
আমি বলি নিশি সুখে, কোথা গিয়াছিলে সুখে
আমি দুঃখে করি হাহাকার॥
করিয়া বাসর সজ্জা, পেয়েছি যে রূপ লজ্জা,
লজ্জা হয় লোকেরে কহিতে।
আমি কেন হতভাগী, বিফলে যামিনী জাগি,
প্রাণপতি মন্দিরে থাকিতে॥
তোমার বাসনা যাহা, আমি তো জানিনে তাহা,
রহিলাম আশার আশায়।
পেয়ে কোন রূপবতী, সুখে ভুঞ্জিয়াছ রতি,
অবলারে করে নিরাশয়॥

শুন শুন প্রাণ বঁধু, এ কমলে নাহি মধু
কি দিয়া ভুলাব তব মন।
যে কমলে মধু পাও, যাও হে বঁধু তথা যাও,
এখানে আইলে কি কারণ ? ॥
পদ্ম ত্যজে মধুকর, না যায় কিংশুকোপর,
তুমি কি ভ্রমিতে এলেছলে ? ।
কমলে নাহিক রস, কি দিয়া করিব বশ,
নৈরাশ করিয়া সে কমলে।
মনে মম ভয়োদ্ভব, নির্দয় হৃদয় তব,
পাছে সে অবলা পায় ব্যথা।
হেথা নাহি প্রয়োজন, যাও যথা প্রয়োজন,
আয়োজন কর গিয়া তথা ॥
রমণীর বাক্যশরে, হৃৎসমস্ত নাহি স্মরে,
রহিলেম অবাক বদনে।
ভাবে মনে একি দায়, বদ্ধ হয়ে প্রেমদায়,
প্রেমদায় ত্যজিব কেমনে ॥
আমি প্রেম অনুরাগী, এ রাগে যদ্যপি রাগী,
দোষ ভাগী হইব কিবল।
সামান্য প্রণয় নয়, এবাক্যে যে অপ্রণয়,
যদি হয় সে বড় বিফল ॥
যুবতীর তিরস্কার, রসিকের পুরস্কার,
যদি একবার চায় ফিরে।

তবে জানি সে ভৎ'সনা, যুবক জনের শোণা,
আছে শুনা কহেন সুধীরে ।।
এতেক কহিয়া ধীর, পেমাতাের ভাবিনীর,
নিকটে কহেন সকাতরে ।
আমি দোষী পদে পদে রা ! প্রিয়ে নিরাপদে,
তবু ভয়ে ব্যাকুল অন্তরে ।।
এমন জানিলে আগে, তবে কি যামিনীভাগে,
রহিতাম অন্যের আলয় ? ।
ইহে লিছে এককাণ্ড !, লঘু পাপে গুরু দণ্ড,
পতি প্রতি উচিত না হয় ।।
শুনিয়া কহেন নারী, কিছুই বুঝিতে নারি,
তোমারে করেছি অপমান ।
সে দোষ দিবেন ভিক্ষে, অবলা বালার পক্ষে,
সগুণে হইয়া কৃপাবান ।।
পরে সব সখিগণ, খাদ্য দ্রব্য [illegible],
করিয়া দিলেক ততক্ষণ ।
দূরে গেল দুয়মন, কুমার করিয়া স্নান,
করিলেন আনন্দে ভক্ষণ ।।
পরে লয়ে প্রজাগণে, বসিয়া সিংহাসনে,
করিলেন দিবস যাপন ।
শ্যামাপদ পদ্মোপরে, গোঁসাই মধুকরে,
দ্বিজকবি করিলা রচন ।।

চন্দ্রাননীর মান।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

চন্দ্রাননী সংগোপনে, বসিয়া সুবর্ণাসনে,
মনে মনে করেন বিচার।
কখন হইবে নিশা, পূর্ণ হবে মনো আশা,
কান্তে সাজা দিব কি প্রকার ॥
এই রূপে ভাবে ধনী, হেনকালে দিনমণি,
করিলেন কর সম্বরণ।
অস্ত করি সুধাকর, প্রকাশিল সুধাকর,
শোভাকর হইল গগণ ॥
নিরখিয়া বিভাবরী, শয্যা করে সহচরী,
সুন্দর বিচিত্র চেল দিয়ে।
মৃগমদ আদি করি, রাখিলেন তদুপরি,
দীপ্ত করি দীপাদি জ্বালিয়ে ॥
লয়ে তপনীয় তার, গাঁথিয়া মালতি হার,
দিলা চন্দ্রাননীর গলায়।
নিতম্বিনী মান ছলে, মাল্য ফেলি মহীতলে,
অভিমানে শুইলা শয্যায় ॥
নাহি [illegible] বেশ, বিগলিত বঁন কেশ,
রহে ধনী বিষণ্ণ বদনে।

হেরিয়া অধিক নিশি, কুমার ঈষদ হাসি,
চলিলেন বাসর শয়নে ॥
কান্তে নিরখি সম্মুখে, অমনি অবাক মুখে,
অমুখে রহিলা চন্দ্রাননী।
নাহি করে আলাপন, হস্তে ঢাকিয়া নয়ন,
মান ভরে মাতিলা অমনি ॥
হেরিয়া প্রিয়ার মান, প্রিয় হয়ে মৃয়মান,
অনুমান করেন কি করি।
আসিলাম যার আশে, সে রহিল অপ্রকাশে,
মান বিষধর অঙ্কে ধরি ॥
আমি যে ক্ষুধিত অলী, মকরন্দ পাবো বলি,
আইলাম হয়ে অভিলাষী।
হেনকালে কমলিনী, হইল মুদিতামনি,
নিরখিয়ে অভিমান নিশি ॥
না পুরিল মনো আশা, কেবল হইল আসা,
নৈরাশা নিরাশা কি হইবে ?।
কাতরে সদয় হয়ে, পদ্মিনী কি প্রকাশিয়ে
বঁধুরে বলিয়া মধু দিবে ॥
ব্যাকুল হইয়া প্রাণে, মানবতী বিদ্যমানে,
সুখভাবে করেন কথন ॥
কর ধনী অবধান, কিহেতু করিলা মান,
কেন বাক্য রহিত বদন ?॥

যে তোমার অনুগত, তারে কেন কর হত,
এ উচিত নহে বরাননী।
মানে করি সমাধান, কর রতি রসদান,
সহাস্য বদনে সুলোচনী॥
তব সুধা সম বাক্য, না শুনে বিদরে বক্ষঃ,
সখ্যভাবে রক্ষ এ বিপদে।
তুমি মম প্রিয়তমা, প্রিয়জনে কর ক্ষমা,
রাখ নব যৌবন সম্পদে॥
সরস সারস তুমি, ক্ষুধিত ভ্রমর আমি,
মুদিত রাহিলে কি কারণ।
কহিতেছি সকাতরে, বিকসিতা হোয়ে মোরে,
মধুদানে রাখ হে জীবন॥
তপাঅঙ্গ এইরূপে, পড়িয়া মানের কূপে,
কোন রূপে নাহি পায় কূল॥
অভিমানে চন্দ্রাননী, ঢাকিলা বদনামনি,
পতি প্রতি হোয়ে প্রতিকূল॥
ঠেকিয়া সঙ্কট ক্ষেত্রে, কুমার সজল নেত্রে,
কহে সহচরীর সমীপে।
কহ দেখি সহচরি, ইথে কি উপায় করি,
মান না ভাঙ্গিল কোন রূপে॥
শুনে সহচরি কয়, শুন শুন মহাশয়,
উপায় করহ পায় ধরে।

না হইবে হতমান, হত হবে অভিমান,
এখনি যাইবে সব দূরে॥
বিপদে ধরিলে পদ, না রহিবে এ আপদ,
পদ ধরি এ আপদ যায়।
গিয়া দ্রুত পদে পদে, ধর সে নারীর পদে,
যৌবন সম্পত্তি পদ পাবে॥
শুনিয়া সখির কথা, গেলেন সুনারী যথা,
ভঞ্জন করিতে অভিমান।
ফরিদপুর গ্রামে ধাম, শ্রীগোপাল বিহারি নাম,
রচে গীত পীযূষ সমান॥

চন্দ্রাননীর মান ভঞ্জনার্থে কুমারের অসাধ্য
সাধন।
গীত।
রাগিণী বারোঁয়া। তাল ঠুংরি।

কেন হেন কর অভিমান। সোঁপেছি জীবনা-
বধি মম মন প্রাণ॥ কি দুঃখে করেছ মান,
বসনে ঢাকিয়ানন, কে করিল অপমান, না
পাই অনুমান॥ তব সুধাময় বাণী, না শুনি-
য়া, বাঁচে না প্রাণী, ত্যজ মান হে মানিনী,
কর প্রেম দান॥

পদ্য।

পুনর্ব্বার ভাবিনীর, ভাঙ্গিবারে মান।
বসিলেন গিয়া কান্ত, কান্তা বিদ্যমান॥
কেনবা বিবেশা এলো কেশা চন্দ্রাননী।
শুনিতে না পাই কেন, সুমধুর ধ্বনি॥
কি ভাবে ত্যজিলে চিত্র, বসন ভূষণ।
সুবর্ণ বরণ কেন হলো বিবরণ॥
অঞ্জন না দেখি কেন, খঞ্জন নয়নে।
কি হেতু রহেছো প্রিয়ে, বিষণ্ণ বদনে?।
কেন হে লোচনে অশ্রুধারা প্রকাশিলা॥
নলিন বদন কেন, মলিন হইল?॥
একি অসম্ভব তব ভাব ভূপ বালা।
ভূতলে ফেলিলা কেন পুষ্পময়ী মালা॥
মান পরিহরি প্রাণ, রাখ প্রাণেশ্বরী।
তোমারে কাতরা হেরি, প্রাণে বুঝি মরি॥
বদনের বস্ত্র খোল, সুবর্ণ বরণী।
দয়াবতী হোয়ে কথা কহ চন্দ্রাননী॥
তোমার বিচ্ছেদাগুনে, দহিছি জীবনে।
নির্ব্বাণ করহ প্রেম, জীবন প্রদানে॥
বিনা অপরাধে কেন, বধ করো দাসে।
দোষী হয়ো থাকি তবে, বাঁধ প্রেম পাশে॥

বাসরে করিলা যথোচিত অপমান।
নিশিতে বাসরে নাশ, কর করি মান॥
এমন নিদয়া কেন, হইলা আমারে।
অধিনে নিরাশা কেন কর বারে বারে॥
তোমারি নিতান্ত আমি অন্য নাহি জানি।
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান, তুমি মম প্রাণী॥
নিরখিয়ে দেখ ধনী, নিশি অবসান।
বিফলে জাগালে দীনে, করি অভিমান॥
এখন করহ যদি, রতিরস দান।
তবু ধনী এ শঙ্কটে, পাই পরিত্রাণ॥
এই রূপে বহুতর, করিলা সাধন।
নারিলা নারীর মান, করিতে ভঞ্জন॥
তখন ভাবেন মনে, কি করি উপায়।
ভাঙ্গে কিনা ভাঙ্গে মান, ধরে দেখি পায়॥
এতবলি ধরিলেন, নারীর চরণে।
বদনে বসন দিয়া, হাসে সখিগণে॥
চরণ ধরিলা তবু, না কহিলা কথা।
লজ্জা পেয়ে নাগর করিল হেট মাথা॥
এদিকে যামিনী অন্ত, হইল যে দিবা।
প্রাচী দিকে [illegible], প্রভাকরে কিবা॥
অসাধ্য সাধনে মান, না হইলা শেষ।
তখন নারীর প্রতি, করিলেন দ্বেষ॥

দ্বিজকবি ভাবে ভাবি, শ্রীগুরু চরণ।
কুমারী-কুমার কাব্য, করিলা রচন॥

চন্দ্রাননীকে পরিত্যাগ করিয়া কুমারের
মালিনী নিবাসে গমন।

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

থেকো নয়ে অভিমান। চরণে ধরানো পণ
মনে রেখো প্রাণ॥ তরুণ যৌবন ধন, রবে-
না হে চির দিনা, পতন হইবে স্তন, না করি-
লে দান। যখন যৌবন শেষ, হইবে মলিন
বেশ, পাকিবে হে কালো কেশ।, রবেনা এ
মান॥

লঘু-ত্রিপদী।

না ভাঙ্গিল মান, হয়ে অপমান,
কুমার ভাবেন মনে।
কি করি উপায়, ধরিলাম পায়,
তথাপি রহিল মানে॥
যৌবন গৌরবে, লজ্জা দিলা ভবে,
কায নাই হেন নারী।
এতেক কহিয়া, গেলেন চলিয়া,
চন্দ্রাননী পরিহরি॥

নারীর নৈরাশে, মানিনীর রাগে,
উপনীত রাজ সুত।
আঁখি ছল ছল, মানস চঞ্চল,
অন্তরেতে দুঃখ যুত॥
রহিত বচন, বিষণ্ণ বদন,
শরীর দুর্ব্বল প্রায়।
হেরে সরোজিনী, সরোজ বদনী,
বদন পানেতে চায়॥
সুধাময় বাণী, সুধাংশু কাহিনী,
কেমন কেমন দেখি।
পীন তনু ক্ষীণ, লাবণ্য মলিন,
সজল চঞ্চল আঁখি॥
কে ভাঙ্গিল মন, এ আর কেমন,
একি বিবরণ কহ।
হারালে কি ধন, কর কি ভাবন,
কিচিন্তা পাবকে দহ?॥
না পারি বুঝিতে, কিবা দিনিশিতে,
করিয়াছ নারীজনে।
বল বল সখা, নাহি আর দেখা,
কে বেদনা দিলা মনে॥
নৃপতি তনয়, কহেন বচন,
শুন শুন বিধুমুখী।

মম বিরহেতে, পরশ্ব নিশিতে,
জেগেছিলা চন্দ্রাননী॥
সেই অভিমানে, আমারে ঐ দিনে,
করিলেন তিরস্কার।
আবার নিশিতে, মোরে বিনাশিতে,
করিলেন মান সার॥
চম্পক বরণা, হয়ে বিভূষণা,
অবাক বদনে রয়।
করে মান ব্রত, অম্বরে আবৃত,
করিল নয়ন দ্বয়॥
সাধিলাম কত, না হইল হত,
বিপরীত রীত তার।
কি কব প্রেয়সী, কালিকার নিশি,
রোদনি হয়েছে সার॥
সাধে কি প্রভাতে, সজল আঁখিতে,
তোমার নিবাসে আসি।
বিয়োগ সাগরে, ভাসালে নাগরে,
মান করে সে রূপসী॥
তোমারি কপাটে, এ দুর্ঘট ঘটে,
ভাবিয়ে দেখনা ধনী।
ধরে করপুটে, রাখিলে নিকটে,
কোথা গেল সে রজনী॥

হিতে বিপরিত, ভাঙ্গিল পিরীতি,
প্রাণের প্রেয়সী সনে।
এখন কি করি, বলনা সুন্দরী,
পুনঃ কি যাইব বনে॥
বল কি মন্ত্রণা, না সহে যন্ত্রণা,
এ দুঃখ অন্ত না হবে।
মন উচাটন, করে সর্ব্বক্ষণ,
প্রেমদার প্রেমভাবে॥
মালিনী শুনিয়ে, কহে বিনাইয়ে,
না ভাব হৃদয়ে দুখে।
গতানু সূচনা, মনেতে করনা,
কহ কথা স্মিতমুখে॥
অভাব পিরীতি, তাহে কিবা ক্ষতি,
করহ বসতি হেথা।
গৃহে রসবতী, করহ পীরিতি,
করিয়ে রসের কথা॥
মরে রমণীরে, ভাস সুখনীরে,
প্রেম রস তরঙ্গেতে।
মম অভিলাষ, করহে বিলাষ,
চিন্তিত হওনা চিতে॥
অভিমান ভরে, থাকুক কিন্নরে,
মানিনী মানের কূপ।

কিছু দিন পরে, মকরাঙ্ক শরে,
থাকিবে না হেন রূপ ॥
যুবতী বনিতা, করে কৃপণতা,
অনিত্য যৌবন ধনে।
ক্রমে শেষ হয়, যে দুঃখ উদয়,
কি কহিব তব সনে ॥
কুচ গিরি বুকে, যৌবন পাবকে,
জ্বলিবে যুবতী যবে।
জানিবে তখন, নাগর কি ধন,
উজন সাধিতে হবে ॥
রমণীরা মত্ত, রতিরসে রত,
তত কি পুরুষ পারে।
যেহেতু বনিতা, ধৈর্য্যাবলম্বিতা,
এহেতু তাহারা হারে ॥
মনাগুনে মরে, প্রকাশিতে নারে,
অবলা মহীলা জাতি।
মনে মনে আশ, নাহি সাবকাস,
সেহেতু প্রকাশ সতী ॥
সুমন নাগর, না পায় সত্বর,
[illegible] কণাভাবে।
এ সব যুবতী, প্রাজশিক সতী,
পতিব্রতা লোকে ভাবে ॥

শুন প্রিয়বর, প্রেম পদ্মাকর,
রসিক নাগর তুমি।
হেন পক্ষিপাক্ষ, সেকি ভুলে আর,
পাইয়া প্রেমের প্রেমী॥
ইহা কি সম্ভবে, তব প্রেমাভাবে,
স্বভাবে কি রবে ধনী।
তোমার অভাবে, যে ভাবে সে ভাবে,
নিবাবে বিচ্ছেদ ধুনি॥
থাকিবে না হেন, অভিমান পণ,
গড়িবে যখন রাগ।
মদন জ্বালাতে, আসিবে লইতে,
করিতে মনোজ যাগ॥
থাক সমাদরে, যাহা মনে লয়,
আমদ কৌতুক কর।
এ হেন কামিনী, যেন কুমুদিনী,
তুমি হে পীযূষ কর॥
হৃদয় আকাশ, করহ প্রকাশ,
প্রকাশিবে কৈরবিণী।
প্রেম সরোবর, হবে শোভা কর,
নিরখিবে গুণমণি॥
দিনে তব ধনী, হবে কমলিনী,
উল্লাসিবে তারে বধু।

তুমি গুণাকর, দিনে মধুকর,
নিশিতে কুমুদ বঁধু ॥
কর এই খেলা, লভে সাধু বালা,
না হও উতলা মনে।
হয়েছে বিচ্ছেদ, তাহে কিবা খেদ,
থাকহে প্রেমালাপনে ॥
পাইয়া আশ্বাস, শত হতাশ্বাস,
করিল বিশ্বাস রায়।
পাসরিল, দুখ, হাসি হাসি মুখ,
হইল হর্ষিত কায়।
সানন্দিত মনে, সাধু সুতা সনে,
পূরাণ মনের আশ।
পেয়ে প্রেমধন, করেন তখন,
মালিনী নিবাসে বাস।
হেথা চন্দ্রাননী, সজল নয়নী,
মণিহারা ফণীমত ॥
কান্ত অদর্শনে, প্রায়োপবেসনে,
রোদন করেন কত ॥
না পারি কহিতে, বর্ণেতে বর্ণিতে,
পড়িয়া মহীতে কাঁদে।
হইল শ্রীহিন, জ্ঞান হয় যেন,
গ্রহণ লাগিল চাঁদে ॥

পেয়ে [illegible], করেন বিলাপ,
কোথা গেলে প্রিয়বর?
দ্বিজকবি কহে, রূপসী কেন হে,
অনিত্য রোদন কর ॥

চন্দ্রাননীর বিলাপ।

কাকুক্তি পদ্য।

ভাসি নয়নের নীরে, ভাসি নয়নের নীরে।
কোথায় গেলেন নাথ, ফেলে দুঃখিনীরে ॥
সখি বলনা উপায়, সখি বলনা উপায়।
প্রাণনাথে আন আমি, ধরি তাঁর পায় ॥
মত্ত মানস বারণ, মত্ত মানস বারণ।
প্রবোধ অঙ্কুশে ও সে, না মানে বারণ ॥
কোথা রহিলা জীবন, কোথা রহিলা সে ধন।
নয়ন রঞ্জন ধন, তারা আরাধন ॥
কেন হইল এ মতি, কেন হইল এ মতি।
দুকূলে বাঁধিয়া কূল, কেলিলাম মতি ॥
যেন আগেতে জানিলে, যেন আগেতে জানিলে।
তবে নাহি কারবান, অভিমান:নীলে ॥
নাহি করো অনুমান, নাহি করো অনুমান।
মানে রত হোলে হত, হইল যে মান ॥

আর করিবনা মান, আর করিবনা মান।
পতিব্রতা হবো রবো, পতি বিদ্যমান॥
শুন শুন প্রিয় সই, শুন শুন প্রিয় সই।
পতির বিচ্ছেদাগুন, কেমনেতে কই॥
আমি নবীনা ভাবিনী, আমি নবীনা ভাবিনী।
ভাবের অভাব হবে, ভাবে ও ভাবিনী॥
দেহ দহে অনিবার, দেহ দহে অনিবার।
নিবারণ করে কেবা, দিয়ে প্রেমবার॥
মোরে করিয়া নিরাশা, মোরে করিয়া নিরাশা।
পূর্ণ করিলেন কোন, কামিনীর আশা॥
হোয়ে নির্দ্দয় দাসীরে, হোয়ে নির্দ্দয় দাসীরে।
বিচ্ছেদ অনল বাণ, হানিলেন শীরে॥
পতি বিনে শোভাকর, পতি বিনে শোভাকর।
যেহেতু দিবসে দেখি, ঘোর অন্ধকার॥
তমো হেরিয়া বাসরে, তমো হেরিয়া বাসরে।
বাসরে করিয়া মান, জীবন বা মরে॥
প্রাণ কম্পে কাম শরে, প্রাণ কম্পে কাম শরে।
অজপা না স্মরে মন কোকিলের স্বরে॥
দুখ হইল যে মনে, দুখ হইল যে মনে।
উপায় করহ পতি, পাইব যে মনে॥
পতি জানিয়া কি দিবা, পতি জানিয়া কি দিবা।
রজনী আগতাগত, হইল যে দিবা॥

ধনী হইলা অধরা, ধনী হইল অধরা।
না ধরে অধর শয্যা, করিলেন ধরা।
যোষা হোয়ে আশা বাস, যোষা হোয়ে আশাবাস
নাথ আশা আশাতরু মূলে করে বাস॥
মন সোঁপে শ্যামা পায়, মন সোঁপে শ্যামা পায়
দ্বিজকবি বিরচিলা, শ্যামার কৃপায়॥

চন্দ্রাননীর প্রতি সখীগণের উক্তি।

গীত।

ধনী এখন কাঁদিছ কি কারণ। যকিবে মানে, তারে না মেনে, স্বীয় দোষে হারালি লো পতি প্রাণ ধন॥
যখন সাধিল ধরে চরণে, তখন না ছিল মনে, অভিমানে, করিলি লো তার অপমান, কর অনুমান, নাথ বিদ্যমান, তখন ঢাকিলি ধনী বসনে বদন॥

সখির উক্তি।

আজ নাগরে সে দ্রাঘরে, দিলা বিসর্জ্জন।
এখন রোদন ধনী কর অকারণ॥

চন্দ্রাননীর উক্তি।

মদন দহনাত্তাপে তাপিত শরীর।
এহেতু সেচন সখি, করি আঁখিনীর॥

পয়ার।

পতির বিচ্ছেদে খেদে, কাঁদে চন্দ্রাননী।
সখিগণে বলে ধনী, কি হলো এখনি॥
সমূলে কাটিয়া তরু ঢালিতেছ জল।
আশা করিয়াছ বুঝি, ফলিবেক ফল?॥
আগে কেন অন্তরে না ভাবিয়া দেখিলে।
আপনার দোষে রোষে, আপনি মজিলে।
যেবা আগে ভাবিয়া, পশ্চাদে কর্ম্ম করে।
সে জন সুজন অতি, জানিহ অন্তরে॥
আগেতে করিয়া পণ, খেদ যেবা করে।
তার তুল্য মূর্খ নাহি, ধরণী ভিতরে॥
কেন হেন মান করেছিলা চন্দ্রাননী।
স্ত্রীর গুণে রাখালি লো, পতি গুণমণি॥
অহঙ্কার রাহুতে গ্রাসিলা কান্ত শশি।
নারিলে করিতে জীর্ণ, কাঁদিতেছ বসি॥
একি ব্যবহার তব, বুঝা হলো ভার।
প্রেমদীপ নিবাইয়া, মান অন্ধকার!॥

অভিমানে করিলা, কান্তের অপমান।
ক্ষুধিত নাগরে না করিলে মধুদান॥
অসাধ্য সাধনে যাকে, ক্ষমা নাহি দিলে।
এহেতু দুঃসহ দুঃখ, সাগরে ভাসিলে॥
অভিমান তুফানে ডুবালে কান্ত তরী।
কেমনে পাইবে কুল, ও কুল সুন্দরী॥
মিলন মিহিরে শুষ্ক, হবে দুঃখনীর।
তবেত পাইবে ধনী, এ অকুলে তীর॥
নতুবা তোমার আর, না দেখি উপায়।
তবে যদি তরে নাথ, তরীর কৃপায়॥
এত অঘটনা ঘটায়েছ, অভিমানী।
তোমার এমন গুণ, সৃপনে না জানি॥
এতরূপে ভৎসনা, করিলা সখিগণে।
চন্দ্রানিনা কহে শেষে, সজল নয়নে॥
একেত বিচ্ছেদানলে, জলিছে জীবন।
তাহে কেন তোমরা করহ জ্বালাতন॥
একে স্মর শর হানিয়াছে এ শরীরে।
তাহে কেন বাক্য বজ্রাঘাত মারো শিরে॥
আশ্বাস না দিয়া কেন, কর হতাশ্বাস।
সমূলে করিছ আশা, বিটপী বিনাশ॥
বিষম ত হয়ে তাহা, বিধি বিরম।
বয়নোর একি ধর্ম্ম অধর্ম্মাচরণ?॥

সকলি কপালে করে, কারে দিব দোষ।
এতবলি চন্দ্রাননী, ত্যজিলেন রোষ ॥
এইরূপে হেমন্ত-শিশির অন্ত হয়।
কান্তাভাবে কান্তাভাবে, বসন্ত সময় ॥
বসন্ত আগত হেতু, কহে কবিবরে।
কেমনে বাঁচিবে ধনী, অনঙ্গের শরে ॥

বসন্ত বর্ণন।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ত্রিওঠ।

কোথা হে প্রাণ কান্ত, প্রাণান্ত হয় একান্ত, কে শান্ত করে শান্ত বসন্তে। কোকিলের কুহুস্বরে, অজপা নাহি স্মরে, প্রাণ হরে বুঝি অন্ত ক্ৎতান্তে ॥ বিরহ সাগরে, ত্যজি-য়ে দাসীরে, উপনীত হোলে কার উপান্তে ॥ কবিকয় ও রূপসী, কেন কাঁদিতেছ বসি, বাঞ্ছাপূরাতে আসি, তোর কাছে ॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

হেমন্ত শিশির অন্ত, যুবতীর প্রাণ অন্ত,
করিতে মীনকেতু আইল।

কৃতান্ত সমান চর, সঙ্গে লয়ে পঞ্চশর,
ক্রমে সর্ব্ব দেশে প্রবেশিল॥
নৃপতির আগমনে, কুশলে কুসুম বনে,
শব্দের বিনাশ করে অলি।
ফুটিল কুসুম কত, মলয় মারুত বয়,
অনিরব কোকিল কাকলি॥
রবির প্রখর কর, হেরে কম্পে কলেবর,
বিরহিনা বিরহে কাতরা।
অভিনব জলধর, সুনির্ম্মল শশধর,
নিরখি নয়নে নীরধারা॥
মলয়া মারুত মন্দ, বহিছে সুপুষ্প গন্ধ,
গন্ধরাজ গোলাপ পারুল।
বেলিকুন্দ সেফালিকা, চম্পক কাঞ্চমল্লিকা,
মালতি কাঞ্চন জাতি ফুল॥
নব শাখা বৃক্ষশাখী, বিবিধরঞ্জিত পাখি,
শোভিছে পুষ্পিত বৃক্ষোপরি।
সুন্দর সুরভি সহ, প্রবাহিত গন্ধবহ,
অহরহ আহা মরি! মরি!।
সরোজিনী সরোবরে, প্রকাশিয়া শোভা করে,
খঞ্জন খঞ্জনী নাচে তায়।
ক্ষুধিত চাতক গণে, আশা করি জল পানে,
ঘন ঘন ঘন পানে চায়॥

দ্বিরেফ প্রসূনোপরে, মকরন্দ পান করে,
পতঙ্গ উড়িছে তদুপরি।
কৃতান্তের কিবা ভাব, নব ভাব আবির্ভাব,
কিবা শোভা আহামরি ! মরি ! ॥
মাঝে মাঝে কেকীকুল, [illegible] কুল কুল,
মুহু মুহুঃ বৃক্ষোপরি বসি।
তাবে চয় ভাবোদয়, ঈশ্বরের জ্ঞান নয়,
মহানন্দে ভক্তিরসে রসি ॥
দেখে কামের প্রতাপ, চন্দ্রাননী পায় তাপ,
দুরন্ত বসন্ত রাজ ভয়ে।
বলে ধনী এ কি দায়, বিনা কান্ত প্রাণ যায়,
যাই বুঝি হরিহরালয়ে ॥
বসন্তের সেনাগণ, শমন সমান ধন,
জীবন হরণ পণ করে।
ফুটেছে বকুল ফুল, ঘ্রাণে করে প্রাণাকুল,
অজপা বদনে নাহি সুরে ॥
কোকিল সঙ্গীত গায়, শ্রবণে শ্রবণ যায়,
মধুকরে করে অচেতন।
এমন হইল কেন, গরল সদৃশ যেন,
আজ সুধাকরের কিরণ ॥
একি দেখিনু প্রমাদ, [illegible] লাজ,
মন্দ মন্দ বহুতা সমীর।

তবে কি হইত মম,　দুর্দ্দশা এমন ?।
ভয়ে পলাইত কাম, হেরি মোর রণ ॥
বৃষের শত্রুকে যেই,　শার্দ্দূলে মেরেছে।
এ হেতু নির্ভয়ে কাম,　সমরে এসেছে ॥
কি উপায় করি সখি,　বল হে সত্বর।
অধোহ হইতে নারি,　ভবন ভিতর ॥
চল সহচরি পুষ্প অটবী অটনে।
যদি হে সুস্থির হই, অস্থির জীবনে ॥
এত বলি সঙ্গে লয়ে, স্বীয় সখিগণে।
স্নিগ্ধ হেতু যান ধনী, উদ্যান ভ্রমণে ॥
পুষ্পের আরাম অতি,　রমণীয় স্থান।
সখি সহ চন্দ্রাননী,　ভ্রমিয়া বেড়ান ॥
শ্রীমন্ত বসন্ত কাল,　কুসুম সময়।
ফলিত পুষ্পিত শাখী,　শোভিত শাখায় ॥
তাহাতে কোকিল কুল, করিছে কাকলি।
বিকশিত কত শত, কুসুমের কলি ॥
ব্যাকুল করিলা চিত্ত, সুগন্ধি বকুলে।
মত্ত হোয়ে বসে অলী, মল্লিকা মুকুলে ॥
কেকা রবে কেকীকুল ভ্রমে পুষ্প বনে।
ঈষদ হেলিছে পুষ্প, ঈষদ পবনে ॥
গন্ধ বহে পুষ্প গন্ধ, বহে নিরন্তর।
বিরহিণী চন্দ্রাননী, উদাস্য অন্তর ॥

চন্দ্রাননীর বিরহ বর্ণন।

গীত।

বিরহেতে প্রাণ বাঁচেনা সহচরি। প্রাণপতি বিনে গতি বল কি উপায় করি॥ আমি যে অবলা নারী, এজ্বালা সহিতে নারি, মরি মরি বুঝি ধনী অনঙ্গ বাণে, ব্যাকুল হইনু প্রাণ কোকিল গানে, নয়নে বহিছে বারি, বল কেমনে নিবারি।

পদ্য।

প্রকাশে বিমল বিধু, বিমল অম্বরে।
স্মিত মুখে সরোজিনী, ভাসে সরোবরে॥
চকর নিকর সুধাকর, পানে ধায়।
মধুকর নিকর কুসুম মধু খায়॥
প্রকাশিত সিতাসিত, কুসুম [illegible]।
কেতকী কামিনী কুন্দ, করবী [illegible]॥
বিকসিত হইল অপরা জাতি জাতি।
মল্লিকা রজনী গন্ধা, গন্ধে হরে জাতি॥
ভূতলে কুসুম শাখী, নত ফুল ভরে।
কুসুম বাগানে গান, করে পিকবরে॥
অমনি ছাড়িল পঞ্চশর পঞ্চশর।
বিরহিণী চন্দ্রাননী, হইল কাতর॥

কামবাণে কলেবর, কম্পো থর থর।
ধরায় ধরায় কায়, হইয়া অধর॥
কোকিল কুহুরে কর্ণ, কুহুরে না সয়।
মধুপ গুঞ্জরে স্বরে, হৃদয় যে হয়॥
বিচ্ছেদ দহনে দহে সুকোমল কায়।
দুরন্ত বসন্ত দিলা, আহুতি লো তায়॥
দুঃসহ মলয়া বায়ু, মিত্র হোয়ে তায়।
অনলের শিখা জোগে, হৃদয় মাঝায়॥
বিধিমতে বিধাতা বিচ্ছেদে ছেদে প্রাণ।
কান্ত বিনে একান্ত নাহিক পরিত্রাণ॥
অশেষ বিশেষে ধনী, পেয়ে অনুতাপ।
বিলাপ আলাপে যেন, হইল প্রলাপ॥
মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে ধনী, ধরণী মণ্ডলে।
বসন ভাসিয়া যায়, নয়নের জলে॥
মূর্চ্ছা [illegible]-সখী, সম্বরণ করে।
যেহেতু [illegible] বাহিরে বিরহ অন্তরে॥
শবাকার দেখ সখী, অন্যথা না সুরে।
উঠ বলি সখিগণে, তুলে করে ধরে॥
[illegible] অঙ্গে গাত্র, রেণু মুছাইল।
বিচ্ছেদ কুবাণ্ড হন্দে, অমনি উঠিল॥
ব্যাকুলা হইয়া ধনী, বলে মরি মরি।
[illegible] প্রিয় সখি কোথা গেল প্রাণহরি॥

নিবালে বিচ্ছেদ অগ্নি, অশ্রুরূপ জলে।
কে দিলে প্রবোধ কাষ্ঠ, নির্ব্বাণ অনলে॥
আবার যে নারি সখি, বিরহ অনলে।
জ্ঞান সমীরণে বহ্নি, থেকে থেকে জ্বলে॥
কেন হেন বাসনা হইল, মম চিত্তে।
সাধ করি আইলাম, উদ্যান ভ্রমিতে॥
সে সাধে বিষাদ বাদ, সাধিলা বিধাতা।
অবিচারে বধ করে, কুলের বনিতা॥
কুল শীল মান এবে, সকলি যাইল।
কাম পেয়ে অবশ, বক্ষেতে প্রবেশিল॥
এমন সময়ে পাশে, নাহি প্রাণপতি।
একা সহচরি কিসে, বাঁচিবে যুবতী॥
কোথা মম মনোলোভা, নাথ নবঘন।
তৃষিতা চাতকী মরে, বিহনে জীবন।
আশা করিয়াছি বরিষিবে ঘন নাথ।
হেনকালে হইল বসন্ত বজ্রাঘাত॥
না গেল পিপাসা আশা, মান সে রহিল।
নাথ আসা আশাতরু, নিরস হইল॥
দুরন্ত বসন্ত করে, করি ধনুঃশর।
পুষ্প রথারূঢ়ে এলো করিতে সমর॥
মলয়া মারুত অশ্বে, বহিছে বিমান।
সেজেছে প্রধান সেনা, পুষ্প পঞ্চবাণ॥

কুসুম সুগন্ধ রথে, হইয়া সারথি।
অন্তরীক্ষে বায়ু বেগে, করাইছে গতি ॥
একে বিরহিণী তাতে, অবলা রমণী।
সমর নিবারে কেবা, বিনে গুণমণি ॥
প্রাণনাথ বিহনে কিরূপে ধরি প্রাণ।
হৃদয়ে হানিছে বাণ, বাণ বাণ বাণ ॥
দয়িত বিয়োগ হুতাশনে প্রাণ জ্বলে।
আশু সহচরি মম, দেহ দেহ জলে ॥
মরিলে দাহন করে, লোকে এই কয়।
জীয়ন্তে পোড়ালে এবে, নাথ গুণময় ॥
এইরূপে খেদ উক্তি, জপেন রসনে।
সখিরা প্রবোধ দেয়, প্রবোধ বচনে ॥
কেন চন্দ্রাননী এত, হোতেছ ব্যাকুলা?।
কুলকুণ্ডলিনী হইবেন সানুকুলা ॥
চিরদিন এ দিন না, রবে নিতম্বিনী।
সুদিন দিবেন সুখ মোক্ষ প্রদায়িনী ॥
অস্থির হইলে কোন, কর্ম্ম নাহি হয়।
সুস্থিরে সুকর্ম্ম সিদ্ধ, সর্ব্বজনে কয় ॥
এত বলি সখিগণে, ধরি তার কর।
উদ্যান হইতে গেলা, মন্দির ভিতর ॥
অচিন্ত্যরূপিণী তারা, পদে দিয়া মন।
তাঁহার কৃপায় কবি করিলা রচন ॥

মঙ্গলাচরণ ।
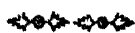
কোথা তাত দীননাথ, প্রণিপাত করি ।
লহ লহ এ দীনের, শোক তাপ হরি ॥
হর হর দুঃখ হর, এই বর চাই ।
দোহাই দোহাই বিষ্ণু, দোহাই দোহাই ॥
কর কর কৃপাকর, কৃপার আধার ।
অসার সংসার যেন, নাহি ভাবি সার ॥
অপার কৃপার কিবা, দিব উপহার ।
অবোধ প্রবোধ মন, নাহি বুঝে সার ॥
দীন হীন প্রতি দিন, দিন ত্বরা করি ।
অকূল সাগরে যেন, পাই কুলতরী ॥
অনিবার হাহাকার, করি পরিহার ।
তোমার চরণে মতি, হউক আমার ॥

পতিত পাবন নাম ধর গুণময় ।
তোমার কটাক্ষে হয়, সৃষ্টিস্থিতি লয় ॥
অনাদি ভূতের পতি, কারণ কারণ ।
ত্রিশূলেতে করিয়াছ ত্রিলোক ধারণ ॥

কাল কাল মহাকাল, শমন দমন।
বিশ্ববীজ বিশ্ব আদ্য, সত্য সনাতন॥
অপরূপ বিশ্বতত্ত্ব, দৃশ্য মনোহর।
নর আদি চরাচর, যাহার ভিতর॥
অখিল নিখিল পতি জীবের জীবন।
তোমার কৃপায় হয় সৃজন পালন॥
সকলের সার তুমি, সকলের সার।
তোমার চরণে মতি, হউক আমার॥

হে নাথ অনাথ নাথ, বিভু দয়াময়।
আমি দীন বোধ হীন ক্ষীণ অতিশয়॥
না জানি ভজন আমি, না জানি পুজন।
যেহেতু এমন নয়, মনের মতন॥
মনের মতন হোলে, মন মহাশয়।
কারে ভয় করি জয়, রিপু আদি ছয়॥
বৃথা কাল সদাকাল, করিছে হরণ।
কালেতে হইবে কাল, নাহি বুঝে মন॥
পাশের নাশের অস্ত্র, পরিহার করি।
মৃত জীব সম জীব মরে মরি মরি॥
অহঙ্কার পরিহরি, ভাবি অহং কার।
তোমার চরণে মতি, হউক আমার॥

মঙ্গলাচরণ।

নিরাকার নির্ব্বিকার, নিত্য নিরঞ্জন।
আপদ বিপদ যত, কর হে হরণ॥
দিবাকর নিশাকর, গ্রহ আদি যত।
তোমার আজ্ঞায় তারা, অবিরত রত॥
তোমার আজ্ঞায় বহে মলয়াপবন।
স্নিগ্ধকর চরাচর, জীবের জীবন॥
মাস তিথি ঋতু পক্ষ, বর্ষ আদি বার।
অনুরত অনুগত, নিয়মে তোমার॥
কীটাদি পতঙ্গ পক্ষ, অপ্সর কিন্নর।
তোমার কৃপায় সবে, চরে চরাচর॥
জগতে যা দেখি কিছু সকলি তোমার।
তোমার চরণে মতি, হউক আমার॥

যখন যে দিকে আঁখি, অখিলে ফিরাই।
অপরূপ কত রূপ, দেখিবারে পাই॥
মনোহর শোভাকর, স্বভাবের ভাব।
এ ভাব ভাবিলে হয়, স্বভাব অভাব॥
তরুগণ প্রতিক্ষণ, সমীরণ ভরে,
হাত মুখ নেড়ে যেন, গুণ গান করে॥
শিবাগণ দিবাভাগে, নাহি করে রব।
নিশাকালে তব গান, করে তারা সব॥

মঙ্গলাচরণ।

পেচাগণ দিবাভাগে, থাকিয়া কোটরে।
জ্ঞান হয় উপবাসে তব জপ করে॥
যে হোক্ সে হোক্ ফলে, বিফল বিচার।
তোমার চরণে মতি, হউক আমার॥

মানব রতন যাহা করেছ সৃজন।
অপরূপ প্রাণ রাখি তাহে সুশোভন॥
দিয়াছ নাসিকা কিবা, ঘ্রাণের আধার।
শিরোপরি কিবা কেশ, শোভে চমৎকার॥
দিয়াছ দর্শনে কিবা, দর্শন কারণ।
ঈক্ষণ যাহায় হয়, এ তিন ভুবন॥
দিয়াছ যে পদ তাহা সম্পদের পদ।
এ পদ অভাবে হতো, বিষম বিপদ॥
দিয়াছ যে কর তাহা মঙ্গলের কর।
যাহার প্রভাবে সুখী, মানব নিকর॥
দিয়াছ রসনা যাহা, অহে প্যার তার।
তোমার চরণে মতি, হউক আমার॥

অথ কুমারী কুমার গ্রন্থারম্ভঃ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

বিক্রম আদিত্য রায়, বিক্রমে আদিত্য প্রায়,
মহারাজ উজ্জয়িনী বাসি।
সর্ব্বগুণাবলম্বিত, সর্ব্ব ভূতে দয়ান্বিত,
বিখ্যাত ক্ষিতীতে যশ রাশি॥
উজ্জয়িনী অধিপতি, সুশীল সুন্দর মতি,
মহা পুণ্যবান লোকে বলে।
ধনে নৃপ ধনপতি, পর হিতকারি অতি,
অসীম মহিমা মহীতলে॥
বেতাল হইয়া সিদ্ধ, সাধন হইল সিদ্ধ,
প্রসিদ্ধ পার্থিব সেই হেতু।
সনাতন পরায়ণ, করি পুণ্য অগনন,
সংসারে রাখিলা কীর্ত্তি সেতু॥
দাতাকর্ণ জয়ী দাতা, বাক্ বাণী বিরাজিতা,
যাঁহার সভাতে চিরকাল।
শাস্ত্র আলাপন ভিন্ন, অন্য কথা অপ্রমানা,
শ্রবণ নাহি করেন ভূপাল॥
নব রত্নে যত্ন করি, রত্নাসন করে ধরি,
দিয়া স্তুতি করেন রাজন।

শুভকান্তি নানা রসে, রচে কবি কালীদাসে,
সর্ব্ব জনে করেন শ্রবণ ॥
কবিতে কবিতে দ্বন্দ্ব, সবে হয়ে মহানন্দ,
সভয়ে সভায় বসি শুনে।
গীতা পুরাণাদি করি, পাঠে কত ব্রহ্মচারী,
বন্দি হয়ে নৃপগুণ গুণে ॥
সুধীর ধার্ম্মিক ভূপ, কার্ত্তিকেয় জিনি রূপ,
স্বরূপ ভুবনে মেলা ভার।
কত গুণ কব তাঁর, অপার মহিমা যাঁর,
রবি সম ব্যপ্ত ত্রিসংসার ॥
এক দিন রাত্র যোগে, যামার্দ্ধ যামিনী ভোগে,
কালী দাসে কহেন ভূপতি।
শুন শুন কালীদাস, মম মন অভিলাষ,
ইতিহাস শুনিতে সম্প্রতি ॥
কালীদাস কহে ভুপ, শুন তবে অপরূপ,
ইতিহাস কুমারী কুমার।
অচিন্তা নগরে ধাম, রাজা সুখসেন নাম,
কুমার নামেতে সুত তাঁর ॥
রূপে হারে রতিপতি, সুকবি সুন্দর মতি,
সর্ব্ব গুণান্বিত হিতকারি।
কুমারী নামে রমণী, কুমারের সে রমণী,
রিস্ময় রূপ যাই বলিহারি ॥

মরি মরি কিবা রূপ, জিনি কোটি সুধাকূপ,
সুরূপ বর্ণনে শক্তি কার।
সুবর্ণ সু বর্ণ প্রায়, মরি কিবা শোভা তায়,
হরে নারী রূপে অন্ধকার॥
সে রূপ যে রূপ শোভা, যেন কোটি শশি প্রভা,
প্রকাশিল ধরাতলে আসি।
দ্বিজ কবি প্রেমানন্দে, ভাসায় ত্রিপদী ছন্দে,
প্রকাশ করিল রূপ রাশি॥

অথ কুমারীর রূপ বর্ণন।

পদ্য।

পূর্ণেন্দু বদনী ধনী ভুবন মোহিনী।
তড়িত জড়িত হাসি পীযূষ ভাষিণী॥
দশন দাড়িম্ব বীজ, মঞ্জনে মঞ্জিত।
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি, অঞ্জনে শোভিত॥
বৈনতেয় চঞ্চু নাশা, কণ্ঠে মণিহার।
রূপের প্রভায় নারী, হরে অন্ধকার॥
ভেক ভুক ভুক নৃত্য, যার ডাকে করে।
তাহার সদৃশ কেশ, মস্তক উপরে॥
হেরিয়া তাহার বেণী, কাকোদর লাজে।
লুকাইত হইল, বিরল বিল মাঝে॥

অনঙ্গ কার্ম্মুক সম, শোভা ভ্রু যুগলে।
হেম সিঁথি মুক্তাগাঁথা, শিরসী মণ্ডলে॥
গৃধিনী গঞ্জিত কর্ণে, স্বর্ণ কর্ণ বালা।
কনক কঙ্কণ করে, তাহে স্বর্ণ বালা॥
আপীণ উন্নত কুচ, চন্দনে চর্চ্চিত।
তরুলতা হেরি তার, ভুবন মোহিত॥
কটী হেরি বারণারী, পলায় গহনে।
রোদন করিছে তারা, হেরিয়া লপনে॥
সাদরুহ বিসবাহু, হেরে মন হরে।
দশেন্দু উদয় দীপ্ত, করাঙ্গুলে করে॥
গুণবতী বিদ্যাবতী, রসিকা ললনা।
কোমল নিতম্বোপরি, কনক গহনা॥
তরাগ শঙ্কাল নাভি, দেখিতে সুন্দর।
ত্রিবলীর ছলে পাশে, চলে পদ্মীকর॥
নীলাম্বর পরিধান দ্বিরদ গামিনী।
কটাক্ষে মুনির মন, হরে নিতম্বিনী॥
সুঠাম গঠন কিবা হাটক বরণী।
অপাঙ্গ দর্শনে জ্ঞান হরে সে রমণী॥
হাব ভাব ভঙ্গিমায়, কামের কামিনী।
কুমার পাইলা সেই, কুমারী মোহিনী॥
দ্বিজ কবি শ্যামাপদ করিয়া স্মরণ।
কুমারীর মহারূপ, করিলা বর্ণন॥

অথ প্রণয় সঞ্চার।

গদ্য।

ভূপ কুমার সুপ্রণয়িনীর রূপ মাধুর্য্য চাতুর্য্য বাগ বৈদগ্ধ্য ও ক্রীড়া নৈপুণ্য এবং কুরঙ্গ লোচন দ্বয়ের চঞ্চলতা চারুতা সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তোষ হইলেন, এবং স্ত্রৈণ্য প্রযুক্ত অন্যান্য বিষয় কার্য্যে ও শাস্ত্রাধ্যয়ণে পরাঙ্মুখ হইয়া অহর্নিশা ঐ অন্তঃপুরা-বলম্বিনী নিতম্বিনীর প্রেম মদোন্মত্ত হইয়া এমত প্রতিবশে বশ্য হইয়া ছিলেন যে ক্ষণকালের নিমত্ত-ও সেই মকরন্দ ভাষিণী মরালগামিনী হরিণ নয়নী কুলকামিনীকে নেত্র পথের বহির্ভূত করিতে পারিতেন না, সর্ব্বদাই পিঞ্জরাবদ্ধশুক শারী সদৃশ নির্জ্জন রম্য হর্ম্মোপরি সীমন্তিনী সমভিব্যাহারে নিধুবন রসাস্বাদনে লুব্ধ চিত্ত হইয়া সময় যাপন করিতেন আর ঐ অন্তঃপুরান্তরালে থাকিয়া শারিরীক যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেন, তথাপি নগরী পদবিতে পাদার্পণ করিতেন না, রাজকুমারীও তদ্রূপ, সেই সুকুমার রাজ কুমারের সৌকুমার্য্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে উল্লাসিত চিত্ত হইয়া প্রগাঢ় প্রেমদানে প্রিয়কান্তকে একান্ত বসম্বদ করিয়াছিলেন, কখন কোন সময়ে প্রেম গ্রন্থির শিথিল হইবেক এই ভয় ব্যগ্রতা প্রযুক্ত সততঐ চারুঙ্গী সর্ব্বাঙ্গ

দয়িতকে সুকোমল হৃদয়-কমলোপরি স্থাপিত করিয়া অশেষ শর্ম্ম সম্প্রদান পুরঃসর প্রাণেশ্বর সমীপে প্রতিপন্ন মন্যা হইতেন নৃপনন্দন সুধাংশু শঙ্কাশ রাহুর কপোলান্তরে পতিত হইয়া অযশঃ তিমিরে অবনীমণ্ডল অবগুণ্ঠিত করিলেন।

অথ কুমারের বনবাসাদি কথন।

পদ্য।

এইরূপে কুমার লইয়া সীমন্তিনী।
অন্তঃপুর মধ্যে থাকে, দিবস যামিনী॥
নাহি করে রাজ কর্ম্ম, সভায় না আসে।
নৃপ সন্নিকটে নিন্দাবাণী সবে ভাষে॥
ভূপতি ভাবেন মনে, উপায় কি করি।
সন্তানে সন্তাপ দিই, কিম্বা প্রাণে মরি॥
কি মন্ত্রণা করি ইথে, কহ মন্ত্রিগণ।
কুবুদ্ধি শিখিল কেন, আমার নন্দন॥
না শিখিলা রাজনীত, হিত উপদেশ।
সতত বা সরে থাকে, নাহি কাজ লেশ॥
মনে মনে ভাবি মম একটি কুমার।
অবসর হব সুতে, দিয়া রাজ্যভার॥
না পুরিল মনো আশ, সে সব আহ্লাদ।
হৃদয় করিল মম, হরিষে বিষাদ॥

সন্তান হইতে দেখি, নাহি কুলোজ্জ্বলা।
এত দিন পরে বুঝি ছাড়িলা কমলা॥
অতএব সকলেতে, দেহ সুমন্ত্রণা।
নতুবা প্রাণেতে মরি, না সহে যন্ত্রণা॥
মন্ত্রী বলে মম বাক্য, শুন নরপতি।
দুষ্টের দমন ভূপ কর শীঘ্রগতি॥
উচিত তনয়ে ত্বরা, দেহ বনবাসে।
দ্বাদশ বৎসর যেন, না আসে নিবাসে॥
এই যুক্তি মম উক্তি, শুন নরপতি।
ইহা ভিন্ন আর অন্য নাহি দেখি গতি॥
ভূপতি কহেন যুক্তি বুঝিলাম সার।
সন্তানে এমন বাক্য, কহি কি প্রকার॥
অমাত্য কহেন তবে, শুন হে রাজন।
দাসীর করেতে দিয়া পাঠাও লিখন॥
এতেক শুনিয়া নৃপ লিখিয়া লিখন।
দাসীর করেতে দিয়া, করেন প্রেরণ॥
লিখন লইয়া দাসী, যামিনী মুখেতে।
কুমারে প্রদান করে, শয়ন গৃহেতে॥
বিধান করিয়া পত্র, সজল নয়ন।
কেমনে লিখিলা পিতা, নিদয় বচন॥
অকস্মাৎ কি বিষাদ, ঘটাইলা বিধি।
গহনে যাইতে পিতা, করিলেন বিধি॥

কি করিব পিতৃ আজ্ঞা, হইবে পালিতে।
প্রভাতে উঠিয়া যাব, না রব বাটীতে॥
এতবলি বিরস, বদনে রাজ-সুত।
ধরাসনে বসিলেন, হয়ে দুঃখ যুত॥
না সরে বদনে বাক, অবাক হইল।
কুমারী তাঁহার দারা, দেখিতে পাইল॥
নিকটেতে আসি বসি, শশিমুখী ধনী।
জিজ্ঞাসে কুমারে নাথ, কি হলো এখনি।
কেনবা বহিছে ধারা, কমল লোচনে।
সুবর্ণ পালঙ্ক ত্যজি, কেন নিরাসনে॥
কি হেতু বিরস তব, সরস বদন।
কি হেতু সুবর্ণ নীল, কহ বিবরণ॥
ব্যাকুলিত কেন চিত, অনুচিত দেখি।
তব দুঃখ হেরি দগ্ধ, হয় জ্ঞান কেকি॥
সতত স্মিতাস্য তব, হৃষ্ট চিত্ত মন।
কি হেতু বিমর্ষ অদ্য কহ সে কারণ॥
কুমার কহেন কহি, শুন প্রাণপ্রিয়ে।
সে কথা কহিতে শেল, বাজে মম হিয়ে॥
কেমনে কহিব তাহা, তব বিদ্যমানে।
না শুনিয়া আছ ভালো, শুনেছ ত প্রাণে।
প্রীয়গুণে বিগুণ, হইল তব হেতু।
অদ্যাবধি ভগ্ন হলো, সুখ সিন্ধু সেতু॥

কেন হেন আশা হীন, করিলেন হরি।
কাননে যাইতে হবে, তোমা পরিহরি॥
এ জন্যে বিমগ্ন মনে, বসে নিরাসনে।
বিশেষ তোমার চিন্তা, বলবতী মনে॥
কে জানে এমন হবে, হরিষে বিষাদ।
কি ছিল আমার সহ, বিধাতার বাদ॥
নবীনা যুবতী তুমি, পরমা সুন্দরী।
ত্যজিয়া অরণ্যে যাব, আহা মরি মরি॥
তুমি যে আমার অতি, প্রাণের প্রেয়সী।
আর না হেরিতে পাব, তব মুখশশি॥
আর না শুনিতে পাব কোমল বচন।
আর না হেরিব তব, মরাল গমন॥
তিলার্দ্ধ ছাড়িতে নারি, থাকি সদা পাশে।
কি রূপে বিচ্ছেদ চ্ছেদ, হবে বনবাসে॥
এমন নূতন প্রেমে, কে হইল অরি।
বলিতে বিদরে বুক, হরি হরি হরি!॥
সুখের সময়ে বিধি করি বিরম্বন।
অকুলে ভাসায়ে দিলা, আমার জীবন॥
বিচ্ছেদ সাগরে প্রিয়ে, নাহি দেখি কুল।
প্রণয় ভাবনা ভাবি, হোতেছি আকুল।
কি করিব বিধি বাম, অকিঞ্চন প্রতি।
বিদায় করহ বনে, যাব শীঘ্রগতি॥

এইরূপে বহুতর, বিলাপ করিয়া।
নারীর নিকটে লন, বিদায় চাহিয়া॥
বিপীন বিহারি কয়, কুমার রতন।
কেমনে যাইবে বনে, ত্যজি প্রাণধন॥

অথ কুমারীর আক্ষেপ এবং কুমারের বনযাত্রা।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল জৎ।

ওহে নাথ কেমনে বিদায় দিব গহনে।
আমার প্রাণান্ত একান্ত কান্ত তিলেক অদর্শনে
আমি তব সংহনন, তুমি হে মম জীবন,
জীবন বিহীন মীন বাঁচে কি হে জীবনে॥

পদ্য।

পতির নির্ঘাত বাক্য, শুনিয়া রমণী।
আকাশ হইতে ভূমে, পড়িলা অমনি॥
গ্রাসিলেক জ্ঞানচন্দ্র, অজ্ঞান রাহুতে।
ভূতলে পড়িলা মাথে, হানিয়া বাহুতে॥
সঘনে নিশ্বাস বয়, মুখে নাহি বুলি।
বিমগ্ন যেমন থাকে চিত্রের পুতুলি॥
ক্ষণেক বিলম্বে প্রকাশিলা জ্ঞান শশি।
তখন করিয়া খেদ, কহিছে রূপসী॥

হেন কুবচন নাথ, কেমনে কহিলে।
কুপতি হইবে কোথা, গহনে চলিলে ॥
মনে মনে বড় আশা, ছিল গুণমণি।
রাজা হোলে রাজ রাণী, হইব তখনি ॥
রেখেছিনু আশা-তরু, দিয়া আশা জল।
সমূলে নির্ম্মূল হলো, না ফলিতে ফল ॥
তরুণ যৌবন তরী, পুরি প্রেমরসে।
নিরাকুলে ভাসাইয়া, যাবে বনবাসে ॥
না করিলে ব্যবসা, বাণিজ্য এ তরীতে।
পূর্ণকরি ভাসাইলে, দুঃখ জলধীতে ॥
বিচ্ছেদ তুফানে তরী, বাঁচিবে কেমনে।
মাঝি বিনা রস তরা, ডুবিবে জীবনে ॥
তুমি হে কাণ্ডারি নাথ, আমি নব তরী।
তোমা বিনে এ অকুলে, কেমনে বা তরি ॥
আমি কুমুদিনী সম, তুমি সুধাকর।
মুদিতা করিয়া কোথা, যাবে প্রাণেশ্বর? ॥
আমি চাতকিনী সম, তুমি নবঘন।
প্রেমনীর বিনা কিসে বাঁচিবে জীবন ॥
তুমি মম প্রাণনাথ, আমি তব দাসী।
কোথায় যাইবে কোরে, দাসীরে উদাসী ॥
পরম পুরুষ তুমি, সর্ব্বগুণাধার।
আমি জ্ঞান হীনা বালা, কি বুঝাব আর ॥

রমণীর ধাতা শোভা, শুনিয়াছি পতি।
কান্ত বিনা কান্তারভো, নাহি অন্য গতি ॥
বৃথা তার নরাকার, বৃথা তার সব।
শরীরে থাকিতে-প্রাণ, হোয়ে রয় শব ॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তার, জীবনেতে ধিক্।
ইহার অধিক ধিক্, কি দিব অধিক ॥
শোভাহীন রূপ আর, রাজা হীন ভূপ।
গগণ জলদ হীন, নীর হীন কূপ ॥
রবি হীন দিন আর, পুত্র হীন পুর।
শশি হীন নিশি আর, শক্তি হীন স্থূর ॥
মধুহীন ফুল যথা, ফল হীন বন।
অবিকল সেইরূপ, পতি হীন জন ॥
আমারে ত্যজিয়া কান্ত, একান্ত যাইবে।
নারীর অশান্ত স্বান্ত, কেশান্ত করিবে ॥
যাইতে না দিব নাথ, ধরি তব পায়।
পতি বিনা যুবতীর, নাহিক উপায় ॥
তবে যদি যাহ নাথ, করি প্রতারণ।
একান্ত জীবনে আমি, ত্যজিব জীবন ॥
শুনিয়া নারীর কথা, ভাবেন তখন।
উভয় শঙ্কট বটে, কি করি এখন ॥
যা হোক্ যাইতে হবে, গহনে নিশ্চয়।
জনকের আজ্ঞা হেলা, উপযুক্ত নয়, ॥

এত ভাবি ভাবিনীরে, কহেন কুমার।
তব দুখ হেরি বুক, বিদরে আমার ! ॥
তোমারে ত্যজিব এত, নহেত বাসনা।
উন্মাদিনী হোয়ে ধনী, পাসর আপনা ॥
বুঝায়েছ যত প্রিয়ে, মধুর বচনে।
আমি কি বুঝিক তাহা, ভাবিয়াছ মনে ? ॥
তোমার যে রূপ দুঃখ, আমার তেমতি।
স্বইচ্ছায় করে কেবা, নির্জ্জনেতে গতি ॥
নৃপের নন্দন নাহি, জানি রাজনীত।
হিতার্থে জনক মম, করিলা বিহিত ॥
বিষাদ না ভাব মনে, শুন মম বাণী।
তোমারে কাতরা হেরি, ব্যাকুলিত প্রাণি ॥
প্রসন্না হইয়া কথা, কহ একবার।
শ্রবণে সুস্থির প্রাণ, হউক আমার ॥
চিন্তান্ত করহে প্রিয়ে, নেত্রাম্বু সম্বর।
হাস্য আস্য দেখাইয়া, মর্ম্ম দুঃখ হর ॥
আক্ষেপ না কর ধনী, স্থির কর মতি।
বনবাস হইতে, আসিব শীঘ্রগতি ॥
রাজ সিংহাসনে বসি, রাজ্য প্রপালিব।
নানা রত্নে সাজাইয়া, বামে বসাইব ॥
এইরূপে কুমারীরে, প্রবোধ করিয়া।
পালঙ্কে উঠেন পরে, শয্যাসন ত্যজিয়া ॥

দ্বিতীয় প্রহর নিশী, হইলে বিগতা।
নিদ্রাগতা শয্যাপোরি, ধনী স্বর্ণ লতা॥
কুমারের নাহি নিদ্রা, ব্যাকুলিত প্রাণ।
ভাবিতে ভাবিতে হয়, নিশি অবসান॥
তখনি উঠিয়া ত্বরা, নৃপের নন্দন।
গহনে চলেন অশ্বে, করি আরোহণ॥
জনক জননী দাস, দাসী না জানিল।
স্বীয় সীমন্তিনী সেতো, নিদ্রিতা রহিল॥
দ্বিজ কবি ভাবে ভাবি, শ্রীশ্যামাচরণ।
কুমারী-কুমার কাব্য, করিলা রচন॥

অথ পতি বিরহে কুমারীর বিলাপ।

পদ্য।

প্রভাত হইল নিশী, প্রকাশে তরণি।
নিদ্রা ত্যজি উঠিলেন, স্বর্ণময়ী ধনী॥
দেখেন নাহিক পাশে, প্রাণ প্রিয়বর।
ভূতলে পড়িলা ধনী, হইয়া কাতর॥
এলোথেলো কেশ বেশ, যেন পাগলিনী।
নয়নের নীরে ভাসে, হৃদি কুমুদিনী॥
ছিন্ন ভিন্ন বসন, মলিন সুবরণ।
কোথা পতি বলি, সতী করেন রোদন॥

কি কাল রজনী মম, হইল প্রভাত।
অনাথা করিয়া কোথা, গেলা প্রাণ নাথ॥
আঁখি অগোচরে যাঁরে, পাসরিতে নারি।
তাঁহার বিচ্ছেদ বাণ, কেমনে নিবারি॥
নয়ন রঞ্জন মম, তুমি গুণাকর।
তব অদর্শনে যাবো, শমন গোচর॥
যৌবন ভুজঙ্গ অঙ্গ, করিবে দংশন।
পতি বিষ বৈদ্য বিনা, কে করে রক্ষণ॥
পীনোন্নত কুচ নগ, বুকে চাপাইয়ে।
আর না নামালে তাহা, গেলে পলাইয়ে।
একেত যৌবন রসে, হইয়াছি ভারি।
তাহে কুচাদ্রির ভরে, নড়িতে না পারি
এ যাতনা সহিতে কি পারিবে কামিনী।
রতিপতি হাতে শর, দিবস যামিনী॥
ভাসাইয়া দুঃখিনীরে, দুঃখের আধারে।
দাসীরে নিদয় হোয়ে, সদয় কাহারে॥
মনে মনে ছিল যদি, যাবে পরিহরি।
তবে কেন আনিলেন, বৃথা বিয়ে করি॥
নিতান্ত বাসনা তব, আমি হব দুখী।
এ জন্যে অরণ্যে গেলা, করিয়া অসুখী॥
অতএব জানিলাম, বিধির বিপাকে।
আপন অদৃষ্ট ক্রমে, হারাই তোমাকে॥

এইরূপে কতক্ষণ, বিলাপ করিল।
জনক জননী শোকে, কাতর হইল॥
এ দিকে কুমার হয়ে, ভ্রমিয়া ভুবন।
প্রবেশ করিল এক, নিবীড় কানন॥
দ্বিতীয় প্রহর দিবা, বসন্তের ধূপ।
চন্দ্রানন শুকাইয়া, হইলা বিরূপ॥
তাহে ক্ষুধানলে জ্বলে, জঠর অনল।
নাহি চলে বহু শ্রমে, হয়েছে দুর্ব্বল॥
তপনীর তনুকান্তি, গলে ঘর্ম্ম গলে।
অটবী ভিতলে বলে, কিশলয় তলে॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তার, জীবন চঞ্চল।
ভক্ষণ করিলা ভুলে, বহুবিধ ফল॥
নিবৃত্ত হইল ক্ষুধা, সুধাময় ফলে।
বারি বিনা কুমারের, কিন্তু প্রাণ জ্বলে।
কাতর হইয়া নীর, দেখে বনে বনে॥
পুষ্কর দুষ্কর মেলা, ভাস্কর কিরণে।
বিপীণবেপারি দ্বিজ, খ্যাত সরকার।
রচিল পুস্তক নাম কুমারী কুমার॥

অথ কুমারের জল অন্বেষণ।

গীত।

রাগিণী সুরট। তাল জৎ।

কোথায় জননী যায় প্রাণ গহনে। দেখা দেহ

মুক্তকেশী স্মর হর বরণে॥ এ মা নীরদ বর-
ণী নীরে, রাখ প্রাণ এ প্রাণীরে, সকাতরে
ডাকি তোরে, হের মা নয়নে। জীবন বিনে
জীবন, ছাড়িলা মা, সন্দন,. অন্তকালে
দরশন, দেহি মা সন্তানে॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

প্রখর রবির করে, তাপিত সুকলেবরে,
বারি বিনে কুমার রতন।
কহে কেমনে বাঁচিব, কি করিব কোথা যাব,
কোথা গেলে পাইব জীবন॥
বুঝি মম গেল প্রাণ, কে করিবে জল দান,
নৃপতি নন্দন মনে ভাবে।
পিতার আজ্ঞা পালনে, আসিয়া নিবীড় বনে,
মরিলাম উদক অভাবে॥
করিতেছে চিন্তে চিন্তা, কোথা বন্ধু কোথা ভ্রাতা,
কোথা বা-সে জননী জনক।
আমি তোরে বনবাসি, দুঃখের সাগরে ভাসি,
কোথা মম সে সুখ জনক॥
কি করিব বিশ্বেশ্বরে, সকলি কপালে করে,
সে ভানু হেরিলে তনু-দয়।

এখন সে রবিকর, জ্ঞান হয় সুধাকর,
বাস্তবেতে গগণে উদয়॥
এইরূপে নৃপ সুত, হয়ে অতি দুঃখ যুত,
করে খেদ না যায় বর্ণন।
এ হেতু সংক্ষেপে বলি, শুন সব সভ্যাবলি,
হয়ে করে পুনঃ আরোহণ॥
ভাবিতেছে মনে মন, ভ্রমিতেছে বনে বন,
অন্বেষণ করিতে জীবন।
কোথায় না জল পায়, বলে একি অনুপায়,
একি দায় হোলেম নিধন॥
এত বলি সকাতরে, ডাকিতেছে উচ্চৈঃস্বরে,
চাতকের মত জল দেরে।
প্রাণে হয় হয় হত, মম প্রাণ শ্বাষগত,
জল বিনা মরি জল দেরে॥
কোথা তারা কাল রূপা, সজল জলদ রূপা,
ডাকি আমি তোমারি তনয়।
হের মা কটাক্ষ বাণে, শবাসনা স্ব সন্তানে,
কৃপণতা উচিত তো, নয়॥
সর্ব্ব দুঃখ বিনাশিনী, সর্ব্ব সুখ প্রদায়িনী,
কাল করে রক্ষা কর কালী।
তবে কেন বিনাধন, তনয় ত্যজে জীবন,
ভাবিয়া মরণ হলো, কালি॥

মুখে এই শব্দ করে, ভ্রমিতেছে অশ্বোপরে,
দেখে দেখে এক মুনিবর।
কমণ্ডলু করি কাছে, যোগাসনে বসিয়াছে,
রূপেতে জিনিয়া দিবাকর॥
শিরোপরি লম্বা জটা, কি কব কোটার ঘটা,
ঝুলিয়া পড়েছে সব কটা।
গাত্রেতে উড়িছে খড়ি, উরুসে পড়েছে দাড়ি
তৈলাভাবে হইয়াছে কটা॥
তাহার নিকটে গিয়া, পদ প্রান্তে প্রণমিয়া,
কুমার অভয়ে জল চায়।
মুনির ভাঙ্গিল যোগ, বাক্যে করি মনোযোগ,
নৃপতি তনয় পানে চায়॥
কে তুমি কোথায় বাস, কি হেতু আমার পাশ,
মনের মানস কিতা বল।
অন্তরে আহ্লাদ গুণি, কুমার কহেন মুনি
নীরাভাবে হয়েছি দুর্ব্বল॥
কি কহিব পরিচয়, আমার হৃদয় ...
জীবনে জীবন দান দেহ।
এই নিবেদন মম, শুন মুনি পিতৃ সম
নতুবা, ত্যজিব প্রাণ দেহ॥
মুনি হয়ে কৃপাবান, বলে শুন সে সন্ধান,
ঐ বনে আছে সরোবর।

যাহ বাছা ত্বরা করি, হয়ের "লাগাম" ধরি,
বিনা বারি মরে অশ্বরর॥
শুনিয়া তাঁহার কথা, অমনি ধাইল তথা,
সরোবর দেখিবারে পান।
নিরখিয়ে পদ্মাকর, পুলকিত কলেবর,
আনন্দে করেন জল পান॥
পেয়ে সুশীতল জল, হইলেন সুশীতল,
হেনকালে অস্তে বিরচন।
দ্বিজ কবি গৃহে বসি, কাব্য রূপ বনে পশি,
ভাষায় করিলা বিরচন॥

সরোবর বর্ণন।

লঘু-ত্রিপদী।

দেখে সরোবর, অতি মনোহর,
কমলে কমল শোভে।
নানা পক্ষি চরে, মধুপ গুঞ্জরে,
সরসের রস লোভে॥
বালাক্ষ গঞ্জন, রসিক রঞ্জন,
খঞ্জন কমলে নাচে।
কোক কারাণ্ডক, সহিত সাবক
বিহরে তরাগ কাছে॥

সরসে সারস, সরস সরস,
সুশোভিতা চারি পাশে।
সুনির্ম্মল জল, পুষ্পেতে উজ্জ্বল,
নীলোৎপল দল ভাসে॥
কমলিনী নীরে, কম্পিতা সমীরে,
সুন্দর সুরভী বয়।
মত্ত মধুপানে, পদ্ম সন্নিধানে,
ভ্রমিছে ভ্রমর চয়॥
অর্কহেন কালে, ঢাকি ঘন জালে,
অস্তাচলোপরি যান।
সকল নলিনী, হইলা মলিনী,
কেকিকুল করে গাণ॥
হেরি ইন্দুদয়, কুমুদিনী-চয়,
সহাস্য বদনা হয়।
যেন শশধরে, সম্ভাষণ করে,
ভাবে হয় ভাবোদয়॥
কোন তরুবর, হয় শোভাকর,
জোনাকির হার পরি।
আহা! কিবা শোভা, মুনি মনোলোভা,
কেমনে বর্ণন করি॥
বিহগাদি গণ, শশির বদন,
ঈক্ষণ করিয়া ভাবে।

করিছে প্রস্থান, আপনার স্থান,
পুলকিত হয়ে কায়॥
কোকিল কুহরে, শ্রবণ কুহরে,
শুনে সারা কামশরে।
বিয়োগীর মন, হলো উচাটন,
দারুণ বিরহ জ্বরে॥
হেন সময়েতে, কলসী কক্ষেতে,
ধাইলেক এক নারী।
কি কহিব রূপ, কোটি সুধাকূপ,
সুরূপ বর্ণিতে নারি॥
সুধাংশু বদনী, সুবর্ণ বরণী,
কুরঙ্গ নয়নী প্রায়।
কেশ পয়োধর, লোহিত অধর,
দর্শনে হর্ষিত কায়॥
গীর্ব্বাণ বাঞ্ছিত, রসিক রঞ্জিত,
হেরে পায় লাজ রতি।
হেম কুম্ভ বর, ধরে পয়োধর,
গজেন্দ্র গঞ্জন গতি॥
গলে মতি হার, হরে অন্ধকার,
চিক্ মিক্ কিবা জ্বলে।
হেরে করাম্বুজ, লাজেতে অম্বুজ,
লুকাইল গিয়া জলে॥

কান্তি সোম সম, নিতম্ব কুসুম,

পরণে কুসুম সাটী।

মৃগেন্দ্র পলায়, ফিরে ফিরে চায়,

কটি হেরি লাজে কাটি॥

হেম চন্দ্রহার, আহা কি বাহার,!

বিপুল নিতম্বোপরে।

পরিয়াছে বালা, কনকের বালা,

কনক কঙ্কন করে॥

করে বেস বেশ, মিটায়ে আবেস,

উদয় সরসী তীরে।

কুম্ভেজল পুরি, সুন্দরী সুন্দরী,

চলিলেন ধীরে ধীরে॥

সরোবর তীরে, হেরে যুবতীরে,

জ্বলিয়া মদনানলে।

কুমার অমনি, অভাবে রমণী,

পড়িল অবনী তলে॥

বিচলিত চিত্ত, হইয়া বঞ্চিত,

অপূর্ব্বা কুমারী প্রাণে।

ভাবে মনে মন, এ ধনী নিধন,

করিল নয়ন বাণে॥

কিসে নিবারণ, করিব এখন,

অনঙ্গ অনল বাণ।

অন্তর অস্তর, করে নিরন্তর,
নাহি দেখি পরিত্রাণ ॥
"কুসুমময়„ শর, ব্যক্ত চরাচর,
বাস্তবিক তাহা নয়।
তা যদি হইবে, কেন বা মরিবে,
হরানলে ফুলশর ॥
না দেখি উপায়, করে হায় হায়,
কুমার রতন ধীর।
বিচ্ছেদ জ্বালায়, পতিত ধরায়,
নয়নে বহিছে নীর ॥
এ রূপে তখন, করেন রোদন,
প্রথমতঃ নিশাভাগে।
বন চর চরে, অরণ্য ভিতরে,
গর্জ্জন করিছে নাগে ॥
হেরি বিপরিত, হয়ে ভয়াম্বিত,
কুমার ভাবিতান্তরে।
ভয়ে থর থর, কম্পে কলেবর,
উঠে বৃক্ষ পাদপোপরে ॥
ভীত হয়ে চিতে, অতি শঙ্কুচিতে,
কানন চাহিয়া দেখে।
সেই তরুতলে, বহু পশু মিলে,
যৌতিক আটক রেখে ॥

কুমারী-কুমার।

কুমার সুমনে, ভাবেন কেমনে,
সে মঞ্জু মহিলা পাব।
দ্বিজ কবিবর, পাবে মহাশর,
সমধিক নাহি ভাব॥

অথ অটবী বর্ণন।

লঘু-ত্রিপদী।

কুমার তখন, করে নিরীক্ষণ,
অতি রমণীয় বন।
কিসলয়োপরে, কুহু কুহু স্বরে,
ডাকিছে কোকিল গণ॥
ফুল সকল, পড়ি শত শত,
রয়েছে ধরণী তলে।
যত তরুগণ, করিছে রোদন,
নীহার পতন ছলে॥
মধুপানে রত, হোয়ে মধুব্রত,
বসিছে প্রফুল্ল ফুলে।
মন্দ মন্দানিল, বহিতে লাগিল,
ভ্রমর উঠিল ফুলে॥
গোলাপ পারুল, মল্লিকা বকুল,

কুমুদিনী গণ, সহাস্য বদন,
নিরখি তুহিন করে ॥
সরোবর জলে, জলজিনী জ্বলে,
মধুপ ব্যাকুল তায়।
চকর ক্ষুধায়, মাতিয়া সুধায়,
সুধাধাম ধামে ধায় ॥
জাতি জুতি ফুল, সুগন্ধ বকুল,
ঘ্রাণেতে ব্যাকুল মন।
কামাগুণে কাম, দহে অবিরাম,
নিরখিলে সেই বন ॥
শশির প্রকাশে, কাননের পাশে,
সুখে শিখীকুল নাচে।
যত পিককুল, করে কুলকুল,
বনফুল কুল গাছে ॥
বন পশু সব, করে ঘোররব,
কুমার ভাবিত মনে।
ডালে শুকশারী, বসে সারিসারি,
সুখে সাবকের সনে ॥
করি মহাভুল, বেড়ায় শার্দ্দুল,
পাইয়া অশ্বের ঘ্রাণ।
লম্ফেতে অমনি, কাঁপানে অবনী,
বধিল অশ্বের প্রাণ ॥

নৃপেন্দ্র কুমার, করে হাহাকার,
বারি বহে দুনয়নে।
একাকি তখন, চাহে সর্ব্ব বন,
ভয়ে ভীত মনে মনে॥
দৈবের ঘটনে, দেখে সেই বনে,
সুন্দর যুবতী নারী।
শোভিছে কানন, করিছে রোদন,
নয়নে বহিছে বারি॥
পরম রূপসী, জিনি পূর্ণ শশি,
বসিয়া বিটপী তলে।
মরি কিবা রূপ, না দেখি সুরূপ,
অসীম ধরণী তলে॥
আনন্দিত মনে, ত্বরিত গমনে,
কুমার রতন চলে।
সমীপেতে গিয়ে, পুলকিত হয়ে,
বিনয় বাক্যেতে বলে॥
কাহার কামিনী, বসে একাকিনী,
ভাসিছ রোদন জলে।
বল বিবরণ, কিসের কারণ,
বসিয়া বিটপী তলে॥
কোথা তব ধাম, কিবা তব নাম,
কাহার দুহিতা হও।

হেরি তব মুখ, বিদারিছে বুক,
সদয় হইয়া কও ॥
বল বল ধনী, ও মুখের ধ্বনি,
শ্রবণে যুড়াক প্রাণ।
বলনা ললনা, ত্যজিয়া ছলনা,
নতুবা ত্যজিব প্রাণ ॥
এমন সুন্দরী, কোন প্রাণে ধরি,
গহনে দিয়াছে পতি।
মারে এই লয়, জ্ঞানবান নয়,
পশুর মতন মতি ॥
এ যে রূপবতী, জিনি বিদ্যাবতী,
দীপ্ত করে যেন শশি।
রূপের বর্ণন, করেন তখন,
হেরে তার মুখ শশি ॥

অথ সাধু কন্যার রূপ বর্ণন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

তপনে করেছে পণ, বিধুসনে আলাপন,
করিয়া রহিব গহনেতে।
অকলঙ্ক শশি হবো, ক্রমে নিশা পত্নী লবো,
অন্ধকার নাশিব দীপ্তেতে ॥

নয়ন কি সুশোভিত, কুবলয় এপাঙ্গিত,
লুকাইত সরসী ভিতরে।
মুক্তাবলি জয়ীদন্ত, জ্যোতিঃ যেন পুষ্পবন্ত,
মুখাস্তে বিম্বের শোভা হরে!॥
সজল জলদ প্রায়, কুন্তল কি শোভা পায়,
হেরিয়া ডাকিছে চাতকিনী।
কেশে বেশে কিবা রূপ, এযে হেরি অপরূপ,
ঘন কোলে যেন সৌদামিনী॥
কুচদ্বয় হেরি রাগে, বাসরাস্তে নিশাভাগে,
কুচাকার হয় কুশেশয়।
বিস বিনিন্দিত ভুজ, তদাগ্রেতে করাম্বুজ,
নখরেতে দশ চন্দ্রোদয়॥
ভুজঙ্গিনিনিতম্ব হেরি, হরি কটি নিল হরি,
ছাড়াইতে নাগের ভীষণ।
হরেছে হংসের গতি, তাহা হেরি প্রজাপতি,
শোকান্বিত হংসের কারণ॥
পদাঙ্গু চম্পক কলি, কোকনদ পদ তলি,
তপনের আভা প্রায় এসে।
অঙ্গেতে সুচারু বাস, অধরে পীযূষ ভাষ,
কর্ব্বুর মেখলা কটি দেশে॥
গঠন সুঠাম অতি, নবীনা যৌবন-বতী,
সদা ভীত রতি পতি ত্রাসে।

নিরখি তাহার রূপ, কুমার রসের কূপ,
কনকাঙ্গ শিহরে আবাসে ॥
বলে এক চমৎকার, এমন সুন্দরীকার,
হবে বুঝি অনঙ্গ রমণী।
অতএব পুনর্ব্বার, জিজ্ঞাসিয়া জানি সার,
কহে কিনা কহে চন্দ্রাননী ॥
এতবলি ভূপাত্মজ, কান্তি জিনি অরণ্যজ,
জিজ্ঞাসে কন্যার পরিচয়।
মম সহ আলাপনে, সরোজ জিনি-লপনে,
কহ কথা হইয়া সদয় ॥
বিধুমুখী বল বল, করোনা করোনা ছল,
অবিকল সকল ভারতি।
মৃগাঙ্ক হেরি নয়নে, কান্দিতেছে একাননে
কার বালা কোথায় বসতি ॥
শুনিয়া অমনি ধনী, করিয়া কোকিল ধ্বনি,
কহেন স্বকীয় পরিচয়।
করিদপুর গ্রামে ধাম, বিপিন-বেহারি নাম
বর্ণে তাহা শুন সভ্য চয় ॥

অথ সাধু কন্যার পরিচয়।

গদ্য

রাজকুমারের এই বাক্য শ্রবণে শ্রবণ করিয়া সাধু-কন্যা সুমধুর স্বরে স্বকীয় পরিচয় আমূলত বিস্তারিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে যুবরাজ যদ্যাপি করুণাবান হইয়া এই দুর্ভাগা-রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তবে আমার দুঃখের কতিপয় কথা বিস্তার করিয়া কহি, শ্রবণ করুণ।

তালধ্বজ নগরে যশচন্দ্র নামে অতিশয় দ্রবিনাঢ্য এক বণিক আছেন, আমি তাঁহারি দুহিতা, আমার নাম কাদম্বিনী, আমি কাল-ক্রমে বিবাহ যোগ্যা হইলে মৎপিতা আমার উদ্বাহার্থ পরম সুন্দর এবং বণিক্ তনয়কে আনিয়া তাঁহার সহিত আমার পরিণয় দিলেন, পরে আমার পতি মৎপ্রতি প্রতিকূল হইয়া আমার যৌবন লক্ষ্মীর সৌভাগ্য সময়ে বাণিজ্যার্থ দূর দেশে প্রস্থান পরায়ণ হইলেন, তদবধি কান্ত-বিরহে নিতান্ত খেদান্বিতান্তঃকরণ হইয়া প্রাণ-পতির পুনরাগমন প্রতীক্ষায় তৃষিতচাতকীর ন্যায় মেঘোন্মুক্ত জল বিন্দু প্রত্যাশা ন্যায় পুনঃ পুনঃ পন্থাবলোকন করিতেছিলাম, পরে কাল ক্রমে কাল বসন্ত ঋতু রা-

জ্যের অধিকার করিল্পে কোকিল-কুল কাকলি কলাকুলা মানস হওত' দুরন্ত-বলবন্ত-রতিকান্তের নিরন্তর শর প্রহারে জর্জ্জরিতাঙ্গী হইয়া একদা দিবাবসান সময়ে সখিসহ সৌধোপরি পরিভ্রমণ করিতেছিলাম, তৎকালে তন্নগর নিবাসি দ্বিজ-রাজ শঙ্কাশ এক দ্বিজরাজ যুবরাজ রাজপথাবলম্বন করিয়া গমন করিতেছিলেন, দৈবাৎ ঐ মনোহর নাগর আমার নয়ন পথে পতিত হইবায় দুঃসহ দর্পকদহনে প্রদগ্ধা হইয়া বিপ্র-কুমারের সুকুমারতা ও লাবণ্য-লহরী নিরন্তর অন্তরে জাগরূক রহিল, পরে দ্বিজ কিশোরের সহিত প্রণয় করণের নিতান্ত মানসে মানস হওয়াতে এক দিবস সখির সহিত কথোপকথন করিতে করিতে কহিলাম, হে প্রিয় সখি! আমি একান্ত কান্ত বিরহে কাতরা হইয়া সেই যুবরাজকে আত্ম মনঃ প্রাণ সমার্পণ করিয়াছি, যদি সে প্রিয়তমের সমাগম লাভ না হয় তবে আ-মার জীবনাশা পরিত্যাগ কর, নতুবা সেই মচ্চিত্ত চৌরকে ধৃত করিয়া আমার প্রেমরজ্জুতে সুদৃঢ় রূপে বন্ধন করাইয়া এই কান্তার্থিনী কামিনীর মন-বাঞ্ছা পূর্ণ কর? প্রিয় বয়স্যা আমাকে নিতান্ত অ-ধীরা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমার অনুমত্যানুসারে সেই মনোহরণীয় যুববরের অন্বেষণে নগরের মধ্যে

গমন করিলেন, কিন্তু ঈশ্বরানুকম্পায় অনন্তসন্ধানেই সেই নাগরের সহিত পথি মধ্যে সাক্ষাৎ হইলে মদীয় সম্বন্ধীয় যাবতীয় বৃত্তান্ত আমূলত বর্ণন করিয়া কহিলেন, যে হে প্রিয়বর! তোমাকে অদ্যই সেই কান্তার্থিনীর সমীপে যাইতে হইবে, দ্বিজকুমার এই কুশল সমাচার শ্রবণ করিবা মাত্র অতিমাত্র ব্যাগ্রচিত্ত হইয়া আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করত সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, পরে প্রদোষ কাল উপস্থিত হইলে দূতী সমভিব্যাহৃত হইয়া মদীয় সদন সমীপস্থ উপবন মধ্যে প্রবেশ করত গোপন ভাবে ভাবি প্রণয়াশ্বাসে আশ্বাসিত হইবার সময় সম্বরণ করিতে লাগিলেন, পরিশেষে সখি আমার নিকট আসিয়া অভিসার্য্যনায়ক বৃত্তান্ত সমস্ত জ্ঞাতা করিলে পরম সন্তোষ লাভ করিলাম, সুতরাং স্বীয় কণ্ঠের কণ্ঠমালা পারিতোষিক দিয়া নায়ক সমভিব্যাহারে বিহার যোগ্য বেশ ভূষা করত শঙ্কেত স্থানে যাইয়া অভিসার্য্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া অনঙ্গানল হইতে শীতল হইলাম, এবং এইরূপ প্রত্যহ নিশীথ সময়ে উপদয়িত সহিত উপবন মধ্যে নিধুবন রসাস্বাদনে লুব্ধ চিত্তা হইয়া ব্যভিচার্য্য পদাবিতে পদার্পণ করত কুলকলঙ্ক-

ঙ্গিনী হইলাম। পরে আমার প্রাণপতি বিদেশ হইতে ভবনে পুনরাগমন করিয়া পরস্পরাপরস্পরে বদন-কুহর নিঃসৃত এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপান্বিত হওত পাপিয়সী বলিয়া আমাকে এই নিবীড় গহনে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তদবধি ফলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি, কিন্তু একালপর্য্যন্ত এ কাননে মনুষ্যের সমাগম দেখি নাই, অত্ত কি আমার শুভাদৃষ্ট? যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নয়ন সফল হইল, যাহা হউক এতদিন পরে, আমার দুরদৃষ্ট বিনষ্ট করণার্থে জগদীশ্বর করুণাবান হইয়া তোমায় মিলাইয়া দিলেন। হে রাজ-কুমার! তুমি কি নিমিত্ত একাকি কানন মধ্যে দীন হীনের মত পরিভ্রমণ করিতেছ? কারণ কি কহ? রাজকুমার এই বাক্য শ্রবণান্তর সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বরাঙ্গণে! আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ কর।

অথ কুমারের পরিচয়।

পত্ত।

কুমার কহেন তবে, শুন রসবতী।
অচিন্তানগর মধ্যে, আমার বসতি॥

কুমার আমার নাম, নৃপতি নন্দন।
যে কারণে বনবাসি, শুন সে কারণ ॥
কুমারী নামেতে নারী, আমার বনিতা।
জলদ লতিকা রূপে, অতি সুশোভিতা ॥
রাজনীত হীত উপদেশে দ্বেষ করি।
নারী লয়ে লীলা মম, দিবা বিভাবরী ॥
স্ত্রৈণ্য দেখিয়া পিতা, কুপিত অন্তরে।
অরণ্যে যাইতে আজ্ঞা, দিলেন সত্বরে ॥
যাহ বনে কুসন্তানে, নাহি মম কায।
কুথাপি না পাই সুখ, সবে দেয় লাজ ॥
কি করিব পিতৃ সত্য, পালনে উচিত।
এতভাবি চিন্তিত, হইল মম চিত ॥
কেমনে এমন নারী, যাব পরিহরি।
কিরূপে জনক আজ্ঞা প্রপালন করি ॥
বলিলে বনিতা বনে, না দিবে যাইতে।
অতএব না বলিয়া, যাইব নিশিতে ॥
এই যুক্তি করিলাম, বসিয়া গৃহেতে।
পালঙ্কে ভাবিনী মম, রহিল ঘুমেতে ॥
সেই যোগে আসি বনে, চড়ি অশ্বোপরি।
পরিহরি প্রাণ সমা, কুমারী সুন্দরী ॥
এই পরিচয় মম, শুন কাদম্বিনী।
বিদরে হৃদয় ধনী, কহিতে কাহিনী ॥

পরে কিছু কহি শুন, বন বিবরণ।
যে হেতু তোমার সহ, হয় দরশন॥
স্বদেশ ত্যজিয়া আমি, অশ্ব আরোহণে।
প্রথমে এলাম এই, নিবিড় কাননে॥
পিপাসা হইল অতি, অরুণ কীরণে।
ভ্রমিলাম নানা বন, বন অন্বেষণে॥
কুত্থাপি না পেয়ে জল, ভাবিতেছি মনে।
হেনকালে দেখা এক, মুনিবর সনে॥
সন্ধান পাইয়া সেই, মুনির নিকটে।
পয়ঃপান আশে আসি সরোবর তটে॥
হেন সময়েতে এক, পরমা রূপসী॥
সরোবর তীরে আসে, কক্ষেতে কলসী।
কামিনী যামিনী মুখে, আসে একাকিনী।
মরাল গমনে গতি, নাহিক সঙ্গিনী॥
একেত বসন্ত কাল, তাহে পূর্ণ যামী।
মলয় মারুত বহে, কাঁপে করে স্বামী।
তাহে ডালে বসি সব, কোকিল কুহরে।
ঝঙ্কারিয়া বসে অলি, কমল উপরে॥
কুহু কুল করিতেছে, সকলে বিহঙ্গ।
নীরদে নীরদে বলি, ডাকিছে সারঙ্গ॥
সুধাপানে মত্ত হয়ে, উড়িছে চকর।
কুহু করে কোকিকুল, কানন ভিতর॥

বিকচ কুসুম শর, অতি শোভাকর।
নিরন্তারান্তরে সদা, হানে পঞ্চশর॥
এইরূপে শোভান্বিত, হইল রজনী।
হেনকালে তথায়, আইল সে রমণী॥
নিশাযোগে নবনারী, হেরি বন মাঝে।
তদবধি মম প্রাণ, [illegible]॥
পরেতে প্রমদা বারি, পুরিয়া কুম্ভেতে।
গজেন্দ্র গমনে গেল, আপন স্থানেতে॥
আমারে না দেখিয়াছে, আমি দেখি তারে।
মম মনোমীন গেল, সেরূপ সাগরে॥
আঁখি অগোচরে তারে, পাসরিতে নারি।
অন্তরে অন্তরে জাগিতেছে, সেই নারী॥
একে নিশা তাহে স্মর, শর হানে মনে।
চারি দিকে ভয়ানক, ডাকে পশুগণে॥
ঘোটক আটক রাখি, অশোকের মূলে।
বৃক্ষোপরি রহিলাম, সরোবর কূলে॥
হেনকালে আসি এক, বিসাল শার্দ্দূল।
তুরঙ্গ লইয়া গেল, করি মহাতুল॥
অশ্বের শোকেতে, কাঁদিলাম বহুতর।
তোমারে হেরিয়া হলো, সুস্থির অন্তর॥
অপরূপ তব রূপ, নিরখি নয়নে।
ভয় পরিহরি আসি, তোমা দরশনে॥

এই শুন প্রিয়া মন, ওহে কাদম্বিনী।
কহিলাম তব কাছে, দুঃখের কাহিনী॥
কিন্তু এই সকল দুঃখ, হবে অনায়াসে।
যদি সে রমণী মণি, পাই নিজ পাশে॥
সে রূপের তুলনা না, দেখি অবনীতে।
হরিলা আমার মন, হেরিতে হেরিতে॥
শুনিয়া জলদ কহে, মাধুর নন্দিনী।
কহ দেখি রূপাকার, কিরূপ কামিনী॥
কুমার বলেন তবে, করি নিবেদন।
বর্ণে রূপ নিজ কবি, করহ শ্রবণ॥

অথ রাজকন্যার রূপ বর্ণন।

পয়ার।

মুখের তুলনা নাহি, পূর্ণ শশি হারে।
কিবা শোভা শুভিয়াছে, কুচ মধ্যে হারে॥
সজল জলদ প্রায়, কুন্তল তাহার।
যাহা হেরি শতদল, ত্যেজেছে বিহার॥
বর্ণনে না যায় বর্ণ, তাহার অধর।
প্রতিবিম্ব হেরি বিম্ব, হোয়েছে অধর॥
খগিনী গঞ্জিত কর্ণে, তাহে স্বর্ণ চাঁপা।
গজ কুম্ভাকৃতি কুচ, চারু চলে চাঁপ॥

দশন মুকুতাবলি, মঞ্জনেতে মাজা।
কেশরি জিনিয়া ক্ষীণ, কি শোভার মাজা॥
কেশ বেণী নিরখিয়ে, শেষ হয় শেষ।
কি কব রূপের কথা, বর্ণনে অশেষ॥
তপন তাপিত হয়, হেন আভা আস্যে।
ধনীর অধরে ধনী, কোকিল আভাষে॥
কোমলাঙ্গ [illegible], মধুলোভ আশে।
মধুকর গুণ গুণ, গান করি আসে॥
চপলা চমকে যেন, অধরের হাঁসে।
গমন হেরিয়া লজ্জা, পায় রাজ হাসে॥
বিষ বিনিন্দিত ভুজ, রক্তাম্বুজ কর।
প্রতিনখে দীপ্ত করে, যেন সুধাকর॥
সর্ব্বাঙ্গে ভূষণ তার প্রবল সুবর্ণ।
ধরামধ্যে নাহি ধরে, এমন সুবর্ণ॥
হয়েছে আমার মন, সে ধনীর রূপে।
কহ বিধুমুখী তারে, পাইব কি রূপে॥
তাহার তুলনা দিতে, নাহি রূপ আর।
দ্বিজকবি বিরচিলা, সুচারু পয়ার॥

সরোবর-তটে যদি, যায় সে কামিনী।
পদ্মিনী মুদিতা হয়, ফুটে কুমুদিনী॥
হেরিয়া সে বরাঙ্গনে, ভুলিতে না পারি।
অনঙ্গ অনল বাণ, কেমনে নিবারি॥
কোথা বা বসতি করে, কেবা তার পিতা।
ভাবেতে বুঝেছি ভাবে, অনঙ্গ বনিতা॥
যাইব সেখানে আমি, যেখানে সে থাকে।
সদা চিন্তা করে চিত্ত, কিসে পাব তাকে॥
সাধু-কন্যা কহে শুন, ভূপতি নন্দন।
অঙ্গীকার কর যদি, বলি বিবরণ॥
সুকার্য্য সাধন পরে, আসিয়া এ বনে।
আমারে লইয়া যদি, যাও হে ভবনে॥
এই প্রতি শ্রুত, যদি কর মহাশয়।
তবেত কহিতে পারি, তার পরিচয়॥
কুমার হইলা তুষ্ট সে বাক্য শুনিয়া।
অঙ্গীকার করিলেন, তথাস্তু বলিয়া॥
যা বলিলে তা করিব, হেলা না হইবে।
সুকর্ম্ম সাধন পরে, দেখিতে পাইবে॥
বনবাস হইতে, লইয়া যাব বাসে।
রাখিব যতনে সদা, আপনার পাশে॥

তখন কহিছে হাসি, সাধুর কামিনী।
শুন তবে গুণমণি, সে সব কাহিনী॥
পক্ষির মুখেতে, শুনিয়াছি বিবরণ॥
বিক্ষ্যাত নামেতে পুরী, অতি সুশোভণ
গুণাকর নামে রাজা, তথায় বসতি।
বলে বলরাম সম, রূপে রতিপতি॥
সুশীলা সুরূপা অতি, তাঁহার বনিতা।
তার গর্ভে জম্মলন, সুরূপা দুহিতা॥
চন্দ্রাননী নাম তাঁর, কামিনী সুরূপ।
সুচক্ষে দেখেছ তুমি, কেমন সেরূপ॥
যুবতী হইলা তবু, বিবাহ না হয়।
অনঙ্গের শরে অঙ্গ, দহে অতিশয়॥
একারণে গৃহবাস, ত্যজি চন্দ্রাননী।
কালী পূজা করে বনে, দিবস রজনী॥
ঐ যে দেখিছ বন, মাঝে সরোবর।
ইহার তটেতে কালী মূর্ত্তি নিরন্তর॥
পতিজন্যে রাজ-কন্যে, করেন পূজন।
ছাড়িয়া সংসার বাস গেহ পরিজন॥
নির্ভয় হৃদয় তার, শ্যামার কৃপায়।
অরণ্যে ও কোন শঙ্কা মনে নাহি পায়॥
প্রভাত সময়ে ধনী, আসি সরোবরে।
প্রসূন চয়ন করে, কালীকার তরে॥

এই শুন কহিলাম, তার পরিচয়।
পরে কহি তারে যাতে, পাবে মহাশয়॥
প্রভাত হইল নিশি, শশি মলিনতা।
শীঘ্রগতি কর গতি সরোবর যথা॥
এখনি আসিবে ধনী, পুষ্প অন্বেষণে।
দাঁড়ায়ে থাকোগে তথা, দেখিবে নয়নে॥
যদি সে কটাক্ষে হেরে, তোমার বরণ।
মোহিতা হইয়া ধনী, করিবে বরণ॥
দ্বিজ কবি শ্যামাপদ, করিয়া স্মরণ।
কুমারী কুমার গ্রন্থ, করিলা রচণ॥

কুমারের পুনরায় সরোবর তটে গমন।

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

হেরি নিশি অবসান। কোকিল ললিত রাগে করিতেছে গান॥ মলিন সুধাংশু প্রভা, প্রফুল্ল কুসুম শোভা, নলিনীর মনো-লোভা করে মধুপান। চাতকিনী সব ঘনে, ডাকিতেছে ঘনে ঘনে, মলয়া মৃদু পবনে, হানে স্মরবাণ॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

শুনি সাধু-কন্যা মুখে, কুমার পরম সুখে,
ধীরে ধীরে যান সরোবরে।
দেখে নিশি অবশান, কোকিল করিছে গান,
কর ঢাকিতেছে নিশাকরে॥
ডাহুক ডাহুকী ডাকে, কা, কা, রব করে কাকে,
বকে শোভা করে বৃক্ষগণ।
ডাকিছে নানা বিহঙ্গ, ময়না মরাল রঙ্গ,
শুনে হয় মন উচাটন॥
বৃক্ষেতে কোকিল গণ, মুহু র্মুহুঃ প্রতিক্ষণ,
সুললিত গীত কিবা গায়।
নানা বিধ পশু সব, করিয়া আপন রব,
আহারার্থে বনমাঝে ধায়॥
মলয় মারুত মন্দ, বহিছে সুপুষ্পগন্ধ,
গন্ধরাজ গোলাপ বকুল।
বেলকুন্দ সেফালিকা, চম্পক কাষ্ঠ মল্লিকা,
মালতি কাঞ্চন জাতি ফুল॥
পুষ্পেতে শোভিত বৃক্ষ, তাহে বসি নানা পক্ষ,
ফুল ফল করিছে আহার।
চাতকিনী ঘনে ঘনে, ডাকিতেছে নবঘনে,
ময়ূরেতে করিছে ঝঙ্কার॥

দ্বিরেক প্রসূনোপরে, মকরন্দ পান করে,
পতঙ্গ উড়িছে তদুপরি।
দেখিতে সুন্দর শোভা, নূতন পল্লব প্রভা,
কিবা শোভা আহা মরি! মরি!॥
এইরূপে প্রভাতেতে, নিরখেন নয়নেতে,
সরোবরে যাইতে যাইতে।
কোকিলের কুহু গানে, দহে দেহ কামবাণে
লাগিলেন কুমার ভাবিতে॥
হায়! হায়! কতক্ষণে, দেখা হবে তার সনে
পূর্ণ কি হইবে মম আশ।
যদি দেখা পাই তার, হরে দুঃখ অন্ধকার,
সুখ বিধু হইবে প্রকাশ॥
এই বিবেচনা করি, সব চিন্তা পরিহরি,
সরোবরে উদয় কুমার।
দেখে কত পক্ষীচরে, মাঝে মাঝে নৃত্যকরে
হরে মন হেরি একবার॥
খঞ্জন খঞ্জনী গণ, পদ্মে নাচে অগনণ,
নীরজ ভাসিছে নীরোপরি।
ফুটিয়াছে কোকনদ, তদুপরি ষট্‌পদ,
কিবা শোভা আহা! মরি! মরি॥
কুমার রতন বনে, চেয়ে আছে দুনয়নে,
কখন আসিবে চন্দ্রাননী।

দ্বিজ কবি ভাবে কয়, শুন শুন মহাশয়,
নাহি ভাব পাবে সে রমণী॥

অথ কুমারের সহ রাজ-কন্যার দর্শন।

পদ্য।

একদিকে প্রভাত কালে, নরেশ নন্দিনী।
কালীপদ প্রণাম, করিয়া নিতম্বিনী॥
ব্রহ্মময়ী কালিকার, পূজার কারণে।
গজেন্দ্র গমনে চলে, কুসুম কাননে॥
করে পদ্ম স্বর্ণ সাজি, সাজি অলঙ্কারে।
প্রসূন চয়নে ভ্রমে, নিবিড় কান্তারে॥
একাকিনী চন্দ্রাবলী, কানন ভিতরে।
তুলে নানাজাতি ফুল কালিকার তরে॥
বিবিধ কুসুম ধনী, সাজিয়ে সাজিতে।
সরোবরে যায় শেষ, সরোজ তুলিতে॥
গিয়া পদ্মাকরে পদ্ম, করে পদ্ম তুলি।
শুনেন পাপিয়ে হয়, কোকিল কাকুলি॥
মন্দ মন্দ পদ্মগন্ধ, পবন সঞ্চারে।
কমলে কমলোপরে, ভ্রমর ঝঙ্কারে॥
একেত বসন্ত তাহে, অশান্ত যুবতী।
চঞ্চল হইল চিত্ত, উথলিল রতি॥

হেনকালে দরশন, হইল নয়নে।
ভুবন মোহন রূপ, কুমার রতনে॥
আচম্বিতে বন মাঝে, হেরি অপরূপ।
অমনি ধনীর হলো, ভাবের বিরূপ॥
বিচিত্র ভাবিয়া মনে, করেন বিচার।
যক্ষ রক্ষ নাগ নৃ কি, গন্ধর্ব্ব কুমার॥
প্রজ্বলিত নল কিম্বা, উজ্জ্বল রতন।
সুবর্ণ পুত্তলি কিম্বা, দুরন্ত মদন॥
কিম্বা ষড়ানন নহে, মানব উত্তম।
কিম্বা রাহু ভয়ে ভূমে, পড়ে পূর্ণ সোম॥
নহেত তৃষিতারুণ, গমনাগমনে।
আসিয়াছে ভূতে বুঝি, বরিবারে বনে॥
যাহোক্ নিকটে গিয়া জানি সমাচার।
এরূপ হেরিয়া মন, ভুলিল আমার॥
এত ভাবি ধায় ধনী, কুমারের কাছে।
দেখেন রূপেতে বন, আলো করি আছে॥
অমনি অবস ধনী, অনঙ্গের শরে।
জিজ্ঞাসে যুবতী অতি, সুমধুর স্বরে॥
বলহে যুবক তব, কোথায় নিবাস।
কি জন্যে অরণ্যে আসি, করিতেছ বাস॥
শুনিয়া কুমার মনে, হরিষ হইল।
জন্মভূমির পরিচয়, সকলি কহিল॥

পরিচিত হোয়ে চিত্ত, বিচলিত হয়।
দর্পক দহনে উভয়েরি দেহ ক্ষয়॥
সুধায় সুধায় জিনি, নৃপতি তনয়।
শুনিতে বাসনা ধনী, তব পরিচয়॥
অমনি সে ধনী করি, কোকিলের ধ্বনি।
কহে নিজ পরিচয়, অমনি তখনি॥
দ্বিজ কবি কহিতেছে, কি ভাবিছ আর।
পরিচয় লয়ে দোঁহে, করহে বিহার॥

রাজ-কন্যার পরিচয়।

লঘু-ত্রিপদী।

কহে চন্দ্রাননী, শুন গুণমণি,
আমার দুঃখের ভাষা।
করিয়া বিস্তার, কহি সমাচার,
যেহেতু গহনে আসা॥
চন্দ্রাননী নাম, শুন গুণধাম,
বিক্ষ্যাত নগরে বাস।
পিতা গুণাকর, বিস্তার সাগর,
তারা পদে সদা আশ॥
মানে মানধাতা, কর্ণ সম দাতা,
ধরণী ব্যাপিয়া যশ।

কুমারী-কন্যার।

বিনয় বচনে, বুদ্ধি সর্ব্বজ্ঞানে,
নরোত্তম গুণে বশ ॥
যুদ্ধে বৃহস্পতি, দানে ভূনপতি,
ধর্ম্ম পথে সদা মন।
রামের মতন, দয়া বিচক্ষণ,
ব্যাপ্ত আছে ত্রিভুবন ॥
বলে বলরাম, রূপে জিনি কাম,
ধনেশ সমান ধনে।
ধর্ম্মে বিভীষণ, প্রচণ্ড তপন,
সদা বাস সাধুসনে ॥
সুবিমল মন, সদা সর্ব্বক্ষণ,
দ্রোণের সমান শরে।
তাঁহার দুহিতা, এই দুঃখ যুতা,
জনম কুলীনোদরে ॥
শুন মহাশয়, বিবাহ না হয়,
বিধি না মিলান পতি।
অনূঢ়া যুবতী, পেয়ে রতিপতি,
অধৈর্য্য করিল অতি ॥
না পারি সহিতে, ঘরেতে রহিতে,
কৈতব করিয়া মনে।
তীর্থবাসে যাই, মারে বলি তাই,
আইলাম এই বনে ॥

বিধির ঘটনে, অটবী অটনে,
পেলাম পরম ফল।
হেরে আচম্বিতা, কনকে নির্ম্মিতা,
কালীকা স্থাপিতা স্থল ॥
অতি চমৎকার, কান্তি কালিকার,
মেঘাকার কেশ জাল।
স্বর্ণ অসি করে, কিবা শোভা করে,
শশাঙ্কে শোভিতা ভাল ॥
বিকট দশনা, লোহিত রসনা,
ঝুলিয়া পড়েছে বেণী।
কিরীটি উজ্জ্বলা, গলে শিরমালা,
কটিতে করের শ্রেণী ॥
আলক্ত শ্রীপায়, কিবা শোভা পায়,
নখরে উদয় শশি।
মাতিয়া সুধায়, চকরিনী ধায়,
ভক্তিরূপ রসে রসি ॥
হেরি বিবসনা, হইল বাসনা,
সাধনা করিতে কালী।
প্রণমিয়া পায়, স্তুতি কালীকায়,
করিলাম কিছু কালি ॥
সর্ব্বাণী বাণীতে, আকাশ বাণীতে,
কহিলেন মম প্রতি।

থাক এই বনে, আমার সাধনে,
পাইবে সুন্দর পতি ॥
অন্ত কি সে ফল, হইল সফল,
সাধনের ফল হেতু।
মম চিন্তানলে, নিবাইতে জলে,
হইলা সুখের সেতু ॥
পূর্ণ মনোবাসনা পূর্ণ সুবাসনা,
করিলেন আজ মোর।
সুখের বাসর, হলো পরিসর,
দুঃখের রজনী ভোর ॥
হেরি তব রূপ, হইল এরূপ,
বিরূপ হও না কান্ত।
আলিঙ্গন দানে, রাখ মম প্রাণে,
করিয়া অশান্ত শান্ত ॥
উথলিল রতি, আবেশে যুবতী,
কদম্ব আকৃতি প্রায়।
না পারে সহিতে, ক্ষণেক রহিতে,
নাগরে নাগরী চায় ॥
পঞ্চশর জাবে, মলয় বাতাসে,
থসিল বক্ষের বাস ॥
দ্বিজ কবি কহে, ভাবনা কেন হে,
পুরিবে মনের আশ ॥

কুমারের সহ চন্দ্রাননীর প্রেমালাপণ।

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

এসো এসো ওহে প্রাণ। এ নব যৌবন ধন, করিব হে দান॥ হেরি তোমার নয়ন, ভুলিল মম নয়ন, মনকরে উচাটন, শুনে পিকগান

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

চন্দ্রাননী ভাবে মনে, কেমনে কুমার সনে,
　　করিবেন রমণ বিহার।
একারণে সে রূপসী, অধরে মুচকি হাসি,
　　কুমারে কহেন পুনর্ব্বার॥
কামানলে প্রাণ জ্বলে, নিবাও রমণ জলে,
　　যুবতীগণের যুবা প্রাণ।
মুদিত কমল ধরে, প্রফুল্ল কমলোপরে,
　　আনন্দে করহ মধুপান॥
না করি অন্তরে ভয়, কামে করি পরাজয়,
　　নারীর জীবন রাখ কায়।
নতুবা জীবন যাবে, স্ত্রী হত্যা পাতক হবে,
　　তখন পড়িবে বঁধু দায়॥

কুমার কহেন ছলে, শুনে মম কর্ণ জ্বলে,
হেন কথা বলোনা আমারে।
কুমারী আছহ তুমি, কেমনে হরিব আমি,
ভয় হয় হৃদয় আগারে॥
রাজার কুমারী কয়, কুমারী বলিয়া ভয়,
করোনা হে রাজার কুমার।
বেদাদি পুরাণে শুনি, ইথে পাপ নাহি গুণি
করে যেবা পর উপকার॥
পরোপকারেতে রাম, ত্যজিয়া অযোধ্যা ধাম,
বনে গিয়া তবকর্ণ ধার।
সুগ্রীবেরে মিত্র করি, বালি প্রাণ হরি হরি,
সুগ্রীবে দিলেন রাজ্যভার॥
পর উপকার হেতু, সাগরে বান্ধিয়া সেতু,
সিন্ধুপারে গিয়া কপিগণ।
লাঙ্গুলে আগুন দিয়া, নিজাঙ্গে কলঙ্ক নিয়া
লঙ্কাপুরী করিলা দাহন॥
দেখ পর উপকারে, বিভীষণ সুকুমারে,
বধিলেন দিয়া উপদেশ।
পরোপকারেতে কাশী, ত্যজিয়া অগস্ত্য ঋষি
সিন্ধুবাসি হইলেন শেষ॥
অতএব গুণাধার, কর মম উপকার,
ইহাতে নাহিক তব পাপ।

অতনুস্মর শর সবে, আলিঙ্গন দিয়া ধরে,
দূর কর প্রাণের সন্তাপ॥
শুনে বাক্য কিশোরীর, কিশোরের কি শরীর,
পুলকিত হইল আভাষে।
অমনি সে ধনীসনে, ঘন নির্জ্জন বিজনে,
রতিরস তরঙ্গেতে ভাসে॥
ভ্রূযুগল চাপে চাপে, অধরে অধর চাপে,
মুখপদ্মে মুখ পদ্ম দিয়া।
আঁখি পদ্মে আঁখি পদ্ম, কুচপদ্মে কর পদ্ম,
হৃদি পদ্মে হৃদপদ্ম দিয়া॥
এইরূপে নিধুবনে, উভয়েরি হৃদাগণে,
উল্লাস জলজ প্রকাশিল।
নারীর শীতল কায়, মিসায়ে কুমার রায়,
কাম ধ্বান্ত নিমিসে নাশিল॥
রমণাবসানে ধনী, করিয়া কোকিল ধ্বনি,
কহে কথা কুমারের সনে।
এক্ষণে দাসীর সনে, চলহ আনন্দ মনে,
কালীকা স্থাপিতা যে কাননে॥
কত শোভা সে কাননে, কত কব একাননে,
একাননে তত শোভা নাই।
প্রণমিয়া তারা পদে, মিলিয়া প্রণয় পদে,
তারচাঁদ রব সেই ঠাঁই॥

তুমি মম কণ্ঠমালা, গাঁথি পুষ্প কণ্ঠমালা,
তব কণ্ঠে বর মালা দিব।
যদি যাহ সনে বনে, তবে নিধুবনে বনে,
প্রেমবনে সতত ভাসিব॥
সময় বহিয়া যায়, পূজিতে সে গিরিজায়,
চল স্নান করি পদ্মাকরে।
দ্বিজ কবি কহে শেষ, ভালো বটে উপদেশ,
উভয়েই যাহ ত্বরাকরে॥

চন্দ্রাননী সহ কুমারের কালী দর্শনে
গমন।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজভৈরবী। তাল আড়া।

মন চল চল [illegible] দরশনে। নাশিবে
অজ্ঞান তমো হেরিলে তারা নয়নে॥
নিত্য তত্ত্ব পাশরিয়া, অনিত্য মনে মজিয়া,
ভব তরঙ্গে ভাসিয়া, ভ্রমিছ ভব কাননে।
শুন মনঃ তোরে বলি, বল সদা কালী
কালী, মাখরে মনের কালি, কালকান্তার
চরণে॥ যে পদ শ্রীপদ্মাসন, হৃদয়ে করে
ধারণ সে পদ কর স্মরণ, অন্তে এড়াবে
শমনে।